ঋগ্বেদ সংহিতা।

চতুর্থ অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য গয় ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্, মর্ত্ত্যগণ হোমসাধন দ্রব্য লইয়া তোমার স্তব করে। তুমি সর্ব্বভূতজ্ঞ, আমিও তোমার স্তব করিতেছি, তুমি নিরন্তর হোমসাধন হব্য বহন কর।

২। যজ্ঞ সকল যে অগ্নির সহিত অবস্থান করে, যজমানের কীর্ত্তি-বিধায়ক হব্য সকল যে অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, সেই অগ্নি হব্যদাতা কুশচ্ছেদক যজমানের (যাগার্থ) দেবগণকে আহ্বান করেন।

৩। মনুষ্যলোকের পোষণকারী ও যজ্ঞশোভা বিধানকারী যে অগ্নিকে নব শিশুর ন্যায় অরণিদ্বয় উৎপাদন করিয়াছে।

৪। হে অগ্নি! বক্রগতি (সর্প) শিশুর(১) ন্যায় তোমাকে কষ্টে ধারণ করা যায়, তৃণমধ্যে পরিত্যক্ত পশু যেরূপ তৃণ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সমগ্র বন সকল দগ্ধ কর।

৫। ধূমবান্ অগ্নির শিখা সকল সর্ব্বত্র সুন্দররূপে ব্যাপ্ত হয়। কর্ম্মকার (ভস্ত্রাদি দ্বারা) অগ্নিকে যরূপ সংবর্দ্ধিত করে, সেইরূপ ত্রিত(২) যখন

---

(১) মূলে "হ্বার্য্যাণাং" আছে। অর্থাৎ কুটিলগতি সর্প অথবা বক্রগতি অশ্ব। সায়ণ।

(২) মূলে "ত্রিত" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন তিন স্থানে ব্যাপ্ত-মূর্ত্তি। এই ঋকে কর্ম্মকারের ভস্ত্রযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্তরীক্ষে অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, তখন অগ্নি কর্ম্মকারদ্বারা সন্ধুক্ষিত অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

৬। হে অগ্নি! তুমি সকলের মিত্রস্বরূপ, তোমার রক্ষাদ্বারা এবং তোমাকে স্তব করিয়া মর্ত্ত্যগণের শত্রুস্বরূপ পাপ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইব।

৭। হে অগ্নি! তুমি বলবান্ এবং হব্যবাহক, আমাদিগের নিকটে প্রসিদ্ধ ধন আহরণ কর; (আমাদিগের শত্রুদিগকে) পরাভূত করিয়া আমাদিগকে পোষণ কর ও অন্ন প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর।

---

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গয় ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমাদের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর; তুমি অপ্রতিহতগতি, তুমি আমাদিগকে দিগন্তব্যাপ্ত ধন প্রদান কর এবং অন্ন-লাভের নিমিত্ত আমাদিগের পথ পরিষ্কার কর।

২। হে অগ্নি! তোমার শক্তি অতি আশ্চর্য্য, তুমি আমাদিগের (যাগাদি) ক্রিয়ায় (প্রীত হইয়া) আমাদিগকে দক্ষের বল প্রদান কর; তোমার অসহ্য বল আছে, তুমি মিত্রের ন্যায় যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন কর।

৩। হে অগ্নি! প্রসিদ্ধ স্তবকারী মনুষ্যগণ তোমার স্তব করিয়া উৎকৃষ্ট ধন লাভ করিয়াছেন; আমরাও তোমার স্তব করিতেছি, আমাদিগের ধন ও পুষ্টি বর্দ্ধিত কর।

৪। হে আনন্দদায়ক অগ্নি! যে সকল লোক সুন্দররূপে তোমার স্তব করেন, তাঁহারা অশ্বধন লাভ করেন, বলশালী হইয়া স্বকীয় বলদ্বারা শত্রু বিনাশ করেন এবং স্বর্গ হইতেও মহতী সুকীর্ত্তি লাভ করেন; গয় ঋষি স্বয়ং তোমাকে জাগরিত করিতেছে।

৫। হে অগ্নি! তোমার উদ্ধত দীপ্তিমান্ শিখাসকল দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের ন্যায়, শব্দায়মান রথের ন্যায় এবং অন্নার্থীর ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে।

৬। হে অগ্নি! শীঘ্র আমাদিগকে রক্ষা কর, ধন দান করিয়া দারিদ্র দুঃখ দূর কর; আমাদিগের পুত্র মিত্রাদিগণ তোমার স্তব করিয়া পূর্ণকাম হউন।

৭। হে অঙ্গিরা! লোকে (পূর্ব্বকালে) তোমার স্তব করিয়াছে এবং (এক্ষণেও) স্তব করিতেছে, লোকে যে ধন বশতঃ মহদ্ব্যক্তিগণকেও পরিভূত করে, আমাদিগের জন্য সেই ধন আহরণ কর। হে দেবগণের আহ্বানকারী! আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগকে স্তব সামর্থ্য প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য সুতম্ভর ঋষি।

১। লোকরক্ষক সদাপ্রবুদ্ধ সমধিকবলশালী অগ্নি, লোকদিগের নূতনতর মঙ্গল বিধানার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আহুতি প্রদান করিলে পবিত্র অগ্নি অভ্রভেদী শিখাদ্বারা চতুর্দ্দিক্ প্রদীপ্ত করিয়া ঋত্বিগ্‌গণের জন্য প্রকাশিত হয়েন।

২। অগ্নি যজ্ঞের কেতুস্বরূপ, যজমানগণ অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করেন, অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবগণের সমকক্ষ; ঋত্বিগ্‌গণ সর্ব্বাগ্রে তিন স্থানে অগ্নিতে হোম করিয়াছিলেন। শোভনকর্ম্মা দেবগণের আহ্বানকারী সেই অগ্নি কুশযুক্ত সেই স্থানে যজ্ঞার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি নির্ব্বিঘ্নে জননী স্বরূপ অরণিদ্বয় হইতে জন্মগ্রহণ কর; তুমি পবিত্র, স্তুত্য ও মেধাবী; তুমি যজমান হইতে উদিত হইয়াছ; (পূর্ব্ব মহর্ষিগণ) ঘৃতদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, হে হব্যবাহক! গগনব্যাপী ধূম তোমার কেতুস্বরূপ।

৪। সাধক অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন; মানবগণ প্রতি গৃহে অগ্নি সংস্থাপন করেন, হব্যবাহক অগ্নি (দেবগণের) দূতস্বরূপ; তিনি যজ্ঞ সম্পাদক বলিয়া লোকে অগ্নির পূজা করিয়া থাকেন।

৫। হে অগ্নি! তোমার উদ্দেশে এই সুমধুর বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে; এই স্তব তোমার হৃদয়ে আনন্দ বিধান করুক; মহানদী সকল যেরূপ সমুদ্রকে পূর্ণ ও সবল করে, সেইরূপ স্তুতি সকল তোমাকে পূর্ণ ও সবল করিতেছে।

৬। হে অগ্নি! তুমি গুহামধ্যে নিগূঢ় হইয়া এবং বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলে, অঙ্গিরাগণ তোমাকে আবিষ্কৃত করিয়াছেন; হে অঙ্গিরা! তুমি বিশেষ বলের সহিত মথিত হইয়া উৎপন্ন হও বলিয়া লোকে বলের পুত্র কহে।

---

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সুতম্ভর ঋষি।

১। অগ্নি সুমহান্, পূজনীয়, জলবর্ষণকারী, অসুর(১) এবং পুরুষার্থ প্রদায়ক; যজ্ঞস্থলে অগ্নিমুখে হুত পরম পবিত্র ঘৃতের ন্যায় আমাকর্তৃক প্রযুক্ত এই স্তব অগ্নির প্রীতিকর হউক।

---

(১) চতুর্থ অষ্টকে অসুর শব্দ দ্বাদশবার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

৫ মণ্ডলের	১২ সূক্ত	১ ঋকে	অসুর শব্দ	অগ্নি	সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।
,,	১৫ ,,	১ ,,	,,	অগ্নি	,,
,,	২৭ ,,	১ ,,	,,	ত্র্যরুণ অগ্নি রাজপুত্র	,,
,,	৪১ ,,	৩ ,,	,,	রুদ্র বা সূর্য্য বা বায়ু	,,
,,	৪২ ,,	১ ,,	,,	বায়ু	,,
,,	৪২ ,,	১১ ,,	,,	রুদ্র	,,
,,	৪৯ ,,	২ ,,	,,	সবিতা	,,
,,	৫১ ,,	১১ ,,	,,	পূষা	,,
,,	৬৩ ,,	৩ ,,	,,	মিত্র ও বরুণ	,,
,,	৬৩ ,,	৭ ,,	,,	মিত্র ও বরুণ	,,
,,	৮৩ ,,	৬ ,,	,,	পর্জ্জন্য	,,
৬ ,,	১২ ,,	৪ ,,	অসুরঘ্ন শব্দ	ইন্দ্র	,,

অতএব পুরাণে যে অর্থে "অসুর" শব্দ ব্যবহৃত হয়, সে অর্থে অসুর শব্দ এই চতুর্থ অষ্টকে কেবল একবার মাত্র ব্যবহার হইয়াছে। ইন্দ্রকে অসুরহন্তা (অসুরঘ্ন)

২। হে অগ্নি! আমি এই স্তব করিতেছি, তুমি ইহা অবগত হও এবং ইহার অনুমোদন কর; প্রচুর বারিবর্ষণার্থে অনুকূল হও; আমি বল-পূর্ব্বক যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন করিতে অথবা অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি না; তুমি দীপ্তিমান্ কামনাপূরক, তোমারই স্তব করিতেছি।

৩। হে জলবর্ষণকারী অগ্নি! তুমি স্তুতিযোগ্য, আমাদিগের কোন্ সত্য কার্য্যদ্বারা তুমি আমাদের স্তব অবগত হইবে? ঋতুগণের রক্ষাকারী দীপ্তিমান্ অগ্নি আমাকে অবগত হউন্, ধনপতি অগ্নির দানপ্রাপ্ত হই নাই।

৪। হে অগ্নি! কাহারা শত্রুবন্ধনকারী? কাহারা লোকরক্ষক, দীপ্তিমান্ ও দানশীল? কাহারা অসত্যপালকদিগের আশ্রয়দাতা? কাহা-রাই বা অভিসম্পাতাদি দুষ্ট বাক্যের উৎসাহদাতা?।

৫। হে অগ্নি! সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত তোমার এই বন্ধু সকল পূর্ব্বে (তোমার উপাসনা ত্যাগ করিয়া) অসুখী হইয়াছিল, পশ্চাৎ (তোমার আরাধনা করিয়া) আবার সৌভাগ্যশালী হয়। আমি সরলাচরণ করিলেও যাহারা অসাধুভাবে আমাকে কুটিলাচারী বলে, তাহারা যেন আপনারাই আপনা-দিগের অনিষ্ট উৎপাদন করে।

৬। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্ ও অভীষ্টপূরক, যিনি হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করেন ও তোমার জন্য যজ্ঞ রক্ষা করেন, তাঁহার গৃহ বিস্তীর্ণ হউক। এবং যিনি যত্নপূর্ব্বক তোমার পূজা করেন, তাঁহার সাধু পুত্র হউক।

বলিয়া ইহার পূর্ব্বে ঋগ্বেদে উল্লেখ নাই,—ষষ্ঠ মণ্ডলে প্রথম উল্লেখ। ইহারও আদি অর্থ বোধ হয় "বলবান্" গণের বিনাশী। ২।৩০।৪ ঋকে ও "অসুর" অর্থে "বলবান্" হইতে পারে। পুরাণে দৈত্যদানবাদি দেব শত্রুগণই অসুর সম্প্রদায়। ঠিক সেই অর্থে অসুর শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদে নাই।

১৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সুতম্ভর ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমরা তোমাকে পূজা করিয়া আহ্বান করিতেছি এবং আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রজ্বালিত করিতেছি।

২। অদ্য আমরা ধনার্থী হইয়া দীপ্তিমান্, আকাশস্পর্শী অগ্নির সেই সকল স্তব পাঠ করিতেছি, যদ্দ্বারা মনুষ্যগণের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

৩। যে অগ্নি মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া দেবগণের আহ্বান করেন, সেই অগ্নি আমাদিগের স্তব সকল গ্রহণ করুন এবং যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত দেবগণের সমক্ষে বহন করুন।

৪। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বদা প্রীতচিত্ত, হোমকারী এবং লোকের বরণীয় হইয়া স্থূলভাবে অবস্থান কর, যজমানগণ তোমাকে লাভ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি অন্নদাতা ও স্তুতিযোগ্য, জ্ঞানী উপাসকগণ তোমার সমুচিত স্তব করেন, তুমি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান কর।

৬। হে অগ্নি! নেমি যেরূপ চক্রের অর সকলকে (বেষ্টন) করে, তদ্রূপ তুমি দেবগণকে ব্যাপ্ত করিয়া আছ; তুমি আমাদিগকে নানাবিধ ধন প্রদান কর।

---

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সুতম্ভর ঋষি।

১। (হে যজমান)! তুমি অবিনশ্বর অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা প্রবোধিত কর; অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে, তিনি দেবগণের সমক্ষে আমাদিগের হব্য বহন করিবেন।

২। মনুষ্যগণ মর্ত্ত্যলোকের পরমারাধ্য দীপ্তিমান্, সেই অবিনশ্বর অগ্নিকে যজ্ঞস্থলে পূজা করিয়া থাকেন।

৩। অসংখ্য (উপাসক) যজ্ঞস্থলে (দেবগণের নিকট) হব্য বহনার্থ ঘৃতপ্রক্ষেপ পাত্র হইতে ঘৃতসেচন করিয়া, দীপ্তিমান অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকেন।

৪। অগ্নি জন্মগ্রহণ মাত্র নিজ তেজঃ প্রভাবে অন্ধকার এবং (যজ্ঞ বিঘাতক) দস্যুগণকে নষ্ট করিয়া প্রদীপ্ত হন; গাভী, জল ও সূর্য্য, অগ্নি হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৫। (হে মনুষ্যগণ)! তোমরা সেই জ্ঞানী এবং আরাধ্য অগ্নির পূজা কর, যে অগ্নির ঊর্দ্ধভাগ ঘৃতাহুতিদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া থাকে; অগ্নি যেন আমার এই আহ্বান শ্রবণ করেন এবং অবগত হন।

৬। (ঋত্বিগ্গণ) স্তোত্রপ্রিয় ও ধ্যানগম্য অমরবর্গের সহিত আজ্য ও স্তোত্রদ্বারা সর্ব্বদর্শী অগ্নির সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন।

---

১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার অপত্য বরুণ ঋষি।

১। অগ্নি, হব্য প্রদান করিলে তৃপ্তিলাভ করেন; তিনি অসুর, সুখদাতা, ধনাধিপতি, হব্যবাহক, গৃহদাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা, দূরদর্শী, আরাধ্য, যশস্বী এবং শ্রেষ্ঠ; আমি তাঁহার স্তব করিতেছি।

২। যে সকল (যজমান) স্বর্গের আশ্রয়ভূত যজ্ঞস্থলে আসীন, নেতা ও অজাত (দেবগণকে) জাত (মনুষ্যগণের) দ্বারা সমবেত করেন, তাঁহারা হব্যবাহক, সত্যস্বরূপ অগ্নিকে যাগার্থ উৎকৃষ্ট বেদির উপর স্থাপন করেন।

৩। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে দুস্তর হব্যরূপ মহাখাদ্য প্রদান করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ দেহ ধারণ করেন; নব জাত সেই অগ্নি সমবেত শত্রুগণকে দূরীভূত করুন, (মৃগগণ) কুপিত সিংহ হইতে যেরূপ দূরে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী শত্রুগণ আমা হইতে দূরে অবস্থান করুক।

৪। যৎকালে তুমি সর্ব্বত্র প্রবদ্ধ হও, তৎকালে তুমি জননীর ন্যায় সকল লোককে পালন কর এবং তাহারা দর্শনার্থ ও রক্ষণার্থ তোমাকে (প্রার্থনা

করিয়া থাকে) যখন তুমি ধৃত হও, তখন সর্ব্বপ্রকার অন্ন জীর্ণকর, অতএব হে বিশ্বরূপ অগ্নি! সমস্ত বিশ্ব তোমরই অন্তর্ভূত।

৫। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! সুমহৎ কামনাপূরক অর্থোৎপাদক হব্য তোমার প্রকৃষ্ট বল বিধান করুক; তস্কর যেরূপ গুহামধ্যে অপহৃত দ্রব্য গোপনে রক্ষা করে, তদ্রূপ তুমি প্রচুর ধন লাভার্থ উৎকৃষ্ট পথ প্রকাশিত করিয়া অত্রি মুনির প্রতি দয়া প্রকাশ কর।

---

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য পূরু ঋষি।

১। মনুষ্যগণ প্রকৃষ্ট স্তব করিয়া বন্ধুর ন্যায় যে অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করে, দীপ্তিমান্ সেই অগ্নিকে প্রচুর হব্যরূপ অন্ন প্রদান কর।

২। যে অগ্নি দেবগণের নিকট হব্য বহন করেন, বাহুবলের দীপ্তিদ্বার, (মণ্ডিত) সেই অগ্নি যজমানগণের জন্য দেবগণকে আহ্বান করেন এবং সূর্য্যের ন্যায় বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন।

৩। সমস্ত (যজমানগণের) হব্য ও স্তোত্রদ্বারা যে সামর্থ্যযুক্ত এবং শব্দায়মান অগ্নির বলাধান করিয়া থাকে, আমরা অতি তেজস্বী ধনাধিপতি সেই অগ্নির স্তব করিব ও তাঁহার সহিত মিত্রতা করিব।

৪। হে অগ্নি! তোমরা এই সকল উপাসকগণকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বল প্রদান কর, স্বর্গ এবং পৃথিবী সূর্য্যের ন্যায় সেই অগ্নিকে জ্যোতিঃ পূর্ণ করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! আমরা তোমার পূজা এবং স্তব করিতেছি, হব্য প্রদান করিয়া তোমার সংবর্দ্ধনা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক আমাদিগকে অভিলষিত ধন প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর।

---

১৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। পূরু ঋষি।

১। হে দীপ্তিশীল অগ্নি! তুমি তেজস্বী, যজমান এইরূপে তোমাকে তর্পণ করিবার নিমিত্ত স্তবোচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান করিতেছে; পূরু যজ্ঞসম্পাদন কালে রক্ষার জন্য অগ্নির স্তব করিতেছে।

২। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যশস্বিপ্রবর! যে অগ্নির দুঃখ নাই, যাহার তেজঃ অতি বিচিত্র, যিনি স্তবার্হ এবং বুদ্ধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তুমি বাক্যদ্বারা সেই অগ্নির স্তব করিতেছ।

৩। যে অগ্নি বলশালী, লোকে যে অগ্নির স্তব করিয়া থাকে, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল যে অগ্নির প্রভা সকল প্রকাশিত হয়, সেই অগ্নির তেজঃ প্রভাবে (সূর্য্য প্রভান্বিত হয়েন)।

৪। সুবুদ্ধি ঋত্বিকগণ সৌম্যমূর্ত্তি অগ্নিকে পূজা করিয়া আপনাদিগের রথ ধনদ্বারা (পূর্ণ করেন); উৎপত্তি মাত্রেই তাবৎ লোক আরাধ্য অগ্নির স্তব করিয়া থাকেন।

৫। হে অগ্নি! ধার্ম্মিকগণ তোমার স্তব করিয়া যে ধন লাভ করেন, শীঘ্র আমাদিগকে সেই বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। হে শক্তিপুত্র! আমাদিগের অভিলাষ (পূর্ণকর); আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদিগের মঙ্গল বিধানে তৎপর হও এবং যুদ্ধে আমাদিগকে বিজয়ী কর।

---

১৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য দ্বিত ঋষি।

১। অগ্নি অনেকের প্রিয়, মনুষ্যের অথিতি এবং স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়াও নশ্বর মানবগণের নিকট হব্য কামনা করেন; যজমানগণ প্রাতঃকালে অগ্নির স্তব করে।

২। হে অবিনশ্বর অগ্নি! দ্বিত বিশুদ্ধ হব্য বহন করিতেছে, তোমার স্তব করিতেছে এবং নিরন্তর তোমার নিকট সোমরস আনয়ন করিতেছে, অতএব তুমি তাহাকে তোমার নিজবল (প্রদান কর)।

৩। হে অগ্নি! তুমি অতিশয় দীপ্তিশীল, তুমি অশ্ব দান কর। আমি ধনিগণের জন্য তোমাকে স্তব করিয়া আহ্বান করিতেছি, তাহাদিগের রথ যেন (যুদ্ধে) অপ্রতিহতভাবে গমন করে।

৪। যে সকল ঋত্বিক্ বিবিধ যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করে, যাহারা পঠনদ্বারা উক্‌থ সকল রক্ষা করে(১) সেই সকল ঋত্বিক্ মনুষ্যের স্বর্গসাধনের উপায়ভূত যজ্ঞে(২) কুশের উপর হব্য স্থাপন করে।

৫। হে অবিনশ্বর অগ্নি! আমি তোমার স্তব করায়, যে সকল ধনী আমাকে পঞ্চাশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তুমি সেই সকল ব্যক্তিকে দীপ্তিশীল প্রচুর অন্ন এবং পরিচারকবর্গ প্রদান কর।

---

১৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য বব্রি ঋষি।

১। যে অগ্নি জননীর (পৃথিবীর) ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া তাবৎ বস্তু দর্শন করিতেছেন, সেই হব্যগ্রাহী অগ্নি, বব্রি অতিশয় দুরবস্থাগ্রস্ত, ইহা অবগত হউন।

২। যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রভাব অবগত হইয়া নিরন্তর তোমাকে আহ্বান করে এবং হব্য ও স্তোত্রদ্বারা তোমার বল রক্ষা করে, তাঁহারা যে পুরীতে বাস করেন, তাহা শত্রুগণের দুর্গম্য।

৩। স্তোত্রকুশল অন্নার্থী জীবিত মনুষ্যগণ কণ্ঠে নিষ্ক ধারণপূর্ব্বক(১) স্তোত্রদ্বারা অন্তরীক্ষবর্ত্তী বৈদ্যুত অগ্নির প্রদীপ্ত বল বর্দ্ধিত করে।

---

(১) মূলে আছে "আসন্ উক্‌থা পান্তি যে।" অর্থাৎ "আস্যন্ . . . স্তোত্রাণি পান্তি রক্ষন্তি।" সায়ণ। "Who perpetuate the sacred hymns by their recital."

(২) মূলে "স্বর্ণরে।" স্বর্গং নরং . . . নয়তি ইতি স্বর্ণরো যজ্ঞঃ।" সায়ণ। অতএব যজ্ঞদ্বারা মনুষ্য স্বর্গলাভ করে, এ বিশ্বাস বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল প্রমাণ হইতেছে। নতুবা যজ্ঞের একটী প্রতিবাক্য "স্বর্ণর" হইবে কিরূপে?।

---

(১) মূলে "নিষ্কগ্রীব" আছে। "নিষ্কেণ সুবর্ণেন অলঙ্কৃত গ্রীবা।"

৪। মিশ্রিত হব্যের ন্যায় যে অগ্নির উদর অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ, যে অগ্নি স্বয়ং শত্রুগণের অজেয় হইয়া নিরন্তর শত্রুনাশ করিতেছেন, স্বর্গ ও মর্ত্তের সহায়ভূত সেই অগ্নি দুগ্ধের ন্যায় কমনীয় নির্দোষ এই স্তব শ্রবণ করুন।

৫। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি বনে ভস্মদ্বারা ক্রীড়া কর এবং বায়ুদ্বারা প্রকাশিত হও, তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও এবং তোমার শত্রু-নাশক শিখা সকল তোমার এই উপাসকের নিকট সুকোমল হউক্।

২০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য প্রযস্বৎগণ ঋষি।

১। হে অন্নদাতা অগ্নি! যে হব্যরূপ ধন তোমার অভিমত; তুমি আমাদিগের স্তুতির সহিত সেই হব্যধন দেবগণের সমীপে বহন কর।

২। হে অগ্নি! যে সকল ব্যক্তি সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তোমাকে হব্য প্রদান করে না, তাহারা নিরতিশয় বলহীন হয়। এবং যাহারা (বৈদিকভিন্ন) অন্য রীতি ব্রত অনুষ্ঠান করে, তাহারা তোমার বিদ্বেষ ভাজন ও তোমার নিকট দণ্ডনীয় হয়।

৩। হে অগ্নি! তুমি হোতা ও শক্তির সাধন, আমরা প্রযস্বৎ(১), তোমাকে বরণ করিতেছি, যজ্ঞস্থলে আমরা সর্ব্বাগ্রে তোমার স্তব করি।

৪। হে বলসম্পন্ন অগ্নি! যাহাতে আমরা প্রতিদিন তোমার রক্ষা প্রাপ্ত হই, তুমি সেইরূপ (উপায় কর) হে সুকর্ম্মকারক! আমরা যেন যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ধনলাভ করি এবং গো ও পুত্র লাভ করিয়া সুখী হই।

২১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য সস ঋষি।

১। হে অগ্নি! মনুর ন্যায় আমরা তোমাকে ধ্যান ও প্রজ্জ্বালিত করিতেছি; হে অঙ্গিরা! তুমি মনুর ন্যায় যজমানের জন্য দেবগণের পূজা কর।

(১) প্রযস্বৎ শব্দের অর্থ অন্নবিশিষ্ট।

২। হে অগ্নি! তুমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া মনুষ্যলোকে দীপ্তি প্রকাশ কর; হে সুজন্মা! ঘৃতপূর্ণ হব্য পাত্র নিরন্তর তদুদ্দেশে উত্থাপিত হয়।

৩। হে জ্ঞান সম্পন্ন অগ্নি! সমস্ত দেবতা প্রীত হইয়া তোমাকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞস্থলে যজমানগণ দীপ্তিশীল তোমাকে স্তব করিয়া থাকে।

৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! দেবগণের নিকট হব্য বহন করিবার জন্য লোকে তোমার স্তব করে; হে উজ্জ্বল অগ্নি! তুমি প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রদীপ্ত হও এবং অকপট মনের আবাসে বিদ্যমান থাক।

---

২২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য বিশ্বসামা ঋষি।

১। হে বিশ্বসামন! যাঁহার দীপ্তি পবিত্রতা বিধান করে, যজমানগণ যাঁহার স্তব করে, যিনি দেবগণের আহ্বানকারী এবং মানবগণের পূজ্যতম, তুমি অত্রির ন্যায় সেই অগ্নির স্তব কর।

২। হে যজমানগণ! তোমরা জাতবেদা, দীপ্তিশীল, যাগনির্ব্বাহক অগ্নিকে সংস্থাপিত কর; অদ্য যেন দেবগণের অভিলষিত যাগসাধন হব্য নিরন্তর তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়।

৩। হে দীপ্তিশীল অগ্নি! তোমার হৃদয় জ্ঞানসম্পন্ন; তুমি রক্ষা করিবে বলিয়া লোকে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি বরণীয়, আমরা রক্ষণার্থ তোমার স্তব করিতেছি।

৪। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি আমাদিগের এই স্তব অবগত হও; হে গৃহপতি! তোমার হনু অতি সুদৃশ্য; অত্রিপুত্রগণ স্তবদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত এবং বাক্যদ্বারা অলঙ্কৃত করিতেছে।

---

২৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য দ্যুম্ন ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দ্যুম্নকে একটী শত্রুবিজয়ী পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র পরাক্রমদ্বারা যুদ্ধে সকল লোককে পরাজিত করিয়া গৌরব লাভ করিবে।

২। হে পরাক্রান্ত অগ্নি! তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্ভুত, গোদাতা ও অন্নদাতা; তুমি এরূপ একটী পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ(১)।

৩। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের আহ্বানকারী ও সকলের প্রীতি-দায়ক, সমবেত ঋত্বিগ্‌গণ প্রীতচিত্তে কুশচ্ছেদ করিয়া যজ্ঞগৃহে তোমার নিকট বিবিধ বাঞ্ছিত ধন প্রার্থনা করে।

৪। হে অগ্নি! লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়ভূত সেই (ঋষি) শত্রুনাশক বললাভ করুন, হে দীপ্তিমান! তুমি আমাদিগের গৃহে এরূপ দীপ্তি প্রদান কর, যেন সেগুলি প্রচুর ধনে পূর্ণ হয়। হে পাপনাশক! তুমি চতুর্দ্দিকে দীপ্তি বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হও।

---

২৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, এই চারিজন ঋষি। ইহারা গৌপায়ন এবং লৌপায়ন নামে খ্যাত।

১।২। হে বরণীয় অগ্নি! তুমি রক্ষক ও উপকারক স্বরূপ আমা-দিগের নিকট উপস্থিত হও। হে গৃহদাতা এবং অন্নদাতা! তুমি আমা-দিগের প্রতি অনুকূল হইয়া দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান কর।

---

(১) মূলে "পৃতনা সহং" আছে। "পৃতনাঃ সেনা অভিভবিতারং।" সায়ণ। সে কালে ঋত্বিক্ ও ঋষিগণ সংসারী ছিলেন, যুদ্ধ কালে তাঁহারাও যুদ্ধে লিপ্ত হই-তেন। যোদ্ধগণের একটী বিভিন্ন "জাতি" তখন সৃষ্ট হয় নাই, ঋত্বিগ্‌গণেরও একটী বিভিন্ন "জাতি" সৃষ্ট হয় নাই।

৩। ৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে অবগত হও, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর, সমস্ত দুষ্ট লোক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সহিত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।

---

২৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য বসুযু নামক ঋষিগণ।

১। (হে বসুযুগণ)! তোমরা রক্ষার্থ দীপ্তিমান্ অগ্নির স্তব কর, (যজমান গৃহে) অধিষ্ঠানকারী অগ্নি আমাদিগকে (বাঞ্ছিত দ্রব্য) প্রদান করুন, ঋষিগণের পুত্র(১) স্বরূপ সত্যবান্ অগ্নি আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন।

২। প্রাচীন (মহর্ষি) গণ ও দেবগণ যে অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, যাঁহার জিহ্বা হব্য প্রদান করিলে তৃপ্তিলাভ করে, স্বর্গীয় দীপ্তিদ্বারা সমুজ্জ্বল ও দেবগণের আহ্বানকারী সেই অগ্নি সত্য প্রতিজ্ঞ।

৩। হে অগ্নি! আমরা তোমার স্তব করিতেছি; তুমি আমাদিগের পরিচর্য্যা ও সুবুদ্ধিদ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে ধন প্রদান কর।

৪। অগ্নি দেবগণের মধ্যে বিরাজমান, মনুষ্যগণের মধ্যে বর্ত্তমান এবং আমাদিগের হব্য বহন করেন; (হে যজমানগণ)! তোমরা স্তব করিয়া অগ্নির সেবা কর।

৫। অগ্নি (হব্য) দাতাকে এরূপ একটী পুত্র প্রদান করুন, যে পুত্র প্রচুর অন্নসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ শত্রুগণের অজেয় ও নিজ কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোকগণের খ্যাতি বিস্তার করিবে।

৬। অগ্নি সাধুগণের রক্ষাকারী ও যুদ্ধে অনুচরবর্গের সহিত জয়লাভকারী একটী পুত্র দান করুন। বিজয়ী অথচ স্বয়ং অজেয় একটী অশ্ব প্রদান করুন।

---

(১) মূলে "পুত্রঃ" আছে। "ঋষিভির্মন্থনেন জাতত্বাৎ পুত্র ইত্যুপচর্য্যতে।"

৭। অগ্নির উদ্দেশে উৎকৃষ্টতম (স্তোত্র) উচ্চারিত হয়; হে তেজঃ-সম্পন্ন! আমাদিগকে প্রচুর ধন দান কর; কারণ তোমা হইতে বিপুল, ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয়।

৮। হে অগ্নি! তোমার দীপ্তি সকল অতিশয় উজ্জ্বল, তুমি (সোমলতা পেষক) প্রস্তরের ন্যায় বলশালী, তোমাকে সকলে স্তব করে, তুমি স্বয়ং দীপ্তিমান্; তোমার ধ্বনি মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় আকাশে বিস্তৃত হয়।

৯। এইরূপে আমরা বসুযুগণ(২) বলবান্ অগ্নির স্তব করিতেছি, যেরূপ আমরা নৌকাদ্বারা নদী পার হই, শোভনকর্ম্মা অগ্নি আমাদিগকে সেইরূপে সমস্ত শত্রু হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ করুন।

---

২৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসুযুগণ ঋষি।

১। হে দীপ্তিমান্ পবিত্রতাবিধায়ক অগ্নি! তুমি নিজ দীপ্তি ও প্রীতিকরী জিহ্বাদ্বারা দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর এবং পূজা কর।

২। হে অগ্নি! তুমি ঘৃত হইতে উৎপন্ন হও, তোমার দীপ্তি সকল অতি বিচিত্র, তুমি স্বর্গদর্শী, আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি হব্য-ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর।

৩। হে অগ্নি! তুমি জ্ঞানসম্পন্ন, হব্যভোজী, দীপ্তিমান্ ও মহৎ, আমরা যজ্ঞস্থলে তোমাকে প্রজ্জ্বালিত করি।

৪। হে অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত যজমানের নিকট উপস্থিত হও, তুমি দেবগণের আহ্বানকারী, আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।

৫। হে অগ্নি! যজ্ঞস্থলে স্নাত যজমানকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং দেবগণের সহিত কুশের উপর উপবেশন কর।

৬। হে সহস্রবিজয়ী অগ্নি! হব্যদ্বারা প্রজ্জ্বালিত হইয়া তুমি দেবগণের পূজিত দূতস্বরূপ আমাদিগের যজ্ঞ কার্য্যের সহয়তা কর।

---

(২) মূলে "বস্যবঃ" আছে। শব্দের অর্থ ধনপ্রার্থী।

৭। (হে যজমানগণ)! তোমরা জাতবেদা, হব্যবাহক ও দেবগণের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ, দীপ্তিমান্ ঋত্বিক্ অগ্নিকে সংস্থাপিত কর।

৮। অদ্য যজমানকর্ত্তৃক প্রদত্ত হব্য নিরন্তর দেবগণের নিকট উপস্থিত হউক; (হে ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা তাঁহাদিগের উপবেশনের জন্য কুশ সকল বিস্তৃত কর।

৯। মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ নিজ পরিজনবর্গের সহিত এই কুশের উপর উপবেশন করুন।

---

২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। [illegible] ঋকে অগ্নি ও ইন্দ্র উভয় দেবতা। অত্রি ঋষি অথবা ৩ জন রাজা ঋষি, যথা—১ম ত্রিবৃষ্ণের অপত্য ত্র্যরুণ, ২য় পুরুকুৎসের অপত্য ত্রসদস্যু, ৩য় ভরতের অপত্য অশ্বমেধ।

১। হে মানবগণের অধিনায়ক বৈশ্বানর! সাধুগণের রক্ষক, জ্ঞানবান্, অসুর এবং ধনবান্, ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ নামক রাজর্ষি আমাকে শকটসংযুক্ত গোদ্বয় এবং দশ সহস্র (সুবর্ণ) প্রদান করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

২। হে মনুষ্যগণের নায়ক অগ্নি! যে ত্র্যরুণ আমাকে শত (সুবর্ণ)(১) বিংশতি গো এবং শকটবহনক্ষম অশ্বদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তোমার স্তব ও পূজা করিতেছি, তুমি সেই ত্র্যরুণকে সুখী কর।

৩। হে অগ্নি! যেরূপ ত্র্যরুণ বহুপুত্র কন্যাসম্পন্ন, আমার স্তব শ্রবণে প্রীত হইয়া আমাকে দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সেইরূপ ত্রসদস্যুও তোমাকে স্তব করিতে অভিলাষী হইয়া, আমাকে দান করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৪। হে অগ্নি! যখন এক জন যাচক তোমার স্তোত্র সঙ্গে লইয়া দাতা অশ্বমেধের নিকট গমনপূর্ব্বক আমাকে ধন দাও বলিয়া প্রার্থনা

---

(১) মূলে কেবল শত বা সহস্র আছে, অর্থ বোধ হয় শত বা সহস্র মুদ্রা। "It is not impossible, however, that pieces of money are intended; for if we may trust Aryan, the Hindus had coined money before Alexander."—*Wilson.*

করিয়াছিলেন, তখন তিনি উক্ত অর্থীকে ধন দিয়াছিলেন; অশ্বমেধ যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে (যজ্ঞ বিষয়ে) বুদ্ধি প্রদান কর।

৫। যাঁহার কর্তৃক প্রদত্ত বলবান্ একশত বলীবর্দ্দ আমার আনন্দ বিধান করিতেছে, হে অগ্নি! তিন দ্রব্য মিশ্রিত(২) সোমের ন্যায় তাঁহার সেই সকল বলীবর্দ্দ তোমার প্রীতি বিধান করুক।

৬। হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! তোমরা অপরিমিত ধনদাতা, অশ্বমেধকে আকাশস্থিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমান্ সুবীর্য্য [illegible] ধন প্রদান কর।

---

২৮ সূক্ত

অগ্নি দেবতা। অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী [illegible] ঋষি(১)।

১। অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়া আকাশে দীপ্তি বিস্তার করেন এবং উষার সম্মুখে বিস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হয়েন; বিশ্ববারা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া এবং দেবগণের স্তবোচ্চারণপূর্ব্বক হব্যপাত্র লইয়া (অগ্নির অভিমুখে) গমন করিতেছে।

২। হে অগ্নি! তুমি সম্যক্‌রূপে প্রজ্বালিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য কর, তুমি হব্যদাতার কল্যাণ বিধানার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাক; তুমি যে যজমানের নিকট বর্ত্তমান থাক, তিনি সমস্ত ধনলাভ করেন এবং তোমার সম্মুখে অতিথিযোগ্য হব্য প্রদান করেন।

৩। হে অগ্নি! আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর, তোমার দীপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক, তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর।

---

(২) মূলে "ত্র্যাশিরঃ" আছে। "দধিসক্তু পয়োরূপাস্ত্রিভিঃ আশিরোধিশ্রপণসাধন দ্রব্যৈর্যুক্তে ত্র্যাশিরঃ।" সায়ণ।

---

(১) স্ত্রীলোকের পতির সহিত যজ্ঞসম্পাদন করিতে কোনও বাধা ছিল না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই অনেক স্থলেই দেখিয়াছি। এখানে দেখিতেছি এক জন স্ত্রীলোক এই সূক্তের ঋষি, ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা বা সংকলন করিবারও তাহাদের অধিকার ছিল, ক্ষমতাও ছিল। এই সূক্তের প্রথম ঋকে ঐ বিশ্ববারা নাম্নী রমণী দেবগণের স্তব উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিকের কার্য্যও সম্পাদন করিতেছেন এবং তৃতীয় ঋকে তিনি দাম্পত্য সম্বন্ধ শৃঙ্খলা বদ্ধ করিবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

৪। হে অগ্নি! যখন তুমি প্রজ্বালিত ও দীপ্তিমান্ হও, আমি তোমার দীপ্তির স্তব করি। তুমি দীপ্তিমান্ তুমি কামনা পূরণ কর, যজ্ঞস্থলে যথা-যোগ্যরূপে প্রজ্বালিত হও।

৫। হে অগ্নি! যজমানগণ তোমাকে প্রজ্বালিত ও আহ্বান করিতে-ছেন, তুমি যজ্ঞস্থলে দেবগণের পূজা কর, কারণ তুমি হব্যদাতা।

৬। আরব্ধ যজ্ঞে হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর, অগ্নির সেবা কর এবং দেবগণের নিকট হব্য[illegible]র্থ তাঁহাকে বরণ কর।

---

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু নবম ঋকের প্রথম চরণের দেবতা উশনা হইতে পারে।
শক্তি গোত্রজ গৌরিবীতি ঋষি।

১। মনুকৃত দেবযজ্ঞে তিনটী তেজের আবির্ভাব হয় এবং তাঁহারা (মরুৎগণ), অন্তরীক্ষে (সূর্য্য বায়ু অগ্নিরূপ) তিনটী জ্যোতিষ্ক ধারণ করেন। হে ইন্দ্র! বিশুদ্ধ বলসম্পন্ন মরুৎগণ তোমার স্তব করেন, কারণ তুমি সুবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং এই সকল মরুৎকে দর্শন কর।

২। যৎকালে মরুৎগণ সোম পান করিয়া উল্লাসিত ইন্দ্রের স্তব করিয়া-ছিলেন, তখন তিনি বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক বৃত্রকে সংহার করিলেন এবং প্রকাণ্ড জলরাশিকে স্বেচ্ছানুসারে প্রবাহিত করিলেন।

৩। হে বলশালী মরুৎগণ! হে ইন্দ্র! তোমরা এই সোমরস পান কর, আমি প্রচুর পরিমাণে তোমাদিগকে অর্পণ করিতেছি। তোমরা ইহা পান করিলে, যজমান ধেনু লাভ করিবেন এবং ইহা পান করিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছেন।

৪। ইন্দ্র সোম পান করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে অবিচলিত ভাবে স্থাপিত করিলেন এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত গমন করিয়া মৃগবৎ (বৃত্রকে) ভয়াভি-ভূত করিলেন। দনিব লুক্কায়িত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া ভয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; ইন্দ্র তাহাকে আচ্ছাদন বিমোচনপূর্ব্বক সংহার করিলেন।

৫। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্র! তোমার এই বীরত্ব নিবন্ধন সমস্ত দেবতা ক্রমানুসারে তোমাকে পানার্থ সোমরস প্রদান করিয়াছেন; তুমি এতশের জন্য সম্মুখবর্ত্তী সূর্য্যাশ্বগণের গতিরোধ করিয়াছিলে।

৬। যখন ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র বজ্রদ্বারা একবারে সেই (শম্বরের) নবনবতি সংখ্যক নগর নষ্ট করিলেন, তখন মরুৎগণ রণভূমিস্থ ইন্দ্রের ত্রিষ্টুপছন্দে স্তব করায়, তিনি ঐ উদ্দীপ্ত (অসুরকে) পীড়িত করিলেন।

৭। ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি স্বীয়মিত্র ইন্দ্রের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সত্বর তিন শত মহিষ পাক করিলেন(১); এবং ইন্দ্র বৃত্রবধের জন্য মনুপ্রদত্ত তিন পাত্র সোমরস এককালে পান করিলেন।

৮। হে ইন্দ্র! যখন তুমি তিন শত মহিষের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলে; যখন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন তুমি তিন পাত্র সোমরস পান করিয়াছিলে; যখন তিনি বৃত্র সংহার করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত দেবতা সোমপানকারী ইন্দ্রকে ভৃত্যবৎ যুদ্ধস্থলে আহ্বান করিয়াছিলেন।

৯। হে ইন্দ্র! যখন তুমি এবং উশনা বলবান্ ও দ্রুতগামী অশ্বগণের সহিত কুৎসের গৃহে গিয়াছিলে, তখন তুমি শত্রুসংহার করিয়া কুৎস ও দেবগণের সহিত একরথে গমন করিয়াছিলে এবং তুমিই শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলে।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে সূর্য্যের একখানি (রথ) চক্র ছেদন করিয়াছিলে; অপর একখানি ধনলাভের জন্য কুৎসকে প্রদান করিয়াছিলে; তুমি বজ্রদ্বারা বাক্ শক্তিহীন(২) দস্যুগণকে হতবুদ্ধি করিয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলে।

(১) মূলে "অপচৎ মহিষা ত্রীশতানি" আছে। মহিষ পাকের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়, মহিষ ভক্ষণের উল্লেখ ইহার পরের ঋকে পাওয়া যায়।

(২) মূলে "অনাসঃ" আছে। "আস্য রহিতান্ আস্য শব্দেন শব্দো লক্ষ্যতে অশব্দান্।" সায়ণ। "Alluding possibly to the uncultivated dialects of the barbarous tribes. . . . Professor Müller (*Universal History of Man*, I. 346), referring to this text, proposes to separate *anása* into *a*, 'non,' *nása*, 'nose,'—'the noseless,' alluding to that feature in the aborigines, as contrasted

১১। হে ইন্দ্র! গৌরিবীতির স্তব সকল তোমাকে বর্দ্ধিত করুক; তুমি বিদথিনের পুত্র (ঋজিশ্বের) জন্য পিপ্রুকে বশীভূত করিয়াছিলে; ঋজিশ্বা তোমার সহিত বন্ধুত্ব লাভের জন্য (পুরোডাশাদি) পাক করিয়া তোমাকে সম্মুখে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তুমি তাঁহার সোমরস পান করিয়াছিলে।

১২। নবগ্ব ও দশগ্বগণ(৩) স্তবদ্বারা ইন্দ্রের পূজা করেন, ইন্দ্রের প্রধান উপাসকগণ তাঁহার স্তব করিয়া (যে গুহার মধ্যে গো সমূহ সুগুপ্ত ছিল) তাহা উন্মুক্ত করিয়াছেন।

১৩। হে ধনবান্ ইন্দ্র! তুমি যে সকল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, যদিও আমি তাহা অবগত আছি, তথাপি আমি কিরূপে সেই সকল বীরত্বের যথাযোগ্য স্তব করিব; হে মহাবলসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি যে সকল নূতন বীরত্ব প্রকাশ করিবে, আমরা যজ্ঞে তৎসমুদয়ের কীর্ত্তন করিব।

১৪। হে ইন্দ্র! শত্রুগণ তোমার সমকক্ষ নহে; তুমি স্বাভাবিক বীর্য্যদ্বারা এই সমস্ত (বীরত্ব) সম্পাদন করিয়াছ, হে বজ্রধারী! তুমি শত্রু-নাশক, তুমি যে কোন কার্য্য কর, এরূপ কেহ নাই যে তোমার বলের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে।

১৫। হে নিরতিশয় বলশালী ইন্দ্র! আমরা যে সকল নূতন স্তব পাঠ করিলাম, তুমি আমাদিগের সেই সকল স্তব গ্রহণ কর; আমরা সৎকার্য্যকারী ও ধনার্থী হইয়া ধীরভাবে এই সকল স্তব বস্ত্র এবং রথের ন্যায় (তোমার সমক্ষে) অর্পণ করিয়াছি।

---

with the more prominent nose of the Aryan race. The proposal is ingenious, but it seems more likely that Sáyana is right; as we have the *Dasyus* presently called also *mridhravâchas, hinsita vagindriyán*, 'having defective organs of speech.'"—*Wilson.*

(৩) ১ মণ্ডল, ৬২ সূক্ত, ৪ টীকা দেখ।

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা কোন২ স্থলে ঋণঞ্চয় রাজা দেবতা। বভ্রু ঋষি।

১। যাঁহাকে বহুলোকে আহ্বান করে, যিনি সোম পানেচ্ছু হইয়া রক্ষা করিবার জন্য ধনের সহিত (যজমানের) গৃহে গমন করেন, পরাক্রমশালী সেই বজ্রধারী ইন্দ্র কোথায় আছেন? অশ্বদ্বয়াকৃষ্ট সুখকর রথে অরোহন করিয়া ইন্দ্রকে গমন করিতে কে দেখিয়াছেন?।

২। আমি তাঁহার গুপ্ত ও ভয়ানক বাসস্থান দর্শন করিয়াছি; আমি অন্বেষণার্থ নিজ আধারভুত সেই ইন্দ্রের আবাসে গমন করিয়াছি; আমি অন্য লোকের নিকট তাঁহার অনুসন্ধান লইয়াছি; যজ্ঞানুষ্ঠানকারী জ্ঞানলাভেচ্ছুগণ আমাকে এই কথা বলেন, "আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি"।

৩। হে ইন্দ্র! আমরা সোমরস প্রদান করিয়া তোমার বীরত্ব সকল বর্ণন করি; তুমি আমাদিগের জন্য যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা জানিতেন না, তাঁহারা অবগত হউন; যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা অন্যের নিকট প্রকাশ করুন; ঐশ্বর্য্যশালী এই ইন্দ্র সৈন্যগণের সহিত (অশ্বারোহণপুর্ব্বক) গমন করেন।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি জাতমাত্রই হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, তুমি একাকী বহু (শত্রুর) সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছ; তুমি বলদ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছ এবং দুগ্ধপ্রদ ধেনুবর্গের উদ্ধার করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বপ্রধান ও উৎকৃষ্টতম, যখন তুমি সুপ্রসিদ্ধ নাম ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে, তখন দেবগণ, ইন্দ্র হইতে ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্র দাসস্বরূপ (বৃত্রের) পত্নী বারীসমূহকে জয় করিয়াছিলেন।

৬। এই স্তুতিপাঠক মরুৎগণ উৎকৃষ্ট স্তবদ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিতেছে এবং তোমাকে হব্য প্রদান করিতেছে, যে বৃত্র সমস্ত জলরাশি আচ্ছন্ন করিয়া নিদ্রিত ছিল, ইন্দ্র নিজশক্তিদ্বারা সেই মায়াবী দেবপীড়ক বৃত্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

৭। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তব করিতেছি; তুমি দেবপীড়ক (বৃত্রকে) বজ্রদ্বারা পীড়িত করিয়া তোমার আজন্ম শত্রুদিগকে সংহার করিয়াছ; তুমি এই যুদ্ধে মনুষ্যের সুখোৎপাদনার্থ দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি শব্দায়মান ঘূর্ণিত মেঘের ন্যায় দাস নমুচির মস্তক বিচূর্ণিত করিয়া আমার প্রতি বন্ধুত্ব সম্পাদন করিয়াছ; তৎকালে স্বর্গ এবং পৃথিবী দুইখানি চক্রের ন্যায় মরুৎপ্রভাবে ঘূর্ণিত হইয়াছিল।

৯। দাস (নমুচি) স্ত্রীদিগকে নিজের অস্ত্রস্বরূপ করিয়াছিল, ইহার অবলা সেনাগণ আমার কি করিবে? (এই বিবেচনা করিয়া) ইন্দ্র তাহার দুইটী প্রিয়তমা স্ত্রীকে অন্তঃপুরে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন।

১০। যখন ধেনুগণ বৎস হইতে বিযুক্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিল। কিন্তু যখন যথা বিধি প্রদত্ত সোমরস ইন্দ্রকে প্রীত করিয়াছিল, তখন তিনি বলবান্ (মরুৎ) সকলের সহিত ধেনুগণকে পুনর্ব্বার (বৎসের সহিত) যোজিত করিয়াছিলেন।

১১। যখন বভ্রু সোমরস প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করিলেন, তখন অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্র যুদ্ধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন; পুরনাশক ইন্দ্র (সোমরস) পান করিয়া পুনর্ব্বার (বভ্রুকে) দুগ্ধপ্রদ ধেনুসকল অর্পণ করিলেন।

১২। হে অগ্নি! রুশমগণ(১) আমাকে চারিসহস্র ধেনু প্রদান করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছে; নেতৃগণের অধিনায়ক ঋণঞ্চয় কর্তৃক প্রদত্ত ধেনুরূপ ধন সকল আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

১৩। হে অগ্নি! রুশমগণ আমাকে একটী সুন্দর গৃহ এবং সহস্র সহস্র ধেনু প্রদান করিয়াছে; তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি শেষ হইলে উগ্র সোমরস ইন্দ্রকে উল্লাসিত করিয়াছিল।

---

(১) মূলে "রুশমাঃ" আছে। "রুশমইতি কশ্চিজ্জনপদবিশেষঃ অত্র রুশম শব্দেন তত্রত্যা জনা উচ্যন্তে। রুশমা ঋণঞ্চয়নাম্নঃ রাজ্ঞঃ কিঙ্করাঃ।" সায়ণ। রুশম কোন্ জনপদ, ঋণঞ্চয় রাজার রাজ্য কোথায় ছিল, সে বিষয়ে সায়ণ কিছু বলেন নাই।

১৪। রুশমগণের অধিপতি ঋণঞ্চয় (উপস্থিত হইবামাত্র) তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি অতিবাহিত হইল; বভ্রু আহূত হইয়া বেগগামী অশ্বের ন্যায় গমনপূর্ব্বক চারি সহস্র ধেনু লাভ করিলেন।

১৫। হে অগ্নি! আমরা রুশমগণের নিকট চারি সহস্র ধেনু লাভ করিয়াছি এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যাগার্থ প্রস্তুত উজ্জ্বল লৌহ কলস(২) গ্রহণ করিয়াছি।

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অত্রির অপত্য অবস্যু ঋষি।

১। ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র হব্য কামনায় স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া রথচালনা করেন। গোপালক যেরূপ পশুপাল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে, সেইরূপ দেবাগ্রগণ্য ইন্দ্র শত্রুদিগকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া শত্রুধনে কামনা করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে গমন করেন।

২। হে অশ্ববান্ ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের সম্মুখীন হও এবং আমাদিগের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিও না; হে বিবিধধন দাতা! আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও, কারণ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছুই নাই; তুমি পত্নীহীন ব্যক্তিগণকে পত্নী প্রদান করিয়াছ।

৩। যখন সূর্য্যের কিরণ ঊষার দীপ্তিকে অভিভূত করে, তখন ইন্দ্র সর্ব্বপ্রকার ধন প্রদান করেন। তিনি রোধকারী পর্ব্বতের মধ্য হইতে দুগ্ধপ্রদ ধেনু সকলকে মুক্ত করিয়াছেন এবং সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারকে প্রভাদ্বারা দূরীভূত করেন।

৪। হে ইন্দ্র! তোমাকে বহুলোকে আহ্বান করে; মানবগণ তোমার রথকে অশ্ববাহ্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে; ত্বষ্টা তোমার দীপ্তিমান্ বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অঙ্গিরাগণ বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্রের স্তব করিয়া তাঁহার বলবর্দ্ধিত করিয়ছেন।

(২) মূলে "অযস্ময়ঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ হিরণ্ময় করিয়াছেন। কলস লৌহের হওয়াই সম্ভব।

৫। হেই ন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী; যখন কল্যাণবর্ষী মরুৎগণ স্তব-দ্বারা তোমার পূজা করিয়াছিলেন এবং পাষাণ সকল (সোমচূর্ণ করিতে) আনন্দিত হইয়াছিল, তখন অশ্বহীন ও রথহীন ইন্দ্র প্রেরিত মরুৎগণ গমন করিয়া দস্যুগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

৬। হে ইন্দ্র! আমি তোমার প্রাচীন ও নূতন বীরত্বের ঘোষণা করিতেছি, হে বজ্রধারী! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী জয় করিয়া মনুষ্যগণকে অদ্ভুত কল্যাণকর জল প্রদান করিয়াছ।*

৭। হে মনোহর মূর্ত্তি, জ্ঞানসম্পন্ন ইন্দ্র! ইহা তোমারই কার্য্য, যে বৃত্রকে সংহার করিয়া তুমি জগতে নিজ বল প্রকাশ করিয়াছ। তুমি যুদ্ধ করিয়া শুষ্ণের কপটতা এবং দস্যুগণকে নষ্ট করিয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি (নদীপারে অবস্থান করিয়া) যদু এবং তুর্ব্বসুকে উর্ব্বরতাবর্দ্ধিায়ক জলদ্বারা প্রীত করিয়াছ। হে ইন্দ্র! (তুমি) ভয়ানক (শুষ্ণকে) আক্রমণ করিয়াছ এবং তাহাকে বধ করিয়া কুৎসকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছ। এজন্য উশনা ও দেবগণ তোমাদিগের উভয়ের সম্মান করিয়াছেন।

৯। হে ইন্দ্র! হে কুৎস! এক রথে আরূঢ় তোমাদিগকে অশ্বগণ যজমানের নিকট আনয়ন করুক; তোমরা (শুষ্ণকে) তাহার আবাসভূত জল হইতে দূরীভূত করিয়াছ; তোমার ধনবান্ যজমানের হৃদয় হইতে (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার দূর করিয়াছে।

১০। হে ইন্দ্র! জ্ঞানী অবস্যু বায়ুর ন্যায় বেগগামী শান্ত প্রকৃতি অশ্ব সকল লাভ করিয়াছেন। অবস্যুর মিত্রভূত সমস্ত স্তবকারিগণ স্তব-দ্বারা ত্বদীয় বলের সংবর্দ্ধনা করেন।

১১। পূর্ব্বে এতশের সহিত সূর্য্যের যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন ইন্দ্র দ্রুতগামী সূর্য্যরথের গতিরোধ করিয়াছিলেন; ইন্দ্র পূর্ব্বে দ্বিচক্র রথের একখানি চক্র হরণ করিয়াছিলেন(১); সেই চক্রদ্বারা ইন্দ্র শত্রু নাশ করেন;

(১) এতশের জন্য ইন্দ্র সূর্য্যের রথের একটী চক্র হরণ করিয়াছিলেন, একথার বারং উল্লেখ আছে। ১।১৭৫।৪ও টীকা দেখ। কিন্তু ইহার প্রাকৃতিক অর্থ বুঝিতে পারি নাই। সূর্য্য গোলাকার একখানি চক্রের ন্যায়, ইহা হইতেই তাঁহার একচক্র রথের কথা এবং রথের অপর চক্র ইন্দ্রদ্বারা অপহৃত হইবার কথা উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এটী আমার অনুমান মাত্র।

ইন্দ্র আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে পুরস্কার প্রদান করুন।

১২। হে মানবগণ! ইন্দ্র সোমরস প্রদানকারী মিত্রভূত যজমানকে দেখিবার আশায় তোমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন; যজমানগণ যে (সোমচূর্ণকারী) শব্দায়মান প্রস্তরের জন্য ত্বরা করেন, সেই প্রস্তর বেদির উপর সংস্থাপিত হউক।

১৩। হে অমর ইন্দ্র! যে সকল লোক ধন লাভার্থ ব্যগ্রতার সহিত তোমাকে কামনা করে, তাহারা যেন পাপে পতিত না হয়; তুমি যজমান-গণের প্রতি প্রসন্ন হও এবং যাহাদিগের মধ্যে আমরা স্তবকারী হইয়া তোমার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছি, সেই সকল ব্যক্তিকে বল প্রদান কর।

---

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অত্রির অপত্য গাতু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া জলনির্গম মার্গ উন্মুক্ত করিয়াছ; তুমি রুদ্ধজল সকলকে মুক্ত করিয়াছ; তুমি প্রকাণ্ড মেঘের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বৃষ্টিধারা পাতিত করিয়াছ এবং দনুর পুত্র (বৃত্রকে) সংহার করিয়াছ।

২। হে বজ্রধারী! তুমি বর্ষাকালে নিরুদ্ধ মেঘ সকলকে মুক্ত করিয়া দিয়াছ; তুমি মেঘের বল বর্দ্ধিত করিয়াছ; হে ভীষণ ইন্দ্র! তুমি (জলে সুপ্ত) বলবান্ বৃত্রকে বিনাশ করিয়া নিজ বীরত্বের খ্যাতি সংস্থাপিত করিয়াছ।

৩। ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা বিপুলকায় মৃগের ন্যায় বেগগামী সেই (বৃত্রের) অস্ত্র সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিয়াছিলেন; বৃত্র হইতে অধিকতর বলশালী অপ্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটী দানব আবির্ভূত হইয়াছিল(১)।

---

(১) "From the body of *Vritra*, it is said, sprang the more powerful *Asura Sushna*, that is, allegorically, the exhaustion of the clouds was followed by a drought, which Indra, or the atmosphere, had then to remedy."—*Wilson*.

৪। জলপূর্ণ মেঘের বিদারণকারী বজ্রধর ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বলবান্ শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলেন; শুষ্ণ বৃত্রাসুরের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিত, বারিপূর্ণ মেঘকে রক্ষা করিত এবং এই সকল (জীবিত প্রাণিগণের) খাদ্য (আত্মসাৎ করিয়া) উল্লাসিত হইত।

৫। হে বলবান্ ইন্দ্র! যখন সোমরস পানে হৃষ্ট হইয়া তুমি অন্ধকার মধ্যে যুদ্ধ প্রদানে উদ্যত বৃত্রের সন্ধান পাইয়াছিলে, যদিও সে আপনাকে অবধ্য বোধ করিয়াছিল, তথাপি তুমি তাহার কার্য্যদ্বারা তাহার মর্ম্মস্থান জানিতে পারিয়াছিলে।

৬। বৃত্র অন্তরীক্ষে শিশির সম্ভোগপূর্ব্বক জলমধ্যে শয়ন করিয়া প্রগাঢ় অন্ধকারে উল্লাসিত ছিল। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সোমরসপানে হৃষ্ট হইয়া বজ্র উত্তোলন করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন।

৭। যখন ইন্দ্র সেই প্রকাণ্ড দানবের প্রতি বজ্র উদ্যত করিলেন; যখন তিনি তাহার প্রতি বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন, তখন সে প্রাণিগণের মধ্যে নিকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হইল।

৮। সেই প্রকাণ্ড জলরক্ষক গমনশীল (বৃত্র) শত্রুসংহারপূর্ব্বক সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া যৎকালে অবস্থান করিতেছিল, তখন ভীষণ ইন্দ্র তাহাকে ধারণ করিলেন এবং চলৎশক্তিবিহীন, বাক্‌শক্তিরহিত সেই অপরিমেয় দানবকে নিজ প্রকাণ্ড বজ্রদ্বারা সংহার করিলেন।

৯। কে ইন্দ্রের (শত্রু) শাসক বল সহ্য করিতে সমর্থ হয়? অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন সেই ইন্দ্র একাকী (শত্রুগণের) ধন হরণ করেন; এই দুই স্বর্গীয় জীব (স্বর্গ ও পৃথিবী) বেগবান্ ইন্দ্রের পরাক্রম ভয়ে দ্রুতগমন করিতেছে।

১০। দীপ্তিমান্ আধারভূত স্বর্গ ইন্দ্রের নিকট নীচভাবে গমন করে, গমনশীলা (পৃথিবী) অভিলাষিণী স্ত্রীর ন্যায় ইন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে; যখন ইন্দ্র নিজ বল সমস্ত (প্রজাগণের) মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন, তখন মনুষ্যগণ ক্রমানুসারে বলবান্ ইন্দ্রকে প্রণাম করে।

১১। হে ইন্দ্র! আমি (ঋষিগণের নিকট) শুনিয়াছি তুমি মনুষ্য-গণের মধ্যে প্রধান, সাধুগণের রক্ষক, পঞ্চ প্রকার জীবের হিতকরণার্থ জাত এবং যশস্বী। আমার সন্ততিগণ যেন ইন্দ্রের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার স্তব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করে।

১২। হে ইন্দ্র! আমি শুনিয়াছি, তুমি কালে কালে (ধর্ম্ম প্রবৃত্তি) উৎপাদন কর এবং উপাসকগণকে ধন প্রদান কর; তোমার প্রতি একাগ্র-চিত্ত ত্বদীয় বন্ধুগণ কি (লাভ করেন)?।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রজাপতির অপত্য সম্বরণ ঋষি।

১। আমি দুর্ব্বল হইয়াও, মাদৃশ মনুষ্যগণকে বল প্রদান করিবেন এই অভিপ্রায়ে মহাবলশালী ইন্দ্রের স্তব করিতেছি; অন্নলাভের নিমিত্ত স্তব করিলে ইন্দ্র মর্ত্ত্যগণের সহিত এই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি কামনা পূর্ণ কর; তুমি আমাদিগের প্রতি চিন্তা করিয়া এবং যে সকল স্তবে তোমার যথোচিত প্রীতি জন্মে, সেই সকল স্তবদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তোমার অশ্বগণের বন্ধনরজ্জু বন্ধন কর এবং আমাদিগের শত্রুদিগকে পরাজিত কর।

৩। হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! যাহারা আমাদিগের হইতে বিভিন্ন এবং যাহারা তোমার সংশ্রবে থাকে না, শ্রদ্ধার অভাবহেতু তাহারা তোমার নহে(১)। অতএব হে দীপ্তিমান বজ্রধর! তোমার উৎকৃষ্ট অশ্ব আছে, তুমি (আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য) রথে আরোহণ করিয়া রথের রশ্মি স্বয়ং চালিত কর।

৪। হে ইন্দ্র! যেহেতু তোমার অনেক স্তোত্র আছে, অতএব তুমি উর্ব্বরা (ভূমির) উপর জল (বর্ষণ) করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়া বিঘ্নকারিগণকে) সংহার করিয়াছ। হে কামনাপূরক! তুমি সূর্য্যের প্রতি (অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ) দাসের সহিত স্বকীয় গৃহে যুদ্ধ করিয়া তাহার নাম পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছ।

(১) এখানে অনার্য্যদিগের অথবা আর্য্যগণের মধ্যেই ইন্দ্রে শ্রদ্ধা রহিত লোকদিগের উল্লেখ আছে।

৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার, কারণ আমরা যাগ করিতেছি, তোমার বল বর্দ্ধিত করিতেছি এবং হোম করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে ইন্দ্র! তোমার বল সর্ব্বব্যাপী; রণস্থলে ভগের ন্যায় প্রশংসনীয় ও বিশ্বস্ত অনুচর যেন আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়।

৬। হে ইন্দ্র! তোমার বল পূজনীয়; তুমি অবিনশ্বর ও বিশ্বব্যাপী, তুমি উল্লাসিত হইয়া আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য এবং উজ্জ্বল(২) ধন প্রদান কর; আমি ঐশ্বর্য্যশালী দাতার দানের প্রশংসা করিব।

৭। হে বীর ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তব ও উপাসনা করিতেছি, তুমি আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর এবং যথাবিধি অভিষুত মনোজ্ঞ সোম-রস (পান করিয়া) প্রসন্ন হও; সেই সোমরসদ্বারা লোকে রণস্থলে নিজ নিজ রূপ প্রচ্ছন্ন করিতে (সমর্থ) হয়।

৮। গিরিক্ষিত গোত্রজাত পুরুকুৎসের পুত্র কাঞ্চনসম্পন্ন ধার্ম্মিক ত্রসদস্যু আমাকে যে দশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহারা আমাকে (যজ্ঞস্থলে) বহন করুক এবং আমি যেন শীঘ্র যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত হই।

৯। মরুতাশ্বের পুত্র বিদথ আমাকে রক্তবর্ণ ও কর্ম্মকুশল যে সকল অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহারা (আমাকে বহন করুক); তিনি পূজনীয় আমাকে যে সহস্র সহস্র ধন ও দেহের অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন, সেগুলি (যাগের উপযোগী হউক)।

১০। লক্ষ্মণের পুত্র ধন্য আমাকে যে সকল দীপ্তিমান্ কর্ম্মক্ষম অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহারা (আমাকে বহন করুক); ধেনুগণ যেরূপ গোচ-রণ স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহা কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুমহৎ ধন সকল সম্বরণ ঋষির (গৃহে) উপস্থিত হইয়াছে।

(২) মূলে "এনীং রয়িং" আছে। "এনবর্ণাং শ্বেতবর্ণাং রয়িং ধনং।" সায়ণ। "Quere, if silver money be intended."—*Wilson.*

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সম্বরণ ঋষি।

১। যিনি অজাতশত্রু ও শত্রু দমন করেন, অক্ষয়, স্বর্গপ্রদ হব্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব হে ঋত্বিকগণ! তোমরা হব্য বর্ষণ কর (পিষ্টকাদি) পাক কর এবং যিনি স্তব স্বীকার করেন ও সকলে যাঁহার স্তব করিয়া থাকে, তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন কর।

২। ইন্দ্র সোমরসদ্বারা নিজ উদর পরিপুর্ণ করিয়াছিলেন এবং সুমধুর রস পানে উল্লাসিত হইয়াছিলেন। অনন্তর মৃগ (নামক শত্রুকে) সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া অপরিমিত বলশালী মহাবজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন।

৩। যে যজমান অহোরাত্র সেই ইন্দ্রকে সোম বর্ষণ করেন, তিনি দীপ্তিশালী হন। যে যজ্ঞ না করিয়া নিজ সন্ততি ও রূপের গর্ব্ব করে ও ধনবান্ হইয়া নীচ ব্যক্তিগণের সহায়তা করে। ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন।

৪। যে পিতা ও মাতা ও ভ্রাতাকে (স্বয়ং) বধ করিয়াছে, ইন্দ্র সে ব্যক্তির নিকট হইতেও দূরে গমন করেন না; তদ্দত্ত হব্যও তিনি কামনা করেন। শাসনকারী ধনাধিপতি ইন্দ্র পাপ হইতেও বিচলিত হয়েন না(১)।

৫। ইন্দ্র (শত্রু বধার্থ) পঞ্চ বা দশ ব্যক্তির সহায়তা ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি হব্য দান করে না ও (বন্ধু) পোষণকারী নহে, ইন্দ্র তাহার সহবাসে থাকেন না; কম্পনকারী ইন্দ্র তাহাকে শাস্তি দেন বা বধ করেন। তিনি যাগকারীকে গোবিশিষ্ট গোষ্ঠে স্থাপন করেন।

---

(১) এই ঋকের অর্থ অপরিষ্কার, কিন্তু ইহার মর্ম্ম বোধ হয়, এই যে ঘোর পাপীও ইন্দ্রের উপাসনা করিলে, ইন্দ্র সে উপাসনায় বিমুখ হয়েন না; তাহার দত্ত হব্যও তিনি গ্রহণ করেন। অথবা ইহার অর্থ যে হত্যাকারী অনার্য্যগণও ইন্দ্রকে ভয়

৬। সংগ্রামে শত্রুক্ষয়কারী ইন্দ্র নিজ রথচক্রের বেগ বর্দ্ধিত করিয়া অভিষব রহিত ব্যক্তি হইতে দূরে গমন করেন এবং অভিষবকারীর (সমৃদ্ধি) বৃদ্ধি করেন। বিশ্বের দমনকারী, ভীষণ আর্য্য ইন্দ্র দাসকে যথাবংশ লইয়া যান(২)।

৭। ইন্দ্র বণিকের ন্যায় ধন অপহরণ করিতে গমন করেন এবং মনুষ্যের শোভা বিধানকারী সেই ধন যজমানকে প্রদান করেন। যে সকল ব্যক্তি বলবান্ ইন্দ্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে, তাহারা মহাবিপদে পতিত হয়।

৮। ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র যখন দুই জন ধনাঢ্য ও উৎসাহবান্ ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট ধেনুর জন্য (পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিতে) দেখেন, তিনি তন্মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যজমানকে) নিজ সঙ্গী করেন; কম্পনবিধায়ী ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে ধেনুসমূহ প্রদান করেন(৩)।

৯। হে অগ্নি! আমি অগ্নিবেশের পুত্র, অপরিমিত ধনদাতা, সকলের উপমানভূত প্রসিদ্ধ শত্রি (নামক রাজর্ষির) স্তব করিতেছি; প্রচুরবারিরাশি তাঁহার সমৃদ্ধি বিধান করুক এবং তাঁহার ধন, বল ও গৌরব হউক।

---

৩৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার অপত্য প্রভুবসু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত তোমার নিরতিশয় কার্য্যসাধক, সর্ব্ববিজয়ী, পবিত্র ও রণস্থলে অজেয় কর্ম্মসমূহ সম্পাদন কর।

---

(২) মূলে আছে "যথা বং শং নয়তি দাসং আর্য্যঃ" অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আর্য্য ইন্দ্র দাসকে কোথায় লইয়া যান? অনার্য্যকেও তাঁহার পরিচর্য্যারত করেন, এই কি অর্থ?।

(৩) এই সূক্তটী পাঠ করিলে বোধ হয় যে আর্য্যগণের মধ্যেও লোক বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হইতেছিল। পূর্ব্ব সূক্তের ৩ ও ৫ ঋক্ দেখ।

২। হে ইন্দ্র! তোমার যে চারি প্রকার রক্ষাকার্য্য আছে, হে বীর! তোমার যে তিন প্রকার রক্ষাকার্য্য আছে, অথবা যে পাঁচ প্রকার রক্ষা পঞ্চ ক্ষিতিতে সমর্পিত আছে, তুমি সম্যক্‌রূপে সেই সমস্ত রক্ষা আমাদিগকে প্রদান কর।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে অভিলষিত ফল বর্ষণ কর, বৃষ্টি প্রদান কর ও শীঘ্র (শত্রু) বিনাশ কর; আমরা তোমার সেই অভিলষিত রক্ষা আহ্বান করিতেছি, যাহা তুমি সর্ব্বব্যাপী (মরুৎ গণের) সহিত (মিলিত হইয়া) প্রদান কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী এবং ধন (প্রদানের) নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ কর; তোমার বল (ফল) বর্ষণ করে; স্বাভাবিক বলসম্পন্ন তোমার চিত্ত (শত্রুগণের) দমন করে এবং তোমার পৌরুষজনতা নষ্ট করে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি বজ্রধারী; তোমার রথ সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি; তুমি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও বলের অধিপতি; যে মানব তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করে, তুমি তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা কর।

৬। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! মনুষ্যগণ যুদ্ধে (সাহায্যার্থ) তোমাকেই আহ্বান করে, কারণ তুমি ভীষণ ও সর্ব্বপ্রধান।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদিগের দুর্নিবার্য্য, রণসঙ্কুল রথ নিরন্তর অনুচর-বর্গের সহিত গমন করিয়া সর্ব্বপ্রকার ধনের জন্য সংগ্রামোদ্যত হইতেছে, তুমি ইহাকে রক্ষা কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের নিকট আত্মীয়স্বরূপ আগমন কর এবং নিজ উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা আমাদিগের রথ রক্ষা কর। তুমি নিরতিশয় বলশালী ও দীপ্তিমান্, আমরা তোমাতে সমস্ত অভিলষিত বল অনুমান করি এবং তোমার স্তব করি।

৩৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রভূবসু ঋষি।

১। ধনদাতা ইন্দ্র কিরূপে ধন প্রদান করিতে হয় তাহা অবগত আছেন; তিনি ধানুষ্কের ন্যায় সাহসভরে আমাদিগের নিকট আগমন করুন এবং অতীব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আগ্রহ সহকারে সমর্পিত সোমরস পান করুন।

২। হে অশ্বদ্বয়সম্পন্ন বীর ইন্দ্র! (অস্মদ্দত্ত) সোমরস পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় ত্বদীয় সংহারক হনুপ্রদেশে আরোহণ করুক। তুমি বিরাজিত হইতেছ; তোমাকে বহুলোকে আহ্বান করে; তৃণদ্বারা অশ্বগণের যেরূপ তৃপ্ত হয়, আমরা যেন স্তবদ্বারা সেইরূপ তোমার প্রীতি বিধান করিতে পারি।

৩। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! বহু লোকে তোমাকে আহ্বান করে; (ভূমি) স্থিত চক্রের ন্যায় আমার হৃদয় দারিদ্র্য ভয়ে কম্পিত হইতেছে। তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ও সদা সমৃদ্ধিসম্পন্ন; অতএব তোমার স্তবকারী পুরুবসু শীঘ্র বিস্তৃতভাবে রথারূঢ় তোমার স্তব করিবে।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার এই স্তবকারী মহাফল সম্ভোগ করিয়া (সোম-পেষক) প্রস্তরের ন্যায় তোমাকে স্তব প্রদান করিতেছে; তোমার ধন ও অশ্ব আছে; তুমি বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধন বিতরণ কর; তুমি (আমার) মনোরথ বিফল করিও না।

৫। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! এই অভীষ্টবর্ষী আকাশ তোমাকে সংবর্দ্ধিত করুক; তুমি জলবর্ষী এবং বর্ষণ সমর্থ, অশ্বগণ তোমাকে (যজ্ঞস্থলে) বহন করে। হে বর্ষণকারী বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার হনু অতি সুন্দর ও তোমার রথ কল্যাণ বর্ষণ করে; তুমি রণস্থলে আমাদিগকে রক্ষা কর(১)।

৬। হে মরুৎগণ! যে তরুণ ও অন্নসম্পন্ন শ্রুতরথ রাজা আমাদিগকে দুইটী লোহিত বর্ণ অশ্ব ও তিন শত ধেনু প্রদান করিয়াছেন, তাবৎ লোক যেন তাঁহারপরিচর্য্যার্থ তাঁহাকে প্রণাম করে।

(১) এই মন্ত্রে "বৃষ" শব্দের অনুপ্রাস।

৩৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। যথাবিধি আহূত অগ্নিতে হব্য প্রদান করিলে ইহা প্রদীপ্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; যে যজমান ইন্দ্রের হোম করে, এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, ঊষা সকল যেন তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া উদিত হয়।

২। যে যজমানের অগ্নি প্রজ্বালন ও কুশাস্তারণ সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি পূজা করিতেছেন; যিনি পাষাণোত্তোলন পূর্ব্বক সোমরস নিঃসৃত করিয়াছেন, তিনি স্তব করিতেছেন, যাঁহার পাষাণ সকল হইতে সুমধুর শব্দ উত্থিত হইতেছে, তিনি হব্য লইয়া নদীতে অবগাহন করিতেছেন।

৩। ইন্দ্রের পত্নী পতির প্রতি অনুরাগিণী হইয়া (যজ্ঞে) তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন; ইন্দ্র এইরূপে অনুগামিনী মহিষীকে (স্বসমভিব্যাহারে) আনয়ন করিতেছেন; ইন্দ্রের রথ আমাদিগের নিকট প্রচুর অন্ন বহন করুক; ইহা উচ্চ ধ্বনি করুক এবং চতুর্দ্দিকে সহস্র ধন নিক্ষেপ করুক।

৪। যাঁহার রাজ্যে ইন্দ্র দুগ্ধমিশ্রিত তীব্র সোমরস পান করেন, সে রাজার কোন কষ্ট হয় না, তিনি অনুচরবর্গের সহিত সর্ব্বত্র গমন করেন, শত্রু সংহার করেন, প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং সুখ সম্ভোগ করিয়া (ইন্দ্রের) নাম পোষণ করেন।

৫। যিনি সোমরস নিঃসৃত করিয়া ইন্দ্রকে সমর্পণ করেন, তিনি বন্ধুবর্গের পোষণ করেন; তিনি (প্রাপ্তধনের) রক্ষণে ও অপ্রাপ্তধনের প্রাপ্তি বিষয়ে সমর্থ হয়েন, তিনি বর্ত্তমান ও নিয়ত (অহোরাত্রকে) জয় করেন; তিনি সূর্য্য ও অগ্নি উভয়েরই প্রিয়পাত্র।

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার অসীম বীরত্ব; তুমি বদান্যভাবে প্রভূত ধন দান কর; তুমি সর্ব্বদর্শী ও উৎকৃষ্ট ধনের অধিকারী; অতএব তুমি আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।

২। হে মহাবলশালী হিরণ্যবর্ণ ইন্দ্র! যদিও তুমি সুপ্রসিদ্ধ প্রচুর অন্নের অধিপতি, তথাপি ইহা নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৩। হে বজ্রধর ইন্দ্র! পূজনীয় এবং বিখ্যাতকর্ম্মা মরুৎগণ তোমার বলস্বরূপ। উভয় দেব, (তুমি ও তাঁহারা) স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর স্বেচ্ছাবিহারী হইয়া শাসন করিতেছ।

৪। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! আমরা তোমার (উপাসনা করিতেছি), তুমি আমাদিগকে যে কোন ক্ষমতাশালীর ধন আনিয়া দাও, কারণ তুমি আমাদিগকে ধনাঢ্য করিতে অভিলাষী আছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ; আমরা যেন এই সকল স্তব করিয়া শীঘ্র তোমার সুখের (অংশভাগী হই); আমরা যেন তোমাদ্বারা সুরক্ষিত হই; হে বীর! তুমি আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর।

---

৩৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার রূপ অতি বিচিত্র; হে ধনাধিপতি! মহামূল্য ধন তোমারই দেয়, অতএব তুমি ইহা উভয় হস্তে আমাদিগকে প্রদান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি যে কোন খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ কর, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর; আমরা যেন ত্বদীয় অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই।

৩। হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার বলিয়া তুমি আমাদিগকে সারবান্ খাদ্য প্রদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ কর।

৪। ইন্দ্র (হব্যরূপ) ধনসম্পন্ন, তোমাদিগের নিরতিশয় পূজনীয়, তিনি মানবগণের অধিপতি; উপাসকগণ প্রাচীন স্তোত্রদ্বারা স্তব করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে।

৫। এই ইন্দ্রের নিকটেই কাব্য এবং বাক্য এবং উক্থসমূহ উচ্চার্য্য, কারণ তিনি স্তোত্রবাহক; অত্রিপুত্রগণ তাঁহারই নিকটে স্তোত্র সকল উচ্চৈঃ-স্বরে উচ্চারিত ও উদ্দীপিত করিতেছেন।

---

৪০ সূক্ত।

প্রথম ৪ ঋকের দেবতা ইন্দ্র, পঞ্চমের সূর্য্য, অবশিষ্ট ৪ ঋকের দেবতা অত্রি।
অত্রি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি (আমাদিগের যজ্ঞে) উপস্থিত হও। হে সোমের অধিপতি! তুমি পাষাণপিষ্ট সোমরস পান কর, তুমি মনোরথ পূর্ণ কর ও শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটন কর। তুমি বর্ষণকারী (মরুৎগণের সহিত আসিয়া সোমরস পান কর)।

২। (সোম পেষক) প্রস্তরগুলি বর্ষণকারী; সোম জনিত হর্ষও বর্ষণকারী; নিঃসৃত সোমরসও বর্ষণকারী। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী (মরুৎগণের সহিত) উৎকৃষ্ট বৃত্র হন্তা(১)।

৩। হে বজ্রধর ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার বিচিত্র রক্ষার নিমিত্ত আমি সোমরস বর্ষণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। হে বর্ষণ-কারী ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী (মরুৎগণের সহিত) উৎকৃষ্ট বৃত্রহন্তা।

৪। ইন্দ্র ঋজীষ সোমরস স্বীকার করেন, বজ্রধারণ করেন, কামনাপূর্ণ করেন ও দ্রুত (শত্রুদিগকে) আক্রমণ করেন। তিনি বলবান্, অধীশ্বর, বৃত্রসংহারক ও সোমরসপায়ী; তিনি যেন রথে অশ্বদ্বয় যোজনা করিয়া

(১) এখানে এবং ইহার পরের ঋকে বৃষা শব্দের অনুপ্রাস।

৭। হে পরাক্রমশালী দিবা ও রাত্রি; পূজনীয় স্বর্গস্থ দেবগণের সহিত আমি তোমাদিগেকে সুখদায়ক ও আন্তরিক মন্ত্র সকলের সহিত হব্য প্রদান করিতেছি। তোমরা যেন সমস্ত অবগত হইয়া যাগার্থ যজমানের নিকট (ইহা) আনয়ন কর।

৮। হে বাস্তুপতি ত্বষ্টা! হে ধন প্রদায়িনী ও অন্যান্য দেবগণের সহিত প্রীতিভাগিনী ধীষণা! হে বনস্পতিবর্গ! হে ওষধিগণ! আমি ধন লাভের জন্য তোমাদিগের প্রীতি সাধনপূর্ব্বক স্তব করিতেছি। তোমরা যাগাদি কার্য্যের নায়ক ও (বহু লোকের) পোষক।

৯। বীরগণের ন্যায় জগতের সংস্থাপক পর্ব্বত সকল (অর্থাৎ মেঘ সকল) বিস্তৃত দান বিষয়ে আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন; যিনি মানবগণের হিতাকরী ও পূজিত, আপ্ত্য আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান করুন।

১০। আমি বর্ষণকারী, অন্তরীক্ষের গর্ভস্বরূপ এবং জলের নপ্তৃস্বরূপ ত্রিতকে(১) মনোহর স্তুতিদ্বারা স্তব করি। যৎকালে আমি গমন করি, তৎকালে অগ্নি সুখকর শিখা ধারণ করেন, আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, কিন্তু প্রদীপ্ত রশ্মি হইয়া বন সকল দগ্ধ করেন।

১১। আমরা কিরূপে বলবান্, রুদ্র পুত্রগণের স্তব করিব, ধনলাভের জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভগকেই বা কোন্ স্তব অর্পণ করিব, বারিসমূহ, ওষধিবর্গ, স্বর্গ, বন সকল ও বৃক্ষ সকল যাহাদিগের কেশস্বরূপ, সেই সমস্ত পর্ব্বত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

১২। আকাশগামী, সর্ব্বব্যাপী বলের অধিপতি (বায়ু), আমাদিগের স্তব শ্রবণ করুন; নগরের ন্যায় সমুজ্জ্বল, মহাপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত বারিরাশি আমাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করুন।

(১) সায়ণ এই সূক্তের ৪ ঋকে ত্রিত অর্থে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত বায়ু করিয়াছেন, ৯ ঋকে আপ্ত্য অর্থে সকলের প্রাপ্তব্য আদিত্য করিয়াছেন এবং ১০ ঋকে ত্রিত অর্থে তিন স্থানে ব্যাপ্ত ত্রিবিধ অগ্নি করিয়াছেন। "আপ্ত্যত্রিত" সম্বন্ধে ১। ৫২। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

১৩। হে পরাক্রমশালী, সুন্দর মরুৎগণ! অভিলষিত হব্য গ্রহণ করিয়া আমরা তোমাদিগের যে সকল স্তব পাঠ করিতে আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর; মরুৎগণ অনুকূলভাবে আগমন করিয়া এবং ক্রোধদ্বারা (অভিভূত) প্রতিকূলবর্ত্তী মনুষ্যগণকে অস্ত্রদ্বারা বধ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হউন।

১৪। আমি স্বর্গজ ও পৃথিবীজাত জল লাভ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞার্হ মরুৎগণের উপাসনা করিতেছি। আমার স্তোত্র সকল সমৃদ্ধিশালী হউক; প্রীতিদায়ক স্বর্গসকল সমৃদ্ধি সম্পন্ন হউক; (মরুৎসমূহদ্বারা) পরিপুষ্ট নদী সকল যেন বারিপূর্ণ হয়।

১৫। আমি নিরন্তর স্তব করিতেছি, যাহা বরুত্রীরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন; সকলের জননীস্বরূপ পূজনীয়া মহী আমাদিগের স্তব গ্রহণ করুন, প্রশস্ত ও বিচক্ষণ উপাসকগণের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং অনুকূল হস্ত হইয়া আমাদিগকে কল্যাণ প্রদান করুন।

১৬। আমরা কিরূপে দানশীল (মরুৎগণের) সমুচিত স্তব করিব? কিরূপে বর্ত্তমান স্তব দ্বারা মরুৎগণের যথাযোগ্য উপাসনা করিব? বর্ত্তমান স্তবদ্বারা সেই গৌরবশালী মরুৎগণের স্তব কিরূপে সম্ভবিবে? দেব অহিবুধ্ন্য যেন আমাদিগের অনিষ্ট না করিয়া (শত্রুদিগকে) সংহার করেন।

১৭। হে দেবগণ! মনুষ্য সন্ততি ও পশু সকলের জন্য এইরূপে নিয়ত তোমাদিগের উপাসনা করে; হে দেবগণ! মনুষ্য তোমাদিগের উপাসনা করে। এই যজ্ঞে নির্ঋতি (পাপ দেবতা) কল্যাণকর খাদ্যদ্বারা আমার দেহ পোষণ করুন ও জরা দূর করুন।

১৮। হে দীপ্তিমান্ বসুগণ! আমরা যেন তোমাদিগের সেই সুমতি ধেনু হইতে বলকর ও হৃদয়পোষক খাদ্য লাভ করি। সেই দানশীলা ও সুখদায়িনী দেবতা যেন আমাদিগের সুখের জন্য সত্বর আগমন করেন।

১৯। গোসমূহের মাতা ইলা ও উর্ব্বশী নদীগণের সহিত আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন; নিরতিশয় দীপ্তিশালিনী উর্ব্বশী(২) আমাদিগের যাগাদি ক্রিয়ার প্রশংসা করিয়া এবং যজমানকে দীপ্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া (উপস্থিত হউন)।

২০। তিনি পোষণকারী উর্জ্জব্য (রাজার অনুচর) আমাদিগকে পোষণ করুন।

---

(২) ঋগ্বেদে ইলা অর্থে ভূমি, এবং কোনং স্থলে বাক্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সায়ণ উর্ব্বশী অর্থেও মধ্যমিকা বাক্ বা মনুষ্যের বাক্য করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মক্ষমুলর বিবেচনা করেন উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা। ৯।২০।১ ঋকের টীকা এবং ৪।২।১৮ ঋকের টীকা দেখ। "I therefore accept the common Indian explanation, by which this name is derived from *Uru*, 'wide' (εὐρυ), and a root *as*, 'to pervade,' and thus compare uru-asi, with another frequent epithet of the dawn, uruki, the feminine of uru-ak, 'far-going.''—*Selected Essays*, 1881, vol. I, p. 405. উপরে অনুবাদিত সূক্তে উর্ব্বশীর উষা অর্থ করিলে সুন্দর অর্থ হয়।

পুরাণে যে পুরুরবা ও উর্ব্বশীর গল্প আছে, তাহার সূত্রপাত ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে পাওয়া যায়। পাঠক সে সূক্তের অনুবাদ যথা স্থানে পাইবেন। তথায় পুরুরবা ইলার পুত্র, তিনি প্রণয়ীভাবে উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিতেছেন, সেই সূক্তের ১৭ ঋকে আছে "আমি বসিষ্ঠ (অর্থাৎ অতিশয় কিরণশালী হইয়া) অন্তরীক্ষ পূরণকারিণী, আকাশের বিস্তারকারিণী উর্ব্বশীকে ধারণ করিলাম।" স্থানেং এইরূপ বর্ণনা হইতে উপলব্ধি হয়, যে উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা এবং পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য্য।

Max Müller বিবেচনা করেন যে ইউরোপ (Europe) শব্দ উর্ব্বশীর প্রতিরূপ, এবং বৃষদ্বারা ইউরোপের হরণ সম্বন্ধীয় গ্রীক গল্প উষা ও সূর্য্যের প্রণয়ের গল্পের প্রতিরূপ। "The name which approaches nearest to *Urvasi* in Greek might seem to be *Europe*. . . . Europe, carried away by the white bull (vrishan 'man,' 'bull,' 'stallion,' in the veda a frequent appellation of the sun, and sveta, 'white,' applied to the same deity.) . . . All this would well agree with the goddess of the dawn."—*Selected Essays*, 1881, vol. I, p. 406, note.

৪২ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভৌম ঋষি।

১। প্রদত্ত হব্যের সহিত নিরতিশয় সুখদায়ক আমাদিগের স্তোত্র বরুণ, মিত্র, ভগ ও অদিতির নিকট উপস্থিত হউক; যিনি (প্রাণাদি) পঞ্চ বায়ুর সাধক, যিনি বিবিধ বর্ণে অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন; যাঁহার গতি অপ্রতিহত, যিনি অসুর ও সুখদাতা, সেই (বায়ু আমাদিগের স্তোত্র) শ্রবণ করুন।

২। জননী যেরূপ পুত্রকে গ্রহণ করেন, অদিতি সেইরূপ আন্তরিক ও সুখদায়ক মদীয় স্তোত্র গ্রহণ করুন; আমি বরুণ ও মিত্রকে (উদ্দেশ করিয়া) মনোহর, আনন্দদায়ক ও দেবগ্রাহ্য স্তোত্র প্রদান করিতেছি।

৩। (হে ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা সর্ব্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ এই সম্মুখস্থিত (অগ্নি বা সূর্য্যের) স্তোত্রদ্বারা প্রীতি বর্দ্ধন কর; মধুর সোমরস ও ঘৃতদ্বারা ইহাকে অভিষিক্ত কর; সেই সূর্য্যদেব আমাদিগকে পবিত্র হিতকর ও আনন্দদায়ক ধন প্রদান করুন।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে আন্তরিক ইচ্ছার সহিত ধেনু প্রদান করিতেছ; তুমি অশ্বদ্বয়াধিপতি, তুমি আমাদিগকে জ্ঞানসম্পন্ন (পুত্র বা ঋত্বিক্) সমৃদ্ধি, দেবগ্রাহ্য অন্ন ও যাগার্হ দেবগণের অনুগ্রহ প্রদান কর।

৫। দীপ্তিমান্ ভগ, ধনাধিপতি সূর্য্য ও বৃত্র (নাশক) ইন্দ্র, সমস্ত ধনবিজয়ী ঋভুক্ষা, বাজ ও পুরন্ধি, এই সমস্ত অমর সত্বর (আমাদিগের জ)ন্য উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৬। আমরা ইন্দ্রের বীরত্ব কীর্ত্তন করিতেছি; তাঁহার জরা নাই, তিনি (যুদ্ধে) কখন পৃষ্ঠভঙ্গ দেন না, অথচ জয়লাভ করেন; হে ইন্দ্র! প্রাচীনগণ, তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তিগণ বা কোনও নব্য লোক তদীয় বীরত্বলাভে সমর্থ হয় নাই।

৭। প্রধান রত্নদাতা বৃহস্পতির স্তব কর; তিনি ধন সকল বিভাগ করিয়া প্রদান করেন, তিনি স্তবকারীকে মহাসুখ প্রদান করেন ও ধনরাশি [ল]ইয়া আহ্বানকারীর নিকট উপস্থিত হয়েন।

৮। হে বৃহস্পতি! তুমি মনুষ্যগণকে রক্ষা করিলে, শত্রু সকল তাহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহাদিগের ধনলাভ ও উৎকৃষ্টপুত্রলাভ হয়। যে সকল ধনাঢ্য লোক অশ্ব, গো ও বস্ত্র দান করেন, তাহাদিগের ধন লাভ হউক।

৯। যাহারা স্বয়ং সুখভোগ করে, অথচ স্তোত্রদ্বারা সুখ প্রদান না করে, তাহাদিগের ধন ক্ষয় কর; যাহারা যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া মন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ করে, (হে ব্রহ্মণস্পতি)! তাহারা সন্ততি সম্পন্ন হইলেও তুমি তাহাদিগকে সূর্য্য হইতে পৃথক্ কর (অর্থাৎ অন্ধকারে নিমগ্ন কর)।

১০। হে মরুৎগণ; যে ব্যক্তি রাক্ষসগণকে দেব যজ্ঞে আহ্বান করে, তোমরা চক্রহীন (রথ) দ্বারা তাহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ কর; যে ব্যক্তি তুচ্ছ অভিলাষ (পূর্ণ করিবার জন্য) স্বয়ং ঘর্ম্মাক্ত হয় ও তোমাদিগের উপাসক আমার নিন্দা করে, (তাহাকেও সেইরূপ কর)।

১১। যাঁহার ধনুর্ব্বান অতি উৎকৃষ্ট, যিনি সমস্ত ঔষধের অধিপতি, সেই (রুদ্রের) স্তব কর, বিশিষ্ট চিত্ত শান্তির জন্য রুদ্রের উপাশনা কর; নমস্কারদ্বারা সেই দীপ্তিমান্ অসুরের পূজা কর।

১২। বশীকৃত চিত্ত লঘুহস্ত (ঋভুগণ) ও বিভুদ্বারা কৃত, বর্ষণকারী (ইন্দ্রের) পত্নীস্বরূপ নদী সকল ও সরস্বতী ও দীপ্তিমতী রাকা সকলে সমুজ্জ্বল ও অভীষ্টবর্ষী, আমাদিগকে ধন প্রদান করিতে অভিলাষ করুন।

১৩। আমি মহান্ ও রক্ষাকারী (ইন্দ্রকে) হৃদয়ের সহিত নূতন ও সদ্যোজাত স্তব প্রদান করিতেছি। ইন্দ্র বর্ষণকারী; তিনি কন্যাস্বরূপ, (পৃথিবীর হিতের) নিমিত্তে নদী সকলের রূপ বিধান করিয়া, এই জল আমাদিগের ব্যবহারার্থ সম্পাদন করুন।

১৪। হে উপাসক! ত্বদীয় উৎকৃষ্ট স্তব সেই শব্দায়মান্ গর্জ্জনকারী ইলপতি (পর্জ্জন্যের) নিকট নিশ্চিতভাবে উপস্থিত হউক; তিনি মেঘ সকল ধারণ করেন; তিনি বারিবর্ষণ করিয়া ও স্বর্গ ও পৃথিবীকে বৈদ্যুতালোকে আলোকিত করিয়া গমন করেন।

১৫। রুদ্রের তরুণ পুত্র মরুৎগণের বল সমীপে এই মদীয় স্তোত্র সমধিকরূপে উপস্থিত হউক; ধনেচ্ছা আমাকে নিরন্তর উত্তেজিত করিতেছে;

বিবিধবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া যাঁহারা যজ্ঞে গমন করেন, তাঁহাদিগের স্তব কর।

১৬। ধনের নিমিত্ত (মৎকৃত) এই স্তোত্র পৃথিবী, স্বর্গ, বৃক্ষ, ওষধিবর্গের নিকট উপস্থিত হউক; আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হই; মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহ বুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন।

১৭। হে দেবগণ! আমরা যেন নিরন্তর নির্ব্বিঘ্নে মহাসুখ ভোগ করি।

১৮। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের এরূপ রক্ষা লাভ করি, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখন অনুভব করে নাই, যাহা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য, বীর পুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর।

---

৪৩ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। দ্রুতগামী নদী সকল কোন অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া, মধুররসের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন করুন, জ্ঞানী উপাসক বিপুল ধনের নিমিত্ত আনন্দদায়ক সপ্ত মহানদীকে আহ্বান করেন।

২। আমি অন্ন লাভের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট স্তব ও হব্যদ্বারা হিংসা রহিত স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; সুপ্রসিদ্ধ পিতৃভূত (স্বর্গ) ও মাতৃস্বরূপ প্রিয়বাদিনী মুক্ত হস্তা (পৃথিবী) আমাদিগকে প্রতি যুদ্ধে রক্ষা করুন।

৩। হে ঋত্বিগ্‌গণ! তোমরা মধুর (হব্য) প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বাগ্রে বায়ুকে প্রচুর পরিমাণে প্রীতিকর, দীপ্ত (সোমরস) প্রদান কর; হে দীপ্তিমান্ বায়ু! তুমি উল্লাসিত হইবে বলিয়া আমরা সুমিষ্ট সোমরস প্রদান করিতেছি, তুমি হোতার ন্যায় অন্যান্য দেবগণের পূর্ব্বে ইহা আমাদিগের (কল্যাণ) নিমিত্ত পান কর।

৪। ঋত্বিকের দশটী সোমপেষক (অঙ্গুলি) ও সোমরস-নিঃ সারণ-পটু দুইটী বাহু পাষাণ গ্রহণ করিতেছে; কুশলাঙ্গুলিযুক্ত ঋত্বিক্ আনন্দিত হইয়া মধুর সোম হইতে শৈলজ রস দোহন করিতেছেন এবং সোম হইতে নির্ম্মল রস নিস্থত হইতেছে।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার সেবার্থ কার্য্যে, তোমার বল বিধানার্থ ও তোমার মহোল্লাসের জন্য সোমরস সমর্পিত হইয়াছে; অতএব আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি প্রিয় সুশিক্ষিত ও বিনম্র ত্বদীয় অশ্বদ্বয় রথে যোজনা করিয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, সুমধুর সোম-পানে উল্লাসিত হইবার নিমিত্ত দেবগন্তব্য পথদ্বারা আমাদিগের নিকট গ্না দেবীকে আনয়ন কর; সেই বলশালিনী দেবী সর্ব্বত্র গমন করেন ও সমস্ত যজ্ঞ অবগত হয়েন; স্তোত্রের সহিত এই দেবীকে হব্য সমর্পিত হয়।

৭। জ্ঞানী ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞ কামনায় পিতৃক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় অগ্নির উপর হব্য পাত্র স্থাপন করিয়াছেন; বোধ হইতেছে যেন তাঁহারা একটী স্থূলকায় পশু অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেছেন।

৮। পূজনীয়, মহান্ ও সুখদায়ক এই স্তব অশ্বিদ্বয়কে এস্থানে আহ্বান করিবার নিমিত্ত দূতের ন্যায় গমন করুক; হে সুখদায়ক অশ্বিদ্বয়! তোমরা একরথে আরোহণ করিয়া অর্পিত (সোম) সমীপে আগমন কর, কারণ রথ-চক্রে কীল (যেরূপ প্রয়োজনীয় সোমযাগে তোমাদের থাকা সেইরূপ প্রয়োজনীয়)।

৯। আমি বলবান্ ও বেগগামী পূষা ও বায়ুর স্তব করিতেছি; ইঁহারা উভয়েই ধন ও অন্নের নিমিত্ত লোকের বুদ্ধি উত্তেজিত করেন এবং (উভয়েই) ধন প্রদান করেন।

১০। হে সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নি! আমরা তোমার আহ্বান করিতেছি, তুমি বিবিধ নামধারী ও বিভিন্নাকৃতি মরুৎগণকে এস্থানে আনয়ন কর। হে অখিল মরুৎগণ! তোমরা রক্ষার সহিত যজমানের যজ্ঞে, স্তোত্রে ও পূজায় উপস্থিত হও।

১১। দেবী সরস্বতী স্বর্গ অথবা সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হউন এবং জলবর্ষণ করিয়া ও আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগের এই সকল সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুন।

১২। বলবান্, সৃষ্টিকারক, স্নিগ্ধাঙ্গ বৃহস্পতিকে যজ্ঞগৃহে স্থাপন কর, তিনি গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রভা বিস্তৃত করিতেছেন; তিনি হিরণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান্; আমরা তাঁহার পূজা করি।

১৩। অগ্নি সকলের ধারণ কর্ত্তা, অতি দীপ্তিশালী, অভীষ্টবর্ষী শিখা ও ঔষধি সমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত; অপ্রতিহতগতি, তিন প্রকার শৃঙ্গ-বিশিষ্ট, (অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জ্বালা সমূহে পরিব্যাপ্ত), বর্ষণ-কারী ও অন্নদাতা, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন করুন।

১৪। যজমানের হোতা প্রভৃতি হব্যপাত্রধারী ঋত্বিগ্গণ জননীস্বরূপ পৃথিবীর উজ্জ্বল ও অত্যুৎকৃষ্ট স্থানে (উত্তর বেদিতে) গমন করিয়াছেন; লোকে জীবন (বৃদ্ধির জন্য শিশুর অঙ্গ সকল) যেরূপ ঘর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা সদ্যোজাত কোমল প্রকৃতি (অগ্নিকে) স্তোত্রের সহিত হব্য প্রদান পূর্ব্বক পোষণ করিতেছেন।

১৫। হে অগ্নি! তুমি বলশালী; পরিণীত দম্পতী ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা জীর্ণ হইয়া একত্রে তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান করিতেছে(১); আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হই; তাঁহারা যেন আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ বুদ্ধি ধারণ না করেন।

১৬। হে দেবগণ! আমরা যেন নিরন্তর নির্ব্বিঘ্নে মহাসুখ সম্ভোগ করি।

১৭। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের এরূপ রক্ষা লাভ করি, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখন অনুভব করে নাই, যাহা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য, বীরপুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর(২)।

(১) এ স্থানে ও অন্যান্য স্থানে স্ত্রী পুরুষের একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের উল্লেখ আছে।

(২) ইহার পূর্ব্বের সূক্তের ১৮ ও ১৭ ঋক্ দেখ।

৪৪ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কশ্যপের অপত্য অবৎসার ঋষি।

১। প্রাচীন যজমানগণ, আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ, সমস্ত প্রাণী ও আধুনিকগণ, যেরূপ (ইন্দ্রের স্তব করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়াছেন), সেইরূপ তুমিও তাঁহার স্তব করিয়া পূর্ণকাম হও; তিনি দেবগণের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, কুশাসীন, সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের সম্মুখবর্ত্তী, বলশালী, বেগবান্ ও জয়শীল, এইরূপ স্তবদ্বারা তুমি তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে পারিবে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গে প্রভা বিস্তার করিয়া (মানবগণের) হিতের জন্য সমস্তদিকে অবর্ষণকারী মেঘের মধ্যে যে সুন্দর জলরাশি আছে, তৎ সমস্ত বর্ষণ কর, তুমি সৎকর্ম্মদ্বারা মানবগণকে রক্ষা কর, কিন্তু হিংসা কর না, তুমি শত্রুর মায়া অতিক্রম কর, তোমার নাম সত্যলোকে বিদ্যমান আছে।

৩। তিনি (অগ্নি) নিত্য, সৎ (ফলসাধক) ও বিশ্বধারক হব্য বহন করেন, তিনি অপ্রতিহতগতি; হোমনির্ব্বাহক ও বলবিধায়ক। তিনি প্রধানতঃ কুশের উপর দিয়া গমন করেন; তিনি ফলবর্ষণকারী, শিশু, তরুণ, জরা রহিত এবং ওষধিগণের মধ্যে স্থাপিত।

৪। ইহার (যজমানের) জন্য যাগবৃদ্ধিকারী এই সকল সূর্য্যকিরণ পরস্পর উত্তমরূপে সম্মিলিত হইয়া যজ্ঞ ভূমিতে গমন করিবার অভিলাষে অবতীর্ণ হইতেছে; বেগগামী ও সর্ব্বনিয়ন্তা এই সমস্ত কিরণদ্বারা কার্য্য করিয়া তিনি (আদিত্য) বারিরাশিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করিতেছেন।

৫। হে অগ্নি! তোমার স্তোত্র অতি মনোহর, যখন নিঃসৃত সোমরস কাষ্ঠময় পাত্রে গৃহীত হয় এবং তুমি সেই রস গ্রহণ করিয়া মনোহর (স্তবশ্রবণে) উল্লাসিত হও, তৎকালে উপাসকগণের মধ্যে তোমার বিশেষ শোভা হয়; হে জীবনদাতা! যজ্ঞে তোমার রক্ষাকারী শিখা সকল বর্দ্ধিত কর।

৬। (দেবতা) যেরূপ দৃষ্ট হয়েন, সেই রূপই বর্ণিত হয়েন, তাঁহারা জল-মধ্যে সমবেত দীপ্তি সহকারে নিজরূপ ধারণ করেন; (তাঁহারা)

আমাদিগকে পূজ্য ও প্রভূত (ধন), মহাবেগ, অসংখ্য বীর্য্যশালী পুত্র ও অক্ষয় বল (প্রদান করুন)।

৭। এই সর্ব্বদর্শী অগ্রগামী সূর্য্য [illegible]গণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পত্নী (ঊষা) সমভিব্যাহারে সাহসপূর্ব্বক [illegible]তেছেন; ধন তাঁহারই আয়ত্তাধীন; তিনি আমাদিগকে উজ্জ্বল ও সর্ব্বত্র রক্ষাকারী গৃহ ও পূর্ণ সুখ প্রদান করুন।

৮। হে দেব শ্রেষ্ঠ (সূর্য্য বা অগ্নি)! (যজমান) তোমার নিকট গমন করেন; তুমি (উদয়াদি) লক্ষণদ্বারা পরিজ্ঞাত হও; ঋষিগণ তোমার সেই সকল স্তব করেন, যদ্দ্বারা তোমার নাম বর্দ্ধিত হয়। তিনি যে কোন বিষয়ে কামনা করেন, কার্য্যদ্বারা তাহাই লাভ করেন এবং যিনি স্বেচ্ছাবশতঃ (পূজা করেন) তিনি প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

৯। আমাদিগের এই সমস্ত স্তবের মধ্যে প্রধান স্তোত্রগুলি সমুদ্র তুল্য সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হয়। যে যজ্ঞগৃহে (তাঁহার স্তোত্র সকল) বিস্তীর্ণ হয় তাহার ক্ষয় হয় না। যে স্থানে পবিত্র সূর্য্যের প্রতি চিত্ত সমর্পিত হয়, তথায় উপাসকের হৃদয়গত অভিলাষ বিফল হয় না।

১০। তিনি নিশ্চয় (সকলের স্তুত্য)। আইস আমরা ক্ষত্র, মনস, অবদ, যজত, সধ্রি ও অবৎসার (নামক ঋষিগণ) জ্ঞানি-ভোগ্য বলকর অন্ন, মনোহর চিন্তাদ্বারা পূর্ণ করি।

১১। বিশ্ববার, যজত ও মায়ী (এই তিন ঋষির সোমরস জনিত) মত্ততা শ্যেন পক্ষীর (ন্যায় শীঘ্রগামী), অদিতির (ন্যায় বিস্তৃত) এবং কক্ষ্য পূরক, তাঁহারা সোমপান করিবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রার্থনা করিতেছেন ও প্রচুর পান করিয়া অতিরিক্ত মত্ততা লাভ করিতেছেন(১)।

১২। সদাপৃণ, যজত, বাহুবৃক্ত, শ্রুতবিৎ ও তর্য্য (এই পঞ্চঋষি) তোমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুসংহার করুন। ঋষি ইহলোক ও পরলোক

(১) তৎকালে ঋষিগণ ও জনসাধারণে সোমপ্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য

উভয় লোকেই শ্রেষ্ঠ কামনা সকল লাভ করিয়া দীপ্তিমান্ হন, কারণ তিনি সুমিশ্রিত (হব্য ও স্তোত্র) দ্বারা বিশ্বদেবগণের উপাসনা করেন।

১৩। সুতম্ভরযজ্ঞের যজমানের হোতা হইয়া সমস্ত যজ্ঞকার্য্য ঊর্দ্ধে উন্নীত করিতেছেন। ধেনু সুরস দুগ্ধ প্রদান করিতেছে; ঐ দুগ্ধ বিতরিত হইতেছে; এই সমস্ত ক্রমানুসারে ঘোষণা করিয়া (অবৎসার) নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছেন।

১৪। যে দেব সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, ঋক সকল তাঁহাকে কামনা করে, যে দেব সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, সামগান সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, যে দেব সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, এই সোম তাঁহাকে এই কথা বলে, (হে অগ্নি)! আমি যেন নিয়ত তোমার সহবাসে থাকি।

১৫। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন, ও ঋক্ সকল তাঁহাকে কামনা করে, অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও সামগান সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও এই সোম তাঁহাকে এই কথা বলে, হে দেব! আমি যেন নিরন্তর তোমার সহবাসে থাকি।

---

৪৫ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। সদাপৃণ ঋষি।

১। অঙ্গিরাগণ স্তব করাতে (ইন্দ্র) স্বর্গ হইতে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া (নিগূঢ় ধেনুগণের) পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। আগামিনী ঊষার রশ্মি সকল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। সূর্য্যদেব রাশীকৃত তমোনাশ করিয়া উদিত হইয়াছেন এবং মানবগণের গৃহের দ্বার সকল উন্মুক্ত করিয়াছেন।

২। পদার্থ সকল যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে, সূর্য্য সেই প্রকার নিজ দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন। কিরণ জালের জননী স্বরূপ (ঊষা সূর্য্যের) আগমন উৎপ্রেক্ষা করিয়া বিস্তৃত (অন্তরীক্ষ) হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন। কূলকষা নদী সকল প্রবহমান বারিরাশির সহিত প্রবাহিত হইতেছে। সুঘটিত স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে।

৩। মহাস্তুতি সকলের প্রাচীন রচয়িতার ন্যায় যৎকালে আমি স্তব করিতেছি, মেঘের গর্ভস্থিত (বারিরাশি) আমার উপর পতিত হইতেছে, মেঘ হইতে (জল) পতিত হইতেছে; আকাশ নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে। যত্ন সহকারে উপাসনাকারী অঙ্গিরাগণ (ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া) নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইতেছেন।

৪। হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! আমি পরিত্রাণের জন্য দেবসেব্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, মরুৎগণের ন্যায় কর্ম্ম তৎপর, পরিচর্য্যাকারী, জ্ঞানিগণ স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগের উপাসনা করেন।

৫। অদ্য শীঘ্র আগমন কর; আমরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি; শত্রুগণের উন্মূলন করি; প্রচ্ছন্ন শত্রুদিগকে দূরীভূত করি এবং সত্বর যজমানের অভিমুখে গমন করি।

৬। হে বন্ধুগণ! আইস আমরা সেই স্তোত্র পাঠ করি, যদ্দ্বারা (অপহৃত) ধেনুগণের গোষ্ঠ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা মনু বিশিশিপ্রকে(১) জয় করিয়াছিলেন; যদ্দ্বারা বণিকের ন্যায় (কক্ষীবান্) জলেচ্ছায় বনে যাইয়া জল লাভ করিয়াছিলেন।

৭। এই যজ্ঞে (ঋত্বিগগণের) হস্তদ্বারা (সঞ্চালিত) পাষাণ খণ্ড হইতে শব্দ উত্থিত হইতেছে, যদ্দ্বারা নবগ্ব ও দশগ্বগণ (ইন্দ্রের) পূজা করিয়াছিলেন; যৎকালে সরমা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ধেনুগণকে দেখিতে পাইলেন এবং অঙ্গিরার সমস্ত স্তবাদি কর্ম্ম সফল হইল।

৮। এই পূজনীয় উষার উদয়ে যখন অঙ্গিরাগণ (লব্ধ) ধেনুগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন সেই উৎকৃষ্ট যজ্ঞসভায় উপযুক্ত দুগ্ধস্রাব হইতে লাগিল; কারণ সরমা ধেনুগণকে সত্যপথে দেখিতে পাইলেন।

৯। সপ্ত অশ্বের অধিপতি সূর্য্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হউন, কারণ তাঁহাকে আয়াসসাধ্য পথদ্বারা একটি সুদূরবর্ত্তী গন্তব্যস্থানে

১। মূলে "মনু বিশিশিপ্রং জিগায়" আছে। "মনু বিশিশিপ্রং বিগতহনুং শত্রুং জিগায় জিতবান্, যদ্বা মনুঃ সর্ব্বস্য মন্তেত্যৌ বিশিশিপ্রো বৃত্রঃ।" সায়ণ। আর্য্য মনু শিপ্রহীন বর্ব্বরদিগকে জয় করিয়াছিলেন, এই অর্থ অসম্ভব নহে।

উপস্থিত হইতে হইবে), তিনি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্রগামী হইয়া প্রদত্ত হব্যের উদ্দেশে অবতরণ করিতেছেন; স্থির যৌবন ও দূরদর্শী সেই দেব নিজ রশ্মি মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রভা বিস্তার করিতেছেন।

১০। সূর্য্য উজ্জ্বল বারিরাশির উপর আরোহণ করিয়াছেন; তিনি উজ্জ্বল পৃষ্ঠ অশ্বগণের উপর আরোহণ করিবামাত্র জ্ঞানী (উপাসকগণ); পোতের ন্যায় তাঁহাকে জলের উপর দিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। বারিরাশি তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া অবনত হইয়াছে।

১১। হে দেবগণ! আমি জলের জন্য তোমাদিগের সর্ব্বদায়ক স্তোত্র পাঠ করিতেছি, যদ্দ্বারা নবগ্বগণ দশমাস সাধ্য যাগ সম্পাদন করিয়াছেন, আমরা যেন এই স্তব পাঠ করিয়া দেবগণের রক্ষণীয় হই এবং পাপের সীমা অতিক্রম করি।

---

৪৬ সূক্ত।

প্রথম ৬ ঋকের দেবতা বিশ্বদেবগণ, শেষ ২ ঋকের দেবতা দেবপত্নীগণ। প্রতিক্ষত্র ঋষি।

১। জ্ঞানী প্রতিক্ষত্র শকটে অশ্বের ন্যায় আপনাকে যজ্ঞভারে নিযোজিত করিয়াছেন। আমি (হোতা) সেই অলৌকিক, রক্ষাবিধায়ক ভার বহন করিতেছি। আমি এই ভার বহন হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি না, বারম্বার এই ভার আমার প্রতি সমর্পিত হয় এরূপও অভিলাষ করি না; মার্গাভিজ্ঞ বিদ্বানই অগ্রসর হইয়া সরল পথ দিয়া (মনুষ্যগণকে) লইয়া যান।

২। হে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র দেবগণ! তোমারা আমাদিগকে বল প্রদান কর। অথবা মরুৎগণ বা বিষ্ণু (ইহা প্রদান করুন); নাসত্যদ্বয় রুদ্র, দেবগণের পত্নীগণ, পূষা, ভগ ও সরস্বতী যেন আমাদিগের পূজায় প্রসন্ন হয়েন।

৩। আমি রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সূর্য্য(১), পৃথিবী, স্বর্গ, মরুৎগণ, মেঘ সকল, বারিরাশি, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি ও সবিতাকে আহ্বান করিতেছি।

৪। বিষ্ণু অথবা অহিংসাকারী বায়ু বা ধনদাতা সোম আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন এবং ঋভুগণ, অশ্বিদ্বয়, ত্বষ্টা কিংবা বিভ্বা আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে অনুকূল হউন।

৫। পূজনীয়, স্বর্গনিবাসী মরুৎগণ কুশের উপর উপবেশন করিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিকট আগমন করুন এবং বৃহস্পতি, পূষা, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা আমাদিগকে সমস্ত গৃহস্থ সুখ প্রদান করুন।

৬। উৎকৃষ্টস্তবার্হ পর্ব্বত সকল ও দানশীল নদীগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন; ধনদাতা দেব ভগ অন্ন ও রক্ষার সহিত আগমন করুন; সর্ব্ব-ব্যাপিনী অদিতি যেন আমার এই স্তব শ্রবণ করেন।

৭। দেবপত্নীগণ আমাদিগের স্তব কামনা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন; তাঁহারা আমাদিগকে এরূপে রক্ষা করুন, যেন আমরা বলবান্ (পুত্র) ও প্রচুর অন্নলাভ করিতে পারি। হে দেবীগণ! তোমরা পৃথিবীতে থাক, অথবা (অন্তরীক্ষে থাকিয়া) জলের উপর তত্ত্বাবধান কর, আমরা তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিতেছি, তোমরা আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

৮। দেবগণের ভার্য্যা, দেবীগণ হব্য ভোজন করুন; ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, দীপ্তিমতী অশ্বিনী, রোদসী, বরুণানী ইঁহারা প্রত্যেক (আমাদিগের স্তোত্র) শ্রবণ করুন; দেবীগণ হব্য ভোজন করুন; দেবপত্নীগণের মধ্যে যাঁহারা ঋতু সকলের (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তাঁহারা (স্তোত্র) শ্রবণ ও (হব্য) ভক্ষণ করুন।

---

(১) মূলে "স্বঃ" আছে। "স্বরিত্যাদিত্য উচ্যতে স্বরণাৎ।" সায়ণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

৪৭ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। প্রতিরথ ঋষি।

১। পরিচর্য্যাকারিণী, নিত্যতরুণী, পূজনীয়া ও পূজিতা উষা আহূত হইয়া শক্তিমতী জননীর ন্যায় কণ্যা স্বরূপ (পৃথিবীর) চৈতন্য বিধানপূর্ব্বক (মানবগণকে কার্য্যে) প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বর্গ হইতে রক্ষাকারী (দেবগণের) সহিত যাগগৃহে আগমন করিতেছেন।

২। অসীম ও সর্ব্বব্যাপী রশ্মি সকল (প্রকাশনরূপ) নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া অমর (সূর্য্য) মণ্ডলের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ব্বক স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে।

৩। (জল) বর্ষণকারী ও দেবগণের আনন্দবিধারক ও দীপ্তিমান্ ও দ্রুতগামী (রথ) জনকস্বরূপ পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করিয়াছে; (পশ্চাৎ) স্বর্গ মধ্যে নিহিত বিভিন্নবর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী (সূর্য্য) অন্তরীক্ষের উভয় প্রান্তে অগ্রসর হইতেছেন এবং (জগৎ) রক্ষা করিতেছেন।

৪। চারিজন (ঋত্বিক্) নিজ কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহার পুষ্টি-সাধন করিতেছেন; দশ (দিক্) নিজ গর্ভজাত তাঁহাকে দৈনিক গতি সম্পাদনার্থ প্রেরণ করিতেছে; তাঁহার (শীত; গ্রীষ্ম ও বর্ষাভেদে) ত্রিবিধ রশ্মি অন্তরীক্ষের সীমা সকল দ্রুত পরিভ্রমণ করিতেছে।

৫। হে ঋত্বিগ্‌গণ!, এই সম্মুখস্থিত সূর্য্যমণ্ডল অতিশয় স্তবার্হ, ইহ হইতেই নদী সকল প্রবাহিত হয় এবং ইহাতেই বারিরাশি অবস্থান করে, ইহাকে অন্তরীক্ষ ও তুল্য বল ও পরস্পর সম্বদ্ধ (দিবা ও রাত্রি) উভয়ে এবং (ইহা হইতে) উৎপন্ন অন্যান্য (ঋতুগণ) সর্ব্বত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

৬। ইঁহারই জন্য (যজমানগণ) স্তোত্র ও যজ্ঞ বিস্তার করেন, পুত্র-স্বরূপ ইঁহারই নিমিত্ত মাতৃগণ (উষা বা দিক্ সকল) বস্ত্র (রূপ কিরণ প্রস্তুত করেন; বর্ষণকারী সূর্য্যের সম্পর্কে হৃষ্ট হইয়া পত্নী স্বরূপ (রশ্মি-সমূহ) আকাশ পথ দিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়।

৭। হে মিত্র ও বরুণ! এই (স্তোত্র) গ্রহণ কর; হে অগ্নি! আমা-দিগের বিমিশ্র (অর্থাৎ বিশুদ্ধ) সুখের উপায়ভূত এই স্তব গ্রহণ কর, আমরা যেন স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করি, দীপ্তিমান্, শক্তিমান্ ও (জগতের) আশ্রয়ভূত সূর্য্যকে নমস্কার

---

৪৮ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য প্রতিভানু ঋষি।

১। কখন আমরা সকলের প্রিয় ও পূজনীয় সেই (বৈদ্যুত) তেজের পূজা করিব? যাহা স্বাধীন বল ও যাহা নিজ অন্নে অন্নবান্? যখন আচ্ছাদন-কারী (আগ্নেয় শক্তি) অপরিমেয় হইয়া পরিমাণযোগ্য অন্তরীক্ষে মেঘ সকলের উপর বারিবর্ষণ করে।

২। এই সমস্ত উষা ঋত্বিগ্‌গণের গ্রহণীয় জ্ঞান বিস্তার করিতেছে এবং অখিল জগৎকে এক প্রকার ব্যাপক দীপ্তিদ্বারা ব্যাপ্ত করিতেছে। ধার্ম্মিক লোক অতীত ও ভবিষ্যৎ উষা সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া পুরোবর্ত্তী উষা সকল দ্বারা (স্বীয় বুদ্ধির) উন্নতি সাধন করিতেছেন।

৩। ইন্দ্র অহোরাত্র প্রদত্ত হব্যদ্বারা (উত্তেজিত হইয়া) মায়াবী (বৃত্রের) নিমিত্ত নিজ মহাবজ্র সুতীক্ষ্ণ করিতেছেন; ইন্দ্ররূপী আদিত্যের শত (রশ্মি) দিন সকলকে নিবর্ত্তিত ও প্রবর্ত্তিত করিয়া নিজ গৃহস্বরূপ (আকাশে) বিচরণ করিতেছে।

৪। আমি পরশুর ন্যায় অগ্নির ব্যবহার (দেখিতেছি); আমি ভোগার্থে সেই রূপবান্ (আদিত্যের) কিরণসমূহ কীর্ত্তন করিতেছি, কারণ সেই দেব সহায় হইয়া যজ্ঞস্থলে আহ্বানকারী যজমানকে অন্নপূর্ণ গৃহ ও রত্ন প্রদান করেন।

৫। সেই (অগ্নি) রমণীয় তেজ ধারণপূর্ব্বক অন্ধকার ও শত্রুগণের বিনাশ সাধন করিয়া চতুর্দ্দিকে জিহ্বার ন্যায় (শিখা) বিস্তার করিয়া (যজ্ঞে গমন) করেন। আমরা তাঁহার পুরুষত্বতা অবগত নহি (১) কারণ এই ভগ, সবিতা বাঞ্ছিত (ধন) প্রদান করেন।

---

৪৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য প্রতিপ্রভ ঋষি।

১। (হে যজমানগণ)! অদ্য আমি তোমাদিগের জন্য মানবগণের মধ্যে ধন বিতরণকারী দেব সবিতা ও ভগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছি। হে অধি-নায়কভূত বহুভোগকারী অশ্বিদ্বয়! আমি বন্ধুত্বকামনা করিয়া প্রত্যহ তোমাদিগের উপস্থিতি প্রার্থনা করিতেছি।

২। অসুর সবিতার উপস্থিতি অবগত হইয়া পবিত্র স্তোত্রদ্বারা তাঁহার উপাসনা কর। তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন বিতরণ করেন, ইহা ঘোষণা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে স্তব কর।

৩। পূষা ও ভগ ও অদিতি বরণীয় অন্নদান করেন। উগ্র (সূর্য্য-তেজঃ দ্বারা আপনাকে) আচ্ছাদিত করিতেছেন। মনোজ্ঞ ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি সুখদায়ক দিবসের উৎপত্তি বিধান করেন।

৪। অনিন্দনীয় সবিতা আমাদিগকে অভিমত ধন প্রদান করুন, প্রবাহিত নদী সকল আমাদিগের নিকট ইহা আনয়ন করিবার নিমিত্ত বেগবতী হউক। সেই জন্য যজ্ঞের হোতা হইয়া আমি (এই সমস্ত স্তোত্র) পাঠ করিতেছি। আমরা যেন অন্ন ও বিবিধ ধনের অধিপতি হই।

৫। যাঁহারা বসুগণের নিকট অন্নস্বরূপ পশু বলি প্রদান করিয়াছেন ও যাঁহারা মিত্র ও বরুণের স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের যেন অতুল ঐশ্বর্য্য হয়। (হে দেবগণ)! তাঁহাদিগকে প্রচুর সুখ প্রদান কর এবং আমরা যেন স্বর্গ ও পৃথিবীর রক্ষা লাভ করিয়া আনন্দিত হই।

---

(১) মূলে "পুরুষত্বতা" আছে। "পুরুষত্বেন কামানাং পূরকত্বেন বা যুক্তং।" সায়ণ।

৫০ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য স্বস্তি ঋষি।

১। প্রত্যেক মনুষ্য দীপ্তিমান্, নেতা, (সূর্য্যের) সখ্য প্রার্থনা করুন, প্রত্যেক মনুষ্য (তাঁহার নিকট) ধন কামনা করুন; তিনি যেন (পুত্র পৌত্রাদির) পোষণার্থ ধন কামনা করেন।

২। হে দীপ্তিমান্ নেতা! এই সকল (পূজক) ও যাঁহারা (অন্য দেবগণের) পূজা করেন, সকলই তোমার উপাসক; আমাদিগের সকলেরই যেন ঐশ্বর্য্য ও সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়।

৩। অতএব আমাদিগের অতিথি নেতা (দেবগণ) কে এবং (দেবপত্নীগণকে পূজা কর। দীপ্তিমান্ পৃথক্কর্ত্তা (দেবগণ বা সবিতা) যেন আমাদিগের বিদ্বেষকারী ও শত্রুগণকে দূরীকৃত করেন।

৪। যখন যজ্ঞে যাগবহনকারী যূপার্হ পশু যূপকাষ্ঠের নিকট নীত হয়, তিনি (সবিতা) যজমানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর ন্যায় গৃহ, অপত্য ও ধন প্রদান করেন।

৫। হে নেতা দীপ্তিমান্ (সবিত্রা)! তোমার এই ধনপূর্ণ রক্ষাকারী রথ আমাদিগের সুখ বিধান করুক। পূজিত (সবিতার) উপাসক আমরা ধন, সুখ ও কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার স্তব করিতেছি, দেবগণের উপাসক আমরা তাঁহাদিগের স্তব করিতেছি।

---

৫১ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। স্বস্তি ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি সোমপান করিবার নিমিত্ত অখিল রক্ষাকারী দেবগণের সহিত যজমানের নিকট আগমন কর।

২। শ্রদ্ধাসহকারে পূজিত, সত্যধারক দেবগণ! তোমরা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর এবং অগ্নির জিহ্বাদ্বারা হব্য পান কর।

৩। হে জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় অগ্নি! তুমি জ্ঞানী ও প্রাতরুত্থানশীল দেবগণের সহিত সোম পানার্থ আগমন কর।

৪। ইন্দ্র ও বায়ুর প্রিয় পাত্রের উপর নিঃসৃত এই সোমরসদ্বারা পাত্র পরিপূর্ণ হইতেছে।

৫। হে বায়ু! তুমি হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া হব্য ভোজন ও নিষিক্ত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর।

৬। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! তোমাদিগের এই নিষিক্ত সোমরস পান করা কর্ত্তব্য; হে সদয় (দেবগণ)! অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা পান কর এবং হব্যের উদ্দেশে আগমন কর।

৭। দধিমিশ্রত সোমরস সকল ইন্দ্র ও বায়ু উদ্দেশে সমর্পিত হইয়াছে। নদী সকল যেরূপ নিম্নদেশে গমন করে, তদ্রূপ প্রদত্ত সোমরসও তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে।

৮। হে অগ্নি! অখিল দেবগণ, অশ্বিদ্বয় ও উষার সহিত আগমন কর এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, সেইরূপ নিষিক্ত সোমপান করিয়া আনন্দিত হও।

৯। হে অগ্নি! মিত্র, বরুণ, সোম ও বিষ্ণুর সহিত আগমন কর এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, নিষিক্ত সোমরস পান করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হও।

১০। হে অগ্নি! আদিত্য, বসুগণ, ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত আগমন কর এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, নিষিক্ত সোমরস পান করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হও।

১১। অশ্বিদ্বয় আমাদিগের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। ভগ ও দেবী অদিতি আমাদিগের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। অপ্রতিহত প্রভাব, অসুর পূষা আমাদিগের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন দ্যাবাপৃথিবী মঙ্গল করুন।

১২। আমরা কল্যাণ কামনা করিয়া বায়ু ও জগৎরক্ষক সোমের স্তব করিতেছি। আমরা মঙ্গল কামনায় সমস্ত দেবগণের সহিত

বৃহস্পতির স্তব করিতেছি; আদিত্যগণ আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন ।

১৩ । অদ্য সমস্ত দেবগণ কল্যাণ বিধানার্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন, মানবগণের হিতকরী গৃহদাতা অগ্নি কল্যাণ বিধানার্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন । দীপ্তিমান্ ঋভুগণ কল্যাণ বিধানার্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন, রুদ্র কল্যাণ বিধানার্থ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন ।

১৪ । হে মিত্র ও বরুণ! আমাদিগের মঙ্গল কর । হে পথ্যা রেবতী(১)! আমাদিগের মঙ্গল কর । হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদিগের মঙ্গল কর । হে অদিতি! আমাদিগের মঙ্গল কর ।

১৫ । আমরা যেন সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের পথে বিচরণ করি । আমরা যেন উপকার পরিশোধকারী, কৃতজ্ঞ ও অসন্দিগ্ধ-চিত্ত বন্ধুগণের সহিত মিলিত হই ।

---

৫২ সূক্ত ।

মরুৎগণ দেবতা । অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি ।

১ । হে শ্যাবাশ্ব! তুমি অধ্যবসায় সহকারে স্তবার্হ মরুৎগণের পূজা কর; তাঁহারা পূজনীয় এবং প্রত্যহ প্রদত্ত নির্দ্দোষ হব্য লাভ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন ।

২ । তাঁহারা সুদৃঢ় শক্তির অবিচলিত বন্ধু, তাঁহারা দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক (আমাদিগের) অসংখ্য (পুত্র ভৃত্যা-দিকে) রক্ষা করেন ।

৩ । গমনশীল ও জলবর্ষণকারী (মরুৎগণ) রাত্রি সকল অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন; অতএব সম্প্রতি আমরা মরুৎগণের স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রকাশিত শক্তির স্তব করিতেছি ।

---

(১) মূলে "পথ্যে রেবতি" আছে । "পথ্যা অন্তরিক্ষমার্গঃ তত্রহিতা মার্গা ভিমানিনী দেবী, হে তাদৃশী রেবতি ধনবতি দেবি ।" সায়ণ । "Path (of the firmament) and Goddess of Riches."—*Wilson.*

৪। অধ্যবসায় সহকারে মরুৎগণের স্তব কর ও তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর; কারণ তাঁহারা সমস্ত মর্ত্ত্যযুগে নশ্বর উপাসককে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন।

৫। পূজনীয়, দানশীল, (যজ্ঞের) নেতা ও সমধিক বলশালী, স্বর্গীয় মরুৎগণকে যজ্ঞসাধন হব্য প্রদান কর।

৬। (বৃষ্টির) নেতা ও বলশালী মরুৎগণ সমুজ্জ্বল আভরণ ও বিশেষ অস্ত্রদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন এবং (বিদ্যুৎরূপ) ঋষ্টি(১) নিক্ষেপ করিতেছেন; তড়িৎগণও গর্জ্জনকারী বারিরাশির ন্যায় প্রত্যহ তাঁহাদিগের অনুসরণ করে। দীপ্তিমান্ মরুৎগণের প্রভা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই বেগে নিঃসৃত হয়।

৭। মরুৎগণ, পৃথিবী ও সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা নদীবেগে ও বিস্তৃত স্বর্গ সমষ্টিতে বৃদ্ধি লাভ করেন।

৮। সত্যবল ও অতি প্রবৃদ্ধ মরুৎশক্তির স্তব কর, বারিবর্ষণকারী মরুৎগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে (আমাদিগের) হিতার্থ শ্রম স্বীকার করেন।

৯। মরুৎগণ পরুষ্ণী (নামক নদীতে) অবস্থান করেন ও (সকলের) পবিত্রতা বিধান করিয়া দীপ্তিদ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করেন; তাঁহারা বলপূর্ব্বক রথ চক্রদ্বারা অদ্রি সকলকে বিদীর্ণ করেন।

১০। যে সকল মরুৎ আমাদিগের অভিমুখবর্ত্তী পথে বিচরণ করেন, অথবা যাঁহারা নানাদিকে গমন করেন, কিম্বা যাঁহারা (গিরিগুহা) মধ্যে অবস্থান করেন, বা যাঁহারা অনুকূল পথগামী(২), সেই সকল মরুৎ বিস্তৃত হইয়া আমার কল্যাণার্থ হব্য স্বীকার করেন।

১১। কখন নেতাগণ (জগৎ) রক্ষা করিতেছেন; কখন একত্র মিলিত হইয়া তাঁহারা (জগৎ) ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; কখন বা তাঁহারা

(১) মূলে "ঋষ্টীঃ" আছে "আয়ুধ বিশেষান্।" সায়ণ। "Javelins."—*Wilson.*

(২) মূলে "আপথয়ঃ বিপথয়ঃ অন্তঃপথাঃ অনুপথাঃ" আছে।

দূরদেশবর্ত্তী হইয়া (গ্রহতারা মেঘাদিকে) ধারণ করেন; এই প্রকারে তাঁহাদিগের বিবিধ মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক।

১২। ছন্দোবন্ধে স্তবকারীগণ জলার্থী হইয়া (মরুৎগণের) স্তব করিয়া (গোতমের পানার্থ) একটী কূপ (প্রস্তুত করিবার জন্যে) তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন(৩); তন্মধ্যে কতকগুলি মরুৎ তস্করের ন্যায় (অদৃশ্য হইয়া) আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি (প্রাণরূপে) শরীরের দীপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।

১৩। হে ঋষি (শ্যাবাশ্ব)! তুমি মনোহর বাক্যে সেই মরুৎগণের স্তব কর; তাঁহারা দর্শনীয়, অস্ত্র সংসর্গে সমুজ্জ্বল, জ্ঞানসম্পন্ন ও (তাবৎ পদার্থের সৃষ্টিকারক)।

১৪। হে ঋষি! তুমি হব্য ও স্তোত্র সহকারে আদিত্যের ন্যায় মরুৎগণের নিকট উপস্থিত হও। শক্তিদ্বারা (বিশ্বের) পরাভবকারি মরুৎগণ! তোমরা স্বর্গ বা (অন্য কোন প্রদেশ) হইতে আগমন কর, আমরা তোমাদের স্তব করিতেছি।

১৫। (উপাসক যেন) ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহাদিগের স্তব করিয়া ও (অন্য) দেবতাকে নিজ সম্মুখে আনয়ন করিতে অভিলাষী না হইয়া, সেই জ্ঞানসম্পন্ন (দেবগণের নিকটে) আপনাদিগের অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করেন; কারণ দ্রুতগমনের জন্য প্রসিদ্ধ সেই মরুৎগণ (পুরস্কার) বিতরণ করেন।

১৬। আমি তাঁহাদিগের উৎপত্তিক্রম অনুসন্ধান করায়, জ্ঞানী (মরুৎগণ আমাকে এই উত্তর দিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন পৃশ্নি তাঁহাদিগের জননী, বলশালী মরুৎগণ বলিয়াছেন অন্নদাতা রুদ্র তাঁহাদিগের জনক।

১৭। সপ্ত সপ্ত জন শক্তিমান্ (মরুৎ) এক এক জনে আমাকে এক শত করিয়া প্রদান করুন(৪); আমি যেন যমুনা

(৩) ১।৮৫।১০ ঋক ও টীকা দেখ।

(৪) মূলে আছে "সপ্তমে সপ্ত শাকিনঃ একং একা শতা দদুঃ।" "সপ্ত" শব্দ দুই বার ব্যবহার হওয়ায় ইহাদ্বারা ৪৯ মরুৎ বুঝায় কি না ঠিক জানি না। সায়ণ ৪৯ মরুতের পৌরাণিক গল্পটুকু দিয়াছেন। "অদিতিগর্ভে বর্ত্তমানং বায়ুং ইন্দ্রঃ প্রবিশ্য সপ্তধা বিদার্য্য পুনরেকৈকং সপ্তধা ব্যদারয়ৎ। তে একোনপঞ্চাশৎ মরুতাং অভবন্ ইতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধং।" সায়ণ।

নদীর তীরে প্রসিদ্ধ ধেনুধন লাভ করি; আমি যেন অশ্বধন লাভ করি(৫)।

---

৫৩ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। পূর্ব্বে যখন মরুৎগণ পৃষতীগণকে (রথে) যোজনা করিয়াছিলেন, তখন কে ইঁহাদিগের উৎপত্তি বিষয় অবগত ছিল? কেইবা ইঁহাদিগের সুখের (অংশভাগী) ছিল?।

২। তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন? রথারূঢ় মরুৎগণকে তদ্বিষয় বলিতে) কে শুনিয়াছেন? কোন্ দানশীল উপাসকের উপর তাঁহাদিগের মিত্রভূত বৃষ্টি সকল বিবিধ অন্নের সহিত অবতরণ করিবে?।

৩। যাঁহারা দীপ্তিমান্ অশ্বের উপর (আরোহণ করিয়া) আমার নিকট হর্ষবিধায়ক সোমরস (পান করিবার জন্য) আসিয়াছিলেন, সেই সকল মরুৎ আমাকে বলিয়াছেন। যখন আমি সেই মূর্ত্তিহীন, (যজ্ঞকার্য্যের) নেতা ও মনুষ্যগণের হিতকারকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, (তখন তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন, হে ঋষি)! আমাদিগের স্তব কর।

৪। হে মরুৎগণ! যে সকল দীপ্তি তোমাদিগের আভরণে, অস্ত্রে, মাল্যে, ও (বক্ষের) সুবর্ণ আভরণে ও (পদের) আভরণে শোভা পাইতেছে(১) এবং রথ ও শরাসন আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, (আমরা তৎসমুদয়ের স্তব করিতেছি)।

---

(৫) ঋগ্বেদে যমুনা নদীর এই প্রথম উল্লেখ, এবং যমুনার তীরের গাভী সমূহ তৎকালেই প্রসিদ্ধ "প্রভৃৎ" ছিল তাহা আমরা এই ঋক হইতে অবগত হইলাম। ইহার পর ৭। ১৮। ১৯ ঋকে যমুনার আর একবার উল্লেখ আছে এবং ১০। ৭৫। ৫ ঋকে উভয় গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদে গঙ্গা বা যমুনার উল্লেখ নাই। কেবল ৬। ৪৫। ৩১ ঋকে গাঙ্গ্যঃ শব্দ আছে। তাহার টীকা দেখ।

---

(১) মূলে "অঞ্জিষু বাশীষু স্রক্ষু রুক্মেষু খাদিষু" আছে। "In ornaments, in arms, in garlands, in breastplates, in bracelets."—*Wilson.*

৫। হে দানশীল মরুৎগণ! বৃষ্টিকালে সর্ব্বত্র সঞ্চারিণী দীপ্তির ন্যায় তোমাদিগের রথ (দর্শন করিয়া) আমি আনন্দ অনুভব করি।

৬। (বৃষ্টির) নেতা ও দানশীল মরুৎগণ হব্যদাতার নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে (জলের) ভাণ্ডারস্বরূপ মেঘ সকলকে বর্ষণ করেন; তাঁহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্য বারিপূর্ণ মেঘ সকল শিথিল করেন, পশ্চাৎ জলবর্ষণকারী মরুৎগণ (প্রচুর) জলের সহিত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়েন।

৭। হে মরুৎগণ! (মেঘ হইতে) বারিরাশি নিঃসৃত করিলে (দুগ্ধ স্রাবিণী) ধেনুগণের ন্যায় সেই জল অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং অধ্বগমনার্থ, বিমুক্ত, দ্রুতগামী অশ্বগণের ন্যায় নদীসকল মহাবেগে সর্ব্বত্র প্রধাবিত হয়।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা স্বর্গ হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, অথবা এই (পৃথিবী) হইতে আগমন কর; দূরে অবস্থান করিও না।

৯। হে মরুৎগণ! রসা, অনিতভা ও কুভা (নামক নদী সকল)(২) এবং সর্ব্বত্র গমনশীল সিন্ধু তোমাদিগের যেন বিলম্ব উৎপাদন না করে, জলময়ী সরযু যেন তোমাদিগকে নিরুদ্ধ করিয়া না রাখে; আমরা যেন তোমাদিগের (আগমন জনিত) সুখ লাভ করি।

১০। হে মরুৎগণ! তোমরা দীপ্তিমান্ ও সর্ব্বত্র গমনশীল, বৃষ্টি সকল তোমাদিগের অনুগমন করে। আমি তোমাদিগের স্তব করিতেছি।

১১। হে মরুৎগণ! আমরা যেন উৎকৃষ্ট স্তোত্র ও যজ্ঞসহকারে তোমাদিগের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন দল ও প্রত্যেক দলের অনুসরণ করি।

১২। অদ্য মরুৎগণ এই রথে আরোহণ করিয়া কোন সুজাত হব্য-দাতার নিকট গমন করিবেন?।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমরা যেরূপ সদয়চিত্তে পুত্র ও পৌত্রকে অক্ষয় ধান্যবীজ(৩) প্রদান কর, আমাদিগকেও ইহা সেইরূপ সদয়চিত্তে

---

(২) এ নদী সকল কোথায়? এই ঋকে সরযু নদীরও উল্লেখ আছে। এবং যে সিন্ধু শব্দ আছে তাহার অর্থ সমুদ্র না সিন্ধু নদী?।

(৩) মূলে "ধান্যং বীজং" আছে। সায়ণ ইহার কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। ধান্যং" শব্দ বোধ হয় "বীজং" শব্দের বিশেষণ; অর্থ ধান সম্বন্ধীয় বীজ,

প্রদান কর, কারণ আমরা তোমাদিগের নিকট জীবন পোষক ও সৌভাগ্য-জনক ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিতেছি।

১৪। হে মরুৎগণ! আমরা যেন সৎকর্ম্মদ্বারা পাপ হইতে অন্তরে থাকিয়া আমাদিগের গূঢ় ও নিন্দাকারী শত্রুগণের উপর জয় লাভ করি, তোমরা বৃষ্টিবর্ষণ করিলে আমরা যেন বিমিশ্র সুখ, ধেনুসমূহ ও ঔষধ সকল লাভ করি।

১৫। হে পূজিত ও নেতা মরুৎগণ! তোমরা যাঁহাকে রক্ষা কর, তিনি দেবগণের অনুগৃহীত ও প্রশস্ত পুত্রাদিসম্পন্ন হয়েন; আমরা যেন সেই ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারি।

১৬। (হে ঋষি)! তুমি স্তবকারী এই যজমানের যজ্ঞে দানশীল (মরুৎগণের) স্তব কর; তৃণাদি ভক্ষণার্থ গমনকারী ধেনুগণের ন্যায় তাঁহারা আনন্দিত হউন; গমনকারী মরুৎগণকে পুরাতন বন্ধুর ন্যায় আহ্বান কর; স্তবাভিলাষী মরুৎগণের উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা স্তব কর।

---

৫৪ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি

১। এই স্তুতিদ্বারা মরুৎ বলের প্রশংসা কর; মরুৎগণ নিজবলে বলীয়ান্, পর্ব্বতগণের উৎপাটনকারী, উত্তাপনাশক, স্বর্গহইতে আগত, পরিচিতযজ্ঞ ও প্রচুর অন্নদাতা; তাঁহাদিগকে প্রচুর হব্য প্রদান কর।

২। হে মরুৎগণ! তোমরা দীপ্তিমান, বারিবর্ষক ও অন্নবর্দ্ধক; তোমরা রথে অশ্ব যোজনা করিয়া সর্ব্বত্র গমন কর ও বিদ্যুতের সহিত মিলিত হও; তৎকালে ত্রিত গর্জ্জন করেন এবং সর্ব্বব্যাপিনী বারিধারা ধরাতলে পতিত হয়।

ধানের বীজ। কিন্তু ধান অর্থ কি, অন্যান্য স্থানে সায়ণ "ধান্যঃ" অর্থে ভাজা যব করিয়াছেন। ৩। ৩৫। ৩ ঋকের টীকা দেখ।

৩। প্রখর দীপ্তিশালী, বারিবর্দ্ধক, অস্ত্রব্যাপ্ত, দীপ্তিমান্, পর্ব্বতভেদী, নিরন্তর বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী, সমবেত গর্জ্জনকারী উদ্যোগশালী ও সমধিক বলসম্পন্ন মরুৎগণ বৃষ্টির জন্য আবির্ভূত হইতেছেন।

৪। হে রুদ্র পুত্রগণ! তোমরা দিবা ও রাত্রি প্রবর্ত্তিত কর। হে শক্তিসম্পন্নগণ! তোমরা অন্তরীক্ষ ও জগৎ সমুদয় বিক্ষিপ্ত কর। হে কম্পনবিধায়ীগণ! তোমরা (সমুদ্রগর্ভস্থ) নৌকার ন্যায় মেঘ সকলকে বিধুনিত কর। তোমরা (শত্রুদিগের) দুর্গ সকল বিধ্বস্ত কর, অথচ হে মরুৎগণ! তোমরা হিংসা কর না।

৫। হে মরুৎগণ! সূর্য্য যেরূপ (বহুদূরে) নিজ দীপ্তি বিস্তার করেন, অথবা বিচিত্রবর্ণ (দেবগণের অশ্ব সকল যেরূপ দূরগামী হয়), তদ্রূপ তোমাদিগের সুপ্রসিদ্ধ বীর্য্য, তোমাদিগের গৌরব সুদূরব্যাপ্ত করিয়াছে। হে অসীম দীপ্তিশালী মরুৎগণ! তোমরা বারিবর্ষণে প্রতিবন্ধক মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ।

৬। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী মরুৎগণ! যৎকালে জলপূর্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বৃষ্টিপাত কর, তৎকালে তোমাদিগের বল প্রকাশিত হয়। নেত্র যেরূপ (পথ প্রদর্শক হয়) তদ্রূপ তোমরা সকলে পরস্পর সমবেত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে সুগম পথদ্বারা ঐশ্বর্য্য সমীপে লইয়া যাও।

৭। হে মরুৎগণ! যে ঋষি, বা রাজাকে তোমরা প্রবর্ত্তিত কর, তিনি পরাজিত বা নিহত হয়েন না। তাঁহার ক্ষয়, যন্ত্রণা ও ক্ষতি হয় না; তাঁহার ধন বা নিরাপদতার হ্রাস হয় না।

৮। নিযুৎনামক অশ্বগণের অধিপতি, পদার্থ সকলের সংশ্লেষনাশক, (যাগাদি কার্য্যের) নেতা ও আদিত্যগণের ন্যায় দীপ্তিশালী মরুৎগণ বারিরাশি প্রদান করেন। যখন তাঁহারা একাধিপত্য লাভ করেন, তৎকালে তাঁহারা মেঘকে জল পূর্ণ করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া তাঁহারা সুমধুর সারভূত জলদ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করেন।

৯। এই পৃথিবী মরুৎগণের জন্য সুবিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বিস্তৃত স্বর্গ প্রবহমাণ বায়ুর জন্য অবস্থিত আছে। অন্তরীক্ষস্থিত পথ সকল

তাঁহাদিগরে গতির নিমিত্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। তাঁহাদিগেরই জন্য বিস্তৃত মেঘ সকল সত্বর বারিবর্ষণ করে।

১০। হে বলশালী, নেতা স্বর্গের পথ প্রদর্শক মরুৎগণ! সূর্য্য উদিত হইলে যখন তোমারা (সোমরস পানার্থ) উল্লাসিত হও, তৎকালে তোমাদিগের অশ্বগণ গমনে শৈথিল্য প্রকাশ করে না। তোমরাও এই অখিল ত্রিভুবন মার্গের পারে উত্তীর্ণ হও।

১১। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের স্কন্ধদেশে অস্ত্র সকল, পাদদেশে কটক। বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময় আভরণ(১) এবং রথোপরি শোভমান দীপ্তি রহিয়াছে। তোমাদিগের হস্তদ্বয়ে অগ্নিদ্বারা প্রদীপ্ত বিদ্যুৎসকল শোভা পায় এবং মস্তকোপরি কনকময় উষ্ণীষ(২) সকল বিস্তৃত থাকে।

১২। হে মরুৎগণ! যৎকালে তোমরা গমন কর, তৎকালে অপ্রতিহত-দীপ্তিশালী স্বর্গ ও সমুজ্জ্বল বারিরাশি বিচলিত হইতে থাকে। যখন তোমরা (অস্মদ্দত্ত হব্য ভোজন করিয়া) বলশালী হও ও উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি প্রকাশ কর এবং যখন তোমরা বারিবর্ষণ করিতে অভিপ্রায় কর তৎকালে তোমরা ভীষণরূপে গর্জ্জন করিতে থাক।

১৩। হে জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! রথের অধিপতি আমরা যেন ত্বদ্দত্ত অন্নরূপ ধনের অধিকারী হই; সূর্য্যের যেরূপ আকাশ হইতে (লয় নাই) তদ্রূপ সে ধনের বিলয় নাই। অতএব হে মরুৎগণ! আমাদিগকে অপরিমিত ধনদ্বারা আনন্দিত কর।

১৪। হে মরুৎগণ! তোমরা ধন ও বাঞ্ছনীয় পুত্র ভৃত্যাদি প্রদান কর; তোমরা সামগায়ক ঋষিকে রক্ষা কর। আমি দেবগণের হোম করিতেছি, তোমরা আমাকে অশ্ব ও অন্ন দান কর; তোমরা রাজাকে সমৃদ্ধশালী কর।

---

(১) মূলে "অংসেষু বঃ ঋষ্টয়ঃ পৎসু খাদয়ঃ বক্ষঃসু রুক্মাঃ" আছে। "Lances . . . upon your shoulders, anklets on your feet, golden cuirasses on your breasts."—*Wilson.*

(২) মূলে "শিপ্রাঃ শীর্ষসু বিততাঃ হিরণ্যয়ীঃ" আছে। 'Golden tiaras are towering on your heads."—*Wilson.*

১৫। হে মরুৎগণ! তোমরা রক্ষা করণে তৎপর বলিয়া আমি তোমাদিগের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি। সূর্য্য যেরূপ (নিজ রশ্মি বহু দূরে বিস্তৃত করেন) তদ্রূপ সেই ধনদ্বারা আমরা পুত্র ভৃত্যাদিগণকে সুদূর ব্যাপ্ত করিতে পারিব। হে মরুৎগণ! তোমরা আমার এই স্তবে প্রসন্ন হও যেন এই স্তোত্রবলে আমরা শত হেমন্ত অতিক্রম করিব (অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাকিব)(৩)।

---

৫৫ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। পূজনীয় মরুৎগণ সমুজ্জ্বল অস্ত্রধারী ও বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ আভরণধারী, তাঁহারা প্রভূত বল ধারণ করেন। বিনীত, দ্রুতগামী অশ্বগণ তাঁহাদিগকে বহন করিতেছে। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করিতেছে।

২। হে মরুৎগণ! তোমরা যেরূপ উচিত বোধ কর, স্বয়ং সেইরূপ বল ধারণ কর। তোমরা অসীম ও বলবান্ রূপে শোভা পাও ও বলদ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৩। বলবান্ মরুৎগণ এককালে জন্মিয়াছেন ও এককালে বর্ষণ করেন। তাঁহারা শোভাসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্য রশ্মির ন্যায় (যাগাদি ক্রিয়ার) অধিনায়ক ও দীপ্তিমান্। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৪। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের মহত্ব, স্তবার্হ ও সূর্য্য মূর্ত্তির ন্যায় দর্শনীয়। তোমরা আমাদিগের স্বর্গ সাধন বিষয়ে সহায়তা কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৫। হে মরুৎগণ! তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে (বারি) বর্ষণ কর। হে জল সম্পন্ন! তোমরা বৃষ্টিপাত কর। হে শত্রুনাশকগণ! তোমাদিগের ধেনুগণ

(৩) মনুষ্য পরমায়ুর সীমা শত বৎসর।

(অর্থাৎ মেঘ সকল) কখনও শুষ্ক হয় না। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৬। হে মরুৎগণ! যৎকালে তোমরা (রথাগ্র ভাগে) পৃশতী অশ্বী সকলকে যোজনা কর, তৎকালে তোমরা কনকময় কবচ(১) উন্মুক্ত কর। এইরূপে তোমরা সমস্ত সংগ্রাম জয় কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৭। হে মরুৎগণ! পর্ব্বত বা নদী সকল তোমাদিগের গতিরোধ না করুক। তোমরা যে কোন স্থানে যাইতে অভিপ্রায় কর, তথায় গমন কর এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হও। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৮। হে মরুৎগণ! (তোমাদিগের উদ্দেশে যে কোন যাগাদি) পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও অধুনা হইতেছে; হে বসুগণ! যে কোন মন্ত্রগীত হইতেছে ও যে কোন স্তোত্র পঠিত হইতেছে, তোমরা তৎসমস্ত অবগত হও। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৯। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের অনিষ্ট বিধান না করিয়া সুখ বিধান কর। সখ্যদ্বারা আমাদিগের স্তোত্রের পুরস্কার কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করিতেছে।

১০। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যাভিমুখে লইয়া যাও, আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। হে পূজনীয় (মরুৎগণ)! তোমরা আমাদিগের প্রদত্ত হব্য গ্রহণ কর, আমরা যেন নানাবিধ ধনের অধিপতি হই।

(১) মূলে "হিরণ্ময়ান্ অৎকান্" আছে। "অৎকান" অর্থে "কবচান্।" সায়ণ। "Breastplates."— *Wilson.*

৫৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে অগ্নি! উজ্জ্বলাভরণভূষিত বিজয়ী মরুৎগণকে আহ্বান কর; দীপ্তিমান্ স্বর্গ হইতে আমাদিগের অভিমুখে আসিবার নিমিত্ত অদ্য আমি মরুৎগণকে আহ্বান করিতেছি।

২। হে অগ্নি! তুমি মনোমধ্যে যে কোনরূপে মরুৎগণের পূজা কর, তাঁহারা যেন আমার নিকট উপকারকভাবে আগমন করেন; যাঁহারা তোমার আহ্বান শ্রবণমাত্র আগমন করেন, ভীষণমূর্ত্তি সেই সমস্ত মরুতের হব্য প্রদান করিয়া তৃপ্তি বর্দ্ধন কর।

৩। পৃথিবী (স্থিত লোক) অন্য ব্যক্তিদ্বারা উৎপীড়িত হইলে (আশ্রয়লাভার্থ) যেরূপ আপনাদিগের প্রবল প্রভুর নিকট গমন করে, তদ্রূপ (মরুৎসেনা) উল্লাসিত হইয়া আমাদিগের নিকট আসিতেছে। হে মরুৎগণ! তোমরা অগ্নির ন্যায় কর্ম্মক্ষম ও ভীষণনের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ।

৪। দুর্দমা গোসকলের ন্যায় যে সকল মরুৎ নিজবলে অক্লেশে শত্রু-সংহার করেন না, তাঁহারা নিজ সঞ্চারদ্বারা প্রকাণ্ড, শব্দায়মান, জলপূর্ণ মেঘ প্রেরণ করেন।

৫। হে মরুৎগণ! তোমরা উত্থিত হও; আমি এই সকল স্তোত্র-দ্বারা বারিরাশির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী, বলসম্পন্ন, অপূর্ব্ব মরুৎগণের আহ্বান করিতেছি।

৬। হে মরুৎগণ! তোমরা রথে অরুষীগণকে যোজনা কর, রথ-সমূহে রোহিতগণকে যোজনা কর; ভারবহনার্থ দ্রুতগামী হরিদ্বয়কে(১) যোজনা কর; যাহারা বহনকার্য্যে সুদক্ষ, ভারবহনার্থ তাহাদিগকে যোজনা কর।

(১) সূর্য্যের অশ্বের নাম অরুষ (১।৩।১ ঋকের টীকা দেখ)। অগ্নির অশ্বের নাম রোহিত। ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি।

৭। হে মরুৎগণ! রথে নিয়োজিত, দীপ্তিমান্, উচ্চরবকারী ও মনোজ্ঞ সেই অশ্ব তোমাদিগের যাত্রা বিষয়ে যেন বিলম্ব না করে। তোমরা রথস্থ সেই অশ্বকে এরূপে প্রেরণ কর যাহাতে বিলম্ব না হয়।

৮। আমরা মরুৎগণের সেই অন্নপূর্ণ রথ আহ্বান করিতেছি, যাহার উপর রোদসী সুস্বাদু বারি ধারণপূর্ব্বক রুদ্রগণের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন।

৯। হে মরুৎগণ! আমি তোমাদিগের সেই রথ শোভাকারী, দীপ্তিমান্ ও স্তবার্হ দলকে আহ্বান করিতেছি, যন্মধ্যে সুজাত ও সৌভাগ্যশালিনী মীলহুষী(২) মরুৎগণের সহিত পূজিত হয়েন।

---

৫৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে পরস্পর সদয়চিত্ত, সুবর্ণময় রথারূঢ়, ইন্দ্রের অনুচর রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা সুগম্য যজ্ঞে আগমন কর; আমরা তোমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিতেছি। তোমরা তৃষ্ণার্ত্ত ও জলাভিলাষী (গোতমের) নিকট স্বর্গ হইতে জল (লইয়া যেরূপ আসিয়াছিলে) আমাদিগের নিকটও সেইরূপ আগমন কর।

২। হে সুবুদ্ধি মরুৎগণ! তোমাদিগের বাশী ও ঋষ্টি(১) ও উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ, তূণীর শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও রথ আছে। তোমরা অস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত হও, হে পৃশ্নি পুত্রগণ! আমাদিগের কল্যাণ বিধানার্থ আগমন কর।

---

(২) মূলে "মীল্‌হুষী" আছে। "মীলুহুষ্টম শিবতমেত্যাদৌ দর্শনাম্মীঢ়ান্ রুদ্রঃ তৎপত্নী।" সায়ণ। অর্থাৎ মরুৎমাতা, রুদ্রপত্নী রোদসী।

---

(১) "বাশী" অর্থে অস্ত্রবিশেষ, (এই মণ্ডলের ৫৩। ৪ ঋকের টীকা দেখ), এবং "ঋষ্টি" অর্থে অস্ত্রবিশেষ (৫৪। ১১ ঋকের টীকা), কিন্তু কোন্‌টি কি অস্ত্র তাহা ধারণা করা দুষ্কর। সায়ণ ১। ৩৭। ২ ঋকে "বাশী" অর্থে যুদ্ধ গর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু এস্থানে "তক্ষণ সাধনং আয়ুধং" অর্থাৎ সূত্রধরগণের "বাইশ" করিয়াছেন। Wilson "বাশী" অর্থে Swords, এবং ঋষ্টি অর্থে Lances, করিয়াছেন।

৩। হে মরুৎগণ! তোমরা অন্তরীক্ষে মেঘ সকলকে বিক্ষিপ্ত কর ও হব্য দাতাকে ধন প্রদান কর, তোমাদিগের আগমন ভয়ে বন সকল বিকম্পিত হয়, হে পৃশ্নি পুত্রগণ! যৎকালে প্রচণ্ডমূর্ত্তি তোমরা বারিবর্ষণার্থ তোমাদিগের অশ্বগণকে (রথে) যোজনা কর, তৎকালে পৃথিবী সংক্ষুব্ধ হয়।

৪। মরুৎগণ দীপ্তিমান্, বৃষ্টিশোধক, যমজের ন্যায় তুল্যরূপে মনোজ্ঞ মূর্ত্তি, শ্যামবর্ণ ও অরুণবর্ণ, অশ্বগণের অধিপতি, নিষ্পাপ ও শত্রুক্ষয়কারী এবং আয়তনে আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ।

৫। প্রচুর বারিবর্ষণকারী, আবরণধারী, দানশীল, উজ্জ্বলমূর্ত্তি, অক্ষয় ধনসম্পন্ন, সুজন্মা ও (বক্ষঃস্থলে) সুবর্ণ আভরণধারী এবং পূজনীয় মরুৎগণ স্বর্গ হইতে আগমন পূর্ব্বক অমৃতময় হব্য লাভ করিয়াছেন।

৬। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের স্কন্ধদেশে ঋষ্টী সকল, বাহুদ্বয়ে শত্রু নাশক বল, শিরোদেশে সুবর্ণময় উষ্ণীষ, রথোপরি অস্ত্র সকল এবং অঙ্গ সকলে শোভা সমস্ত অবস্থিত আছে।

৭। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে বহু গো, অশ্ব, রথ, প্রশস্ত পুত্র ও হিরণ্যের সহিত অন্ন প্রদান কর, হে রুদ্র পুত্রগণ! তোমরা আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর। আমি যেন তোমাদিগের স্বর্গীয় রক্ষা ভোগ করি।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও; তোমরা নেতা, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্যনিবন্ধন প্রসিদ্ধ, জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুর স্তুতিযুক্ত এবং প্রচুর বর্ষণকারী(২)।

---

৫৮ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। অদ্য আমি দীপ্তিমান্ স্তবার্হ মরুৎগণের স্তব করিতেছি; মরুৎগণ বেগগামী অশ্বগণের অধিপতি, বলপূর্ব্বক সর্ব্বত্র গতিশীল, জলের অধিপতি ও নিজ প্রভাদ্বারা প্রভান্বিত।

(২) "ঋষ্টি" অর্থে সায়ণ ছুরিকা করিয়াছেন।

২। হে হোতা! তুমি দীপ্তিমান্, বলশালী, বলয় (মণ্ডিত) হস্ত(১), কল্যাণবিধায়ক, জ্ঞানসম্পন্ন ও ধনদাতা মরুৎগণের পূজা কর; যাঁহারা সুখদাতা, যাঁহাদিগের মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা নাই, অতুলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন নেতা সেই সকল মরুতের বন্দনা কর।

৩। যে সমস্ত বিশ্বব্যাপী মরুৎ বৃষ্টি উৎপাদন করেন, তাঁহারা বারিবহন করিয়া অদ্য তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়েন; হে তরুণ ও জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমাদিগের জন্য যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তোমরা তদ্দ্বারা প্রীতিলাভ কর।

৪। হে পূজনীয় মরুৎগণ! তোমরা যজমানকে দীপ্তিমান্, শত্রুসংহারক ও বিভুদ্বারা গঠিত একটী পুত্র প্রদান কর। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের হইতেই দৃঢ়মুষ্টি, ভুজবলদ্বারা শত্রুনাশক ও অসংখ্য অশ্বের অধিপতি পুত্র উৎপন্ন হয়।

৫। রথস্থিত শত্রুর ন্যায় তোমরা কেহই কাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহ, কিন্তু দিবসসমূহের ন্যায় সকলেই পরস্পর সমান। পৃশ্নির পুত্রগণ সকলেই সমানরূপে জাত, কেহই দীপ্তিবিষয়ে নিকৃষ্ট নহেন; বেগগামী মরুৎগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সম্যকরূপে বারিবর্ষণ করেন।

৬। হে মরুৎগণ! যৎকালে তোমরা পৃষতী অশ্বদ্বারা আকৃষ্ট দৃঢ়চক্র রথে আরোহণপূর্ব্বক আগমন কর, তৎকালে বারিরাশি পতিত হয়, বন সকল (বেগবশতঃ) ভগ্ন হয় এবং সূর্য্যকিরণ সম্পৃক্ত বারিবর্ষণকারী (পর্জ্জন্য) অধোমুখ হইয়া (বৃষ্টির জন্য) শব্দ করিতে থাকে।

৭। এই সকল মরুতের আগমনে পৃথিবী উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়; পতি যেরূপ ভার্য্যার গর্ভ উৎপাদন করে তদ্রূপ মরুৎগণ পৃথিবীর উপর গর্ভ স্থানীয় সলিল স্থাপিত করেন, রুদ্র পুত্রগণ বেগগামী অশ্বগণকে রথের অগ্রভাগে যোজিত করিয়া ঘর্ম্ম (বৃষ্টি) নিঃসৃত করিতেছেন।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও; তোমরা নেতা, বিপুলৈশ্বর্য্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্যনিবন্ধন, প্রসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুর স্তুতিযুক্ত এবং প্রচুর বর্ষণকারী।

(১) মূলে "খাদি" আছে। খাদি পদের আভরণ (৫৪। ১১। ঋকের টীকা দেখ) এবং হস্তেরও আভরণ। অতএব খাদি অর্থে এখনকার ভাষায় মল বা বালা।

৫৯ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! হব্যদাতার কল্যাণ বিধানার্থ হোতা সম্যকরূপে তোমাদিগের স্তব করিতেছেন। (হে হোতা)! তুমি দ্যুর স্তব কর, আমি পৃথিবীর স্তোত্র সম্পাদন করিতেছি। মরুৎগণ সর্ব্বব্যাপী (বৃষ্টি সকল) পাতিত করিতেছেন; তাঁহারা অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন এবং মেঘ সকলের সহিত নিজ তেজ একত্রিত করিতেছেন।

২। জনাকীর্ণ নৌকা (জল মধ্যে দিয়া) যেরূপ কম্পিতভাবে গমন করে, তদ্রূপ মরুৎগণের আগমনে পৃথিবী ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে। তাঁহারা দূর হইতে দৃষ্ট হইয়া ও গতিদ্বারা পরিজ্ঞাত হয়েন; নেতা মরুৎগণ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) মধ্যে সমধিক হব্য ভক্ষণার্থ চেষ্টা করেন।

৩। হে মরুৎগণ! তোমরা শোভার্থ গোশৃঙ্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট (কিরীট) ধারণ কর, (দিবসের) নেত্রভূত সূর্য্য যেরূপ নিজ রশ্মি সকল বিকীর্ণ করেন, তদ্রূপ তোমরা বৃষ্টি মোচনার্থ সর্ব্বপ্রকাশক তেজ ধারণ কর, তোমরা অশ্বগণের ন্যায় বেগবান্ ও মনোহর। হে নেতা মরুৎগণ! তোমরা যজমানগণের ন্যায় (পবিত্র যাগাদি কার্য্য) মঙ্গল বিধায়ক বিবেচনা কর।

৪। হে মরুৎগণ! পূজনীয়, তোমাদিগের পূজা কে করিতে পারিবে? কে তোমাদিগের (যথাযোগ্য) স্তোত্র পাঠে সমর্থ হইবে? কে তোমাদিগের বীরত্ব ঘোষণা করিতে পারিবে? কারণ তোমরা উর্ব্বরতা বিধানার্থ বৃষ্টি পাত করিলে ধরিত্রী কিরণবৎ কম্পিত হইতে থাকে।

৫। অশ্বগণের ন্যায় (বেগগামী), দীপ্তিমান্, পরস্পর স্নেহসূত্রে বদ্ধ, মরুৎগণ বীরগণের ন্যায় যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। (সমৃদ্ধিসম্পন্ন) মানবগণের ন্যায় নেতা মরুৎগণ সমধিক শক্তিশালী হইয়া বৃষ্টিদ্বারা সূর্য্যের চক্ষু আবৃত করিতেছেন।

৬। মরুৎগণের মধ্যে কেহ কাহা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ নহে। শত্রুসংহারক মরুৎগণের মধ্যে কেহ মধ্যম নহে, সকলেই প্রভাব বিষয়ে

সমৃদ্ধিসম্পন্ন। হে সুজন্মা মানবগণের হিতকারী পৃশ্নিপুত্র মরুৎগণ! তোমরা স্বর্গ হইতে আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

৭। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উড্ডীন পক্ষিগণের ন্যায় তাঁহারা বলপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ সমুন্নত নভোমণ্ডলের উপরিভাগ দিয়া অন্তরীক্ষের পর্য্যন্তভাগে গমন করেন। তাঁহাদিগের অশ্বগণ মেঘ হইতে বৃষ্টি পাতিত করে, ইহা (দেব ও মনুষ্য) উভয়েই অবগত আছেন।

৮। স্বর্গ এবং পৃথিবী আমাদিগের পোষণার্থ (বৃষ্টি) উৎপাদন করুন। নিরতিশয় দানশীল ঊষা সকল (আমাদিগের কল্যাণ বিধানার্থ) যত্ন করুন। হে ঋষি! এই সমস্ত রুদ্রপুত্র তোমার স্তবে (প্রীত হইয়া) স্বর্গীয় বৃষ্টিবর্ষণ করুক।

---

৬০ সূক্ত।

অগ্নির সহিত মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। আমি স্তোত্রদ্বারা রক্ষাকারী অগ্নির স্তব করিতেছি। তিনি সম্প্রতি যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ও প্রসন্ন হইয়া সেই স্তোত্র অবগত হউন। আমি অন্নকামনায় (গন্তব্যস্থানের অভিমুখবর্ত্তী) রথ সকলের ন্যায় স্তোত্র সকলদ্বারা নিজ অভিমত সম্পাদন করিতেছি। আমি প্রদক্ষিণ করিয়া যেন মরুৎগণের স্তোত্র বর্দ্ধন করিতে পারি।

২। হে ভীষণ রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! তোমরা প্রসিদ্ধ অশ্বগণদ্বারা (আকৃষ্ট), শোভন, অন্নসমন্বিত রথে আরূঢ় হইয়া গমন কর। (তোমাদিগের আগমনে) বন সকল ভয়ে সঙ্কুচিত হয় এবং পৃথিবী ও পর্ব্বত ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে।

৩। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের শব্দে উত্তুঙ্গ মহাপর্ব্বতও ভীত হয় এবং অন্তরীক্ষের সমুন্নত প্রদেশও কম্পিত হয়। হে অস্ত্রধারী মরুৎগণ! যৎকালে তোমরা ক্রীড়া কর তৎকালে তোমরা বারিরাশির ন্যায় সকলে সমবেত হইয়া বেগে প্রধাবিত হও।

৪। ঐশ্বর্য্যশালী বর যেরূপ সুবর্ণময় অলঙ্কার ও সলিল দ্বারা(১) আপনাদিগের দেহ ভূষিত করে, তদ্রূপ এই সকল শ্রেষ্ঠ ও বলশালী মরুৎগণ রথোপরি সমবেত হইয়া আপনাদিগের দেহের শোভা সম্পাদনার্থ সমধিক আয়োজন করিতেছেন।

৫। এই সমস্ত মরুৎ এক সময়ে উৎপন্ন, সুতরাং পরস্পর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ-ভাব বর্জ্জিত হইয়া ভ্রাতৃভাবে ও সমৃদ্ধি সহকারে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। নিত্য-তরুণ, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী মরুৎগণের পিতা রুদ্র ও (জননী) দোহন-যোগ্যা পৃশ্নি মরুৎগণের নিমিত্ত দিন সকল অনুকূল করুন।

৬। হে সৌভাগ্যশালী মরুৎগণ! তোমরা স্বর্গের ঊর্দ্ধ, মধ্য, বা অধো-দেশে অবস্থান কর, হে রুদ্রগণ! তথা হইতে আমাদিগের নিকট আগমন কর। হে অগ্নি! অদ্য আমরা যে হব্য প্রদান করিতেছি তাহা তুমি অবগত হও।

৭। হে সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ! যে হেতু তোমরা ও অগ্নি স্বর্গের ঊর্দ্ধ দেশে ও উপরিভাগে অবস্থান কর, অতএব তোমরা আমাদিগের (স্তব ও হব্যে) প্রীত হইয়া শত্রুগণকে কম্পিত ও বিনষ্ট করিয়া হব্যদাতা যজমানকে অভি-লষিত ধন প্রদান কর।

৮। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি প্রাচীন কেতুস্বরূপ (শিখাসমূহ) ধারণ করিয়া শোভমান, পূজনীয়, সমবেত পবিত্রতাবিধায়ক, প্রীতিদায়ক ও দীর্ঘজীবী মরুৎগণের সহিত উল্লাসিত হইয়া সোম পান কর।

---

(১) মূলে "বধাভিঃ" আছে। সায়ণ উদক অর্থ করিয়াছেন। চন্দনাদি হওয়া সম্ভব, বিবাহের সময় বরের চন্দনাদি ও সুবর্ণের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জা করাই সম্ভব।

৬১ সূক্ত(১)।

১। হইতে ৪ ঋকের ও ১১ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত ৬ ঋকের দেবতা মরুৎগণ, অন্যান্য ঋকে নানাবিধ নামের উল্লেখ আছে। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে শ্রেষ্ঠতম নেতাগণ! কে তোমরা সুদূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে একে একে উপস্থিত হইয়াছ?।

২। তোমাদিগের অশ্বগণ কোথায়? বল্গা কোথায়? কি রূপ সামর্থ্য, কিরূপেই বা গমন করিতেছ? (অশ্বগণের) পৃষ্ঠদেশে আস্তরণ ও নাসিকাদ্বয়ে বন্ধনরজ্জু লক্ষিত হইতেছে।

৩। অশ্বগণের জঘন দেশে কশাঘাত হইতেছে, রমণীগণ পুত্রোৎপাদন কালে উরুদ্বয় যেরূপ বিবৃত করে, যন্তৃগণ তাহাদিগকে সেইরূপ উরুদ্বয় বিবৃত করিতে বাধ্য করিতেছেন।

---

(১) সায়ণাচার্য্য বলেন একটী আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন আগম পারদর্শিরা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, যে দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রি বংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃ সমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন।। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজ মহিষী এই আপত্তি করিলেন, যে তাঁহাদিগের বংশে সকল কন্যারই ঋষিগণের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অথচ শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, সুতরাং তাহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে। এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় রাজা শ্যাবাশ্বের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্যাবাশ্ব রাজকুমারী প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন, শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে সঙ্গে লইয়া পতি সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথি সৎকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীয়সী তাঁহাকে গোযূথ ও আভরণ প্রদান করিলে তরন্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অনুজ পুরুমীঢ়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্যাবাশ্ব গমন কালে পথিমধ্যে মরুৎগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সম্ভ্রমচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুৎগণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাঁহাদিগেরই প্রসাদে তিনি সূক্তদ্রষ্টা হইলেন।। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্যাবাশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন।। পুরুমীঢ়, তরন্ত, শশীয়সী, রথবীতি ও মরুৎগণ তুষ্ট হইয়া শ্যাবাশ্বকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন এই সূক্তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বৈদিক আখ্যান সমূহ হইতে উপলব্ধি হয়, যে তৎকালে রাজকন্যাগণের ঋষি ও ঋত্বিগ্‌গণের সহিত বিবাহে কোন ও বাধা ছিল না। ঋষি ও ঋত্বিগ্‌গণের একটী ভিন্ন "জাতি" সংগঠিত হয় নাই।

৪। হে মর্ত্ত্যগণের হিতকারী সুজন্মা, শত্রুনাশক বীরগণ! তোমরা অগ্নিসন্তপ্ত (তাম্রাদির ন্যায়) প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতেছ।

৫। শ্যাবাশ্ব যাঁহার স্তব করিয়াছেন, সেই বীর তরন্তকে যিনি ভুজ-পাশে বন্ধন করিয়াছেন, সেই তরন্ত মহিষী শশীয়সী আমাকে অশ্ব গো ও শত মেষাত্মক পশু যূথ প্রদান করিয়াছেন।

৬। যে পুরুষ দেবগণের আরাধনা ও ধন দান না করে, সেই স্ত্রী শশীয়সী তাদৃশ পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

৭। কারণ তিনি ব্যথিত তৃষ্ণার্ত্ত ও ধনাভিলাষী ব্যক্তিগণের প্রতি মনোযোগী হয়েন এবং দেবগণের প্রতি নিজ চিত্ত সমর্পণ করেন।

৮। আমি শশীয়সীর অর্দ্ধাঙ্গভূত(২) পুরুষ (তরন্তের) স্তব করিলেও বলিতেছি, যে তাঁহার সমুচিত স্তব হইতেছে না, কারণ তিনি দান বিষয়ে সকল সময়েই একবিধ।

৯। যুবতী শশীয়সী উল্লাসিত চিত্তে শ্যাবাশ্বকে (আমাকে) পথপ্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদ্দত্ত দুইটী লোহিত বর্ণ অশ্ব আমাকে যশস্বী, বিজ্ঞ পুরুমীঢ়ের নিকট বহন করিয়াছিল।

১০। বিদদশ্বের পুত্র পুরুমীঢ় আমাকে ধেনুশত ও তরন্তের ন্যায় অনেক মহামূল্য ধন প্রদান করিয়াছেন।

১১। যে সকল মরুৎ বেগগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া হর্ষবিধায়ক সোম রস পান করিতে করিতে এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সম্প্রতি এস্থলে বিবিধ স্তব গ্রহণ করিতেছেন।

১২। যে সকল মরুতের দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া রহি-য়াছে, যাঁহারা উপরিস্থিত স্বর্গে প্রদীপ্ত (সূর্য্যের) ন্যায় রথোপরি বিশেষ-রূপে শোভা পাইতেছেন।

১৩। সেই মরুৎগণ নিত্যতরুণ, সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়, অনিন্দ্য শোভনরূপে গমনকারী ও অপ্রতিহত গতি।

---

(২) মূলে "নেমঃ" আছে। "নেমোহর্দ্ধঃ জায়াপত্যোর্মিলিত্বৈব কার্য্যকর্ত্তৃত্বাদেক এব[illegible]র্দ্ধঃ। অর্দ্ধংশরীরস্য ভার্য্যা ইত্যাদি স্মৃতে।" সায়ণ।

১৪। জল (বর্ষণার্থ) জাত, নিষ্পাপ, শত্রুগণের কম্পনবিধায়ক, মরুৎগণ যে স্থানে উল্লাসিত হয়েন, মরুৎগণের সেই স্থান কোন ব্যক্তি অবগত আছে ?।

১৫। হে স্তুতিপ্রিয় মরুৎগণ! যে ব্যক্তি ঈদৃশ স্তুতি কর্ম্মদ্বারা তোমাদিগকে প্রসন্ন করে, তোমরা সেই ব্যক্তিকে অভিমত স্বর্গাদি স্থানে পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাও। যজ্ঞে আহ্বান করিলে তোমরা সেই আহ্বান শ্রবণ কর।

১৬। হে শত্রুসংহারক, পূজনীয়, অতুলৈশ্বর্য্যশালী মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।

১৭। হে রাত্রি! তুমি আমার নিকট হইতে দর্ভের (অর্থাৎ রথবীতির) নিকট মরুৎকৃত এই সমস্ত মরুৎস্তুতি বহন কর। হে দেবি! রথী যেরূপ রথোপরি বিবিধ বস্তু স্থাপন করিয়া গন্তব্য স্থানে তৎসমুদয় বহন করে, তদ্রূপ তুমি আমার এই সকল স্তব বহন কর।

১৮। সোমযাগ সম্পন্ন হইলে, তুমি আমার হইয়া রথবীতিকে ইহা নিবেদন করিও, যে তাঁহার কন্যার (প্রতি) আমার প্রণয় কিছু বিচলিত হয় নাই।

১৯। এই ঐশ্বর্য্যশালী রথবীতি গোমতী (তীরে)(৩) বাস করেন এবং পর্ব্বতের প্রান্তভাগে তাঁহার গৃহ অবস্থিত আছে।

---

(৩) মূলে "গোমতীরনু" আছে "উদকবতীর্নদীরনু অনুস্থত্য নদীনাংতীরে সায়ণ। সায়ণাচার্য্য মতে গোমতী শব্দের কেবল উদকবতী এইরূপ অর্থ হইবে, তদ্ভিন্ন কোন বিশেষ অর্থ নাই। কিন্তু অযোধ্যার অন্তর্গত গোমতী নদী এস্থলে অভিপ্রেত হইতে পারে, এই ঋকে পর্ব্বত অর্থে গোমতীর উৎপত্তি স্থান হিমালয় হইতে পারে।

৬২ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্রুতবিদ ঋষি।

১। আমি, তোমাদিগের (আবাসভূত), ঋতদ্বারা আচ্ছাদিত, ধ্রুব ও ঋত সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিয়াছি। সেই স্থানে অবস্থিত অশ্বগণকে উপাসকগণ স্তোত্রদ্বারা বিমুক্ত করেন। সেই স্থানে সহস্র সংখ্যক রশ্মি সমবেত হইয়া অবস্থিতি করে। দেবমূর্ত্তিসমূহের মধ্যে সেই এক শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি।

২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদিগের এই মাহাত্ম্য অতি প্রশস্ত, যদ্দ্বারা নিরন্তর পরিভ্রমণকারী সূর্য্য দৈনিকগতি সাহায্যে বদ্ধ জলরাশিকে দোহন করিয়াছেন। তোমরা স্বয়ং ভ্রমণকারী সূর্য্যের প্রীতিদায়ক দীপ্তি সকল বর্দ্ধিত করিতেছ। তোমাদিগের উভয়ের একমাত্র রথ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! স্তোতৃগণ তোমাদিগের অনুগ্রহে রাজ পদ লাভ করে। তোমরা নিজ সামর্থ্যদ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে ক্ষিপ্রদানকারীগণ! তোমরা ওষধি সকল ও ধেনুগণকে বর্দ্ধিত কর এবং বৃষ্টিবর্ষণ কর।

৪। হে মিত্র ও বরুণ! অনায়াসে রথে যোজিত তোমাদিগের অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করুক ও রশ্মিদ্বারা সুসংযত হইয়া অবতরণ করুক। বারিরাশি মূর্ত্তিধারণ করিয়া তোমাদিগের অনুসরণ করিতেছে এবং প্রাচীন নদী সকল (তোমাদিগের অনুগ্রহে) প্রবাহিত হইতেছে।

৫। হে অন্নসম্পন্ন ও বলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা সুপ্রসিদ্ধ শরীরদীপ্তি বর্দ্ধিত করিয়া এবং মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞ যেরূপ রক্ষিত হয় তদ্রূপ পৃথিবীকে রক্ষা করিয়া, যজ্ঞভূমির মধ্যস্থিত রথের উপর আরোহণ কর।

৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা যজ্ঞভূমিতে যে যজমানকে রক্ষা কর, শোভন স্তুতিকারী সেই যজমানের প্রতি দানশীল হও ও তাহাকে রক্ষা কর।

কারণ তোমরা উভয়ে রাজা ও ক্রোধবিহীন হইয়া ধন ও সহস্র স্তম্ভ সমন্বিত (সৌধ)(১) ধারণ কর।

৭। ইঁহাদিগের রথ সুবর্ণ নির্ম্মিত ও কীলকাদি হেমময়। এই রথ বিদ্যুতের ন্যায় অন্তরীক্ষে শোভা পায়। আমরা যেন কল্যাণকর স্থানে অথবা যূপযষ্টিসমন্বিত যজ্ঞভূমিতে রথোপরি সোমরস স্থাপন করিতে পারি।

৮। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইলে লৌহ-কীলক সমন্বিত সুবর্ণ ঘটিত রথে আরোহণ কর এবং তথা হইতে অদিতি ও দিতিকে(২) অবলোকন কর।

---

(১) মূলে "সহস্রস্থূনং" আছে। "অনেকাবষ্টকস্তম্ভোপেতং সৌধাদিরূপং গৃহং।" সায়ণ। এখানেও অনেক স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২। ১। ৫। ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "অদিতিং দিতিং চ" আছে এই অদিতি ও দিতি শব্দের নানা রূপ অর্থ করা হইয়াছে। সায়ণ অদিতি অর্থে অখণ্ডনীয়া পৃথিবী এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা প্রজাদি করিয়াছেন। মহীধর (শুক্লযজুঃ ১০। ১৬) অদিতি অর্থে অদীন [illegible] করিয়াছেন। সত্যব্রত সামশ্রমী অদিতি অর্থে অখণ্ডিতা স্বীয় সেনা, অথবা পুণ্যাত্মা এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা পর সেনা, অথবা পাপী করিয়াছেন।

"অদিতি" শব্দের (দো ধাতু হইতে) প্রকৃত অর্থ অখণ্ডিত, অসীম, অনন্তবিশ্ব-জগৎ ১। ১৪। ৩ ঋকের টীকা দেখ। অতএব "দিতি" শব্দের প্রকৃত অর্থ জগতের খণ্ড বা সীমা বদ্ধ জগৎ। ঋকের প্রকৃত অনুবাদ বোধ হয় এই; যথা — হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা . . . তথা হইতে অসীম বিশ্ব জগৎ এবং সীমা বদ্ধ জগৎও অবলোকন কর। ফলে "অদিতিং" অর্থ ও যাহা, "অদিতিং" দিতিং অর্থও তাহাই দাঁড়াইল।

বাস্তবিক "অদিতি" শব্দের উৎপত্তির পর ঐ শব্দের দেখা দেখি "দিতি" শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে "দিতি" শব্দটী তিন বারমাত্র ব্যবহার হইয়াছে (৪। ২। ১১ এবং ৫। ৬২। ৮ এবং ৭। ১৫। ১২) একবার উহার অর্থ অদিতি, আর দুইবার "অদিতি ও দিতি" একত্র ব্যবহার হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম অদিতি অর্থাৎ বিশ্বজগৎ।) ঋগ্বেদের শব্দ দুইটি এইরূপে উৎপন্ন হইল, কিন্তু ইহাদিগের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও টীকা ও উপাখ্যান ক্রমে বাড়িতে লাগিল এবং পুরাণে আমরা সেই উপাখ্যানের চরম অবস্থা দেখিতে পাই। পৌরাণিক অদিতি ব্রহ্মার পৌত্রী এবং দেবগণের মাতা। এবং দিতি ও ব্রহ্মার পৌত্রী এবং দৈত্যগণের মাতা। পৌরাণিক গল্প গুলি এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। (ঋগ্বেদে দৈত্য শব্দের আদৌ ব্যবহার নাই এবং দানবগণ যে দিতি হইতে উৎপন্ন তাহারও কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।)

৯। হে দানশীল ও বিশ্বরক্ষক মিত্র ও বরুণ! যে সুখের কোন ব্যাঘাত নাই তাদৃশ নিরতিশয় ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ তোমরাই প্রদান করিতে সমর্থ; তোমরা আমাদিগকে তাদৃশ সুখ প্রদান কর, আমরা যেন অভিলষিত ধন লাভ করি ও শত্রুবিজয়ী হই।

চতুর্থ অধ্যায়।

৬৩ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য অর্চনানা ঋষি।

১। হে বারিরক্ষক, সত্যদর্শী মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্বর্গের অত্যুন্নত প্রদেশে রথোপরি আরোহণ কর। এই যজ্ঞে তোমরা যে যজমানকে রক্ষা করিতেছ, বৃষ্টি স্বর্গ হইতে তাঁহার উদ্দেশে সুমধুর বারি বর্ষণ করে।

২। হে স্বর্গদ্রষ্টা মিত্র ও বরুণ! তোমরা আমাদিগের যজ্ঞে সমধিক দীপ্তিশালী হইয়া ভুবন শাসন করিতেছ। আমরা তোমাদিগের নিকট বৃষ্টি-রূপ ধন এবং অমরত্ব প্রার্থনা করিতেছি; তোমাদিগের বিস্তৃত রশ্মি সকল স্বর্গ ও পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন, প্রচণ্ড বলশালী, বারিবর্ষণকারী, স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং সর্ব্বদ্রষ্টা, তোমরা বিচিত্র মেঘবৃন্দের সহিত স্তোত্র শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আগমন কর এবং অসুরের মায়াদ্বারা(১) স্বর্গ হইতে বৃষ্টি পাতিত কর।

৪। হে মিত্র ও বরুণ! যখন তোমাদিগের অস্ত্রভূত জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করেন, স্বর্গে তোমাদিগের সামর্থ্য তৎকালে প্রকটিত হয়। তোমরা মেঘ ও বৃষ্টিদ্বারা অন্তরীক্ষে সূর্য্যের রক্ষা বিধান কর; হে পর্জ্জন্য! (তাঁহাদিগের ইচ্ছাক্রমে) তোমা হইতে সুমধুর বারিবিন্দু সকল পতিত হয়।

৫। হে মিত্র ও বরুণ! বীর যেরূপ (যুদ্ধার্থ নিজ রথ সজ্জিত করেন) তদ্রূপ মরুৎগণ (তোমাদিগেরই অনুগ্রহে) বৃষ্টির জন্য সুখকর রথ

(১) এই ঋকে ও ৭ ঋকে মূলে "অসুরস্য মায়য়া," আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন বৃষ্টিদাতা পর্জ্জন্যের সামর্থদ্বারা। কিন্তু প্রকৃত অর্থ বোধ হয় "দৈব কৌশলদ্বারা।"

সজ্জিত করেন। বারিবর্ষণার্থ মরুৎগণ বিভিন্ন লোকে সঞ্চরণ করেন; অতএব হে অধিপতিগণ! তোমরা (মরুৎগণের সহিত) স্বর্গ হইতে আমাদিগের উপর বারিবর্ষণ কর।

৬। হে মিত্র ও বরুণ! (তোমাদিগেরই অনুগ্রহে) মেঘ অন্নসাধক, প্রভাব্যঞ্জক, বিচিত্র গর্জ্জনধ্বনি করিতে থাকে; মরুৎগণ নিজ প্রজ্ঞা বলে মেঘ সকলকে সম্যক্রূপে রক্ষা করেন এবং (তাহাদিগের সহিত) তোমরা উভয়ে অরুণ বর্ণ ও নিষ্পাপ আকাশ হইতে বৃষ্টি পাতিত কর।

৭। হে বিচক্ষণ মিত্র ও বরুণ! তোমরা (জগতের) উপকারক (বৃষ্ট্যাদি কার্য্য) দ্বারা যজ্ঞ রক্ষা কর। তোমরা অসুরের মায়াদ্বারা বারিবর্ষণে সমস্ত ভূতজাতকে আলোকিত কর এবং পূজনীয় রথের ন্যায় সূর্য্যকে অন্তরীক্ষে ধারণ কর।

---

৬৪ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অর্চনানা ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ। আমি এই মন্ত্রদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, (গোপালদ্বয়) যেরূপ বাহুবলদ্বারা গোযূথকে সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ তোমরা উভয়েই শত্রুদিগকে অপসারতি কর ও স্বর্গের পথ প্রদর্শন কর।

২। তোমরা উভয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হস্তদ্বারা স্তবকারী আমাকে অভিমত সুখ প্রদান কর, কারণ তোমাদিগের প্রদত্ত বাঞ্ছিত সুখ সকল স্থানেই ব্যাপ্ত আছে।

৩। যেন আমি সদ্গতি লাভ করি, যেন আমি মিত্র প্রদর্শিত পথে গমন করি। সেই হিংসাবর্জিত প্রিয় (দেবের) কল্যাণ যেন আমরা প্রাপ্ত হই।

৪। হে মিত্র ও বরুণ। আমি তোমাদিগকে স্তব করিয়া যেন এরূপ ধন লাভ করি, যে ধনিগণের ও স্তোতৃবর্গের গৃহে ঈর্ষার উদয় হইবে।

৫। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা দীপ্তিসহকারে আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হও এবং ঐশ্বর্য্যশালী (যজমানগণের) ও তোমাদিগের মিত্রগণের (অর্থাৎ আমাদিগের) স্বস্বগৃহে (সমৃদ্ধি) বৃদ্ধি কর।

৬। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা যে সকল (স্তব উচ্চারণ করিতেছি) তজ্জন্য আমাদিগকে বল ও প্রচুর অন্ন প্রদান কর। তোমরা অন্ন ও ধন ও কল্যাণ বিষয়ে আমাদিগের প্রতি বিশেষরূপে বদান্য হও।

৭। প্রত্যুষে সূর্য্যরশ্মি প্রকম্প প্রঃটিত হইলে যাহাদিগকে দেবযজনে পূজা করিতে হয়, হে মিত্র ও বরুণ! সেই তোমরা আমাকর্তৃক অভিষুত সোমরস অবলোকন কর। হে (যজ্ঞের) অধিনায়কগণ! তোমরা অর্চনানার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর আগমন কর।

---

৬৫ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য রাতহব্য ঋষি।

১। দেবগণের মধ্যে (তোমাদিগের দুই জনের কিরূপে স্তব করিতে হয়), যিনি ইহা অবগত আছেন তিনি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী। মনোজ্ঞমূর্ত্তি মিত্র ও বরুণ যাঁহার স্তব গ্রহণ করেন, তিনি যেন আমাদিগকে স্তুতিবিষয়ে উপদেশ দেন।

২। নিরতিশয় দীপ্তিশালী সেই দুই অধিপতি সুদূর হইতে আহ্বান করিলেও শ্রবণ করিয়া থাকেন। যজমানগণের অধীশ্বর ও যজ্ঞের বর্দ্ধয়িতা সেই দুয়ের প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ বিধানার্থে বিচরণ করিতেছেন।

৩। তোমরা পুরাতন দেব, আমি তোমাদিগের দুই জনের নিকটবর্ত্তী হইয়া রক্ষার্থ উভয়কে প্রার্থনা করিতেছি। উৎকৃষ্ট অশ্বের অধিকারী হইয়া আমরা অন্নপ্রদানার্থ তোমাদিগের স্তব করিতেছি, কারণ তোমাদিগের জ্ঞান অতি প্রশস্ত।

৪। মিত্র পাপিষ্ঠ (স্তবকারীকেও) বিশাল গৃহে(১) গমনের উপায় প্রদান করেন; হিংসাকারী সেবক ও দেব মিত্রের অনুগ্রহ লাভ করে।

৫। আমরা যেন সর্ব্বদা মিত্রের প্রশস্ত রক্ষার ভাজন হই, (হে মিত্র)! আমরা তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত ও নিষ্পাপ হইয়া যেন যুগপৎ বরুণের পুত্র স্বরূপ হই।

৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্তবকারী এই ব্যক্তির (অর্থাৎ আমার) নিকট আগমন কর এবং ইহাকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করাও। আমরা অন্নসম্পন্ন, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। ঋষিগণের অর্থাৎ আমাদিগের পুত্রগণকেও পরিত্যাগ করিও না, কিন্তু সুতসোম যজ্ঞে আমাদিগকে রক্ষা করিও।

---

৬৬ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। রাতহব্য ঋষি।

১। হে জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য তুমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ও শত্রু সংহারক দেবদ্বয়কে আহ্বান কর; সত্যরূপ পূজনীয় হব্যগৃহীতা বরুণকে হব্য প্রদান কর।

২। তোমারা উভয়ে অপ্রতিহত ও আসুরীয়(১) বলের অধিকারী বলিয়া, সূর্য্য যেরূপ অন্তরীক্ষে স্থাপিত হইয়াছেন, তদ্রূপ মনুষ্যগণের মধ্যে (তোমাদিগের উদ্দেশে) যজ্ঞ সংস্থাপিত হইয়াছে।

---

(১) পাপীকে ও মিত্র যে "বিশাল গৃহে" ("উরু ক্ষয়ায়") যাইবার উপায় প্রদান করেন, সে বিশাল গৃহ কি? আমার বোধ হয় স্বর্গ; ইহার পরের সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। এই খানে কএকটী মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তে অনেক পবিত্র চিন্তা দেখিতে পাওয়া যায়। ৬৩। ২ ঋকে ঋষি অমরত্ব প্রার্থনা করিতেছেন, ৬৪। ৩ ঋকে ঋষি মিত্র প্রদর্শিত পথদ্বারা গমন করিয়া সদ্গতি ও মিত্র প্রদত্ত কল্যাণ লাভের কামনা করিতেছেন এবং ৬৫। ৫ ঋকে ঋষি নিষ্পাপ হইয়া বরুণের পুত্রস্বরূপ হইতে বাঞ্ছা করিতেছেন।

---

(১) মূলে "অসূর্য্য" আছে। একথাটী পূর্ব্বে অনেক স্থানে আমরা পাইয়াছি। সায়ণ "অসুর" শব্দের পৌরাণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া "অসূর্য্য" অর্থে "অসুর বিনাশক" করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে "অসুর" অর্থে দেব অথবা বলবান্ অন্য অর্থ নাই। অতএব "অসূর্য্য" অর্থে দৈব অথবা বলশালী।

৩। তোমারা রাতহব্যের প্রকৃষ্ট স্তবে শত্রুপরাভবকারী বল লাভ করিয়া আমাদিগের এই রথের সম্মুখ বহু দূরে গমন করিবে বলিয়া আমরা তোমাদের উভয়ের স্তব করিতেছি।

৪। পূজনীয় ও আশ্চর্য্যভূত দেবদ্বয়! তোমাদিগের বল অতি বিশুদ্ধ; আমি স্তোত্রকুশল, তোমরা আমার স্তবে (প্রসন্ন হইয়া) সদয়চিত্তে যজমানগণের স্তোত্র অবগত হও।

৫। হে দেবি পৃথিবী! ঋষিগণের প্রয়োজন সাধনার্থ তোমাতে প্রভূত জল অবস্থিত আছে! গমনশীল (দেবদ্বয়) আপনাদিগের গতিবিধিদ্বারা অতি প্রচুর পরিমাণে বারিরাশি বর্ষণ করেন।

৬। হে দূরদর্শী মিত্র ও বরুণ! স্তোতৃবর্গ ও আমরা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। আমরা যেন তোমাদিগের সুবিস্তীর্ণ ও বহুলোকের গন্তব্য রাজ্যে গমন করিতে পারি(২)।

---

৬৭ সূক্ত

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য যজত ঋষি।

১। হে দীপ্তিমান্ অদিতির পুত্র মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা! তোমরা সম্প্রতি সম্পূর্ণ, পূজ্য, অতিমহৎ ও প্রবৃদ্ধ বল ধারণ করিতেছ।

২। হে মিত্র ও বরুণ! যখন তোমরা আনন্দজনক যজ্ঞ ভূমিতে আগমন কর, হে মানবগণের রক্ষাকারী, শত্রুসংহারকগণ! তখন তোমরা আমাদিগের সুখ বিধান কর।

৩। সর্ব্বজ্ঞ মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা স্ব স্ব পদের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞকার্য্যে সমবেত হয়েন এবং মর্ত্ত্যকে হিংসাকারী হইতে রক্ষা করেন।

৪। তাঁহারা সত্যদর্শী, জলবর্ষী ও যজ্ঞ রক্ষক। তাহারা প্রত্যেক যজমানকে সৎপথ প্রদর্শন করেন ও প্রচুর দান করেন। এমন কি তাঁহারা পাপিষ্ঠ স্তবকারীকেও প্রভূত দান করেন।

---

(২) মিত্র ও বরুণের বিস্তীর্ণ রাজ্য স্বর্গধাম।

৫। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের মধ্যে কাহাকে সকলে স্তব না করে, আমরা অল্প বুদ্ধি, আমরা তোমাদিগের স্তব করি। অত্রি গোত্রজগণ তোমাদিগের স্তব করেন।

---

৬৮ সুক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। যজত ঋষি।

১। (হে মদীয় ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা উচ্চৈঃস্বরে মিত্র ও বরুণের, সম্যক্ স্তব কর। হে প্রভূত বলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হও।

২। যে মিত্র ও বরুণ উভয়েই সকলের অধীশ্বর, বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান্ ও দেবগণের মধ্যে সমধিক স্তবার্হ।

৩। তাঁহারা উভয়েই আমাদিগকে দিব্য ও পার্থিব মহাধন (প্রদান করিতে) সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেবগণের মধ্যে তোমাদিগের বল অতি মহৎ।

৪। তাঁহারা বৃষ্টিদ্বারা যজ্ঞের উপকার সাধন করিয়া সুদক্ষ অনুসন্ধানকারী যজমানের পুরস্কার করেন। হে সদাশয় দেবদ্বয়! তোমরা সমৃদ্ধি লাভ কর।

৫। স্বর্গ হইতে বারিবর্ষণকারী, অভীষ্টপূরক, অন্নের অধিপতি ও বদান্য হব্যদাতার প্রতি অনুকূল দেবদ্বয় আপনাদিগের বিস্তীর্ণ রথে আরোহণ করিতেছেন।

---

৬৯ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য উরুচক্রি ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা বলশালী (যজমানের) বল বৃদ্ধি করিয়া এবং অবিরত যজ্ঞ রক্ষা করিয়া, তিন দীপ্তিমান লোক, তিন দ্যুলোক ও তিনটী জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছ।

২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদিগের (আজ্ঞাক্রমে) ধেনুগণ দুগ্ধবতী হয়, নদীসকল সুমধুর বারি প্রদান করে এবং দীপ্তিমান্ তিনটী বারিবাহক ও বারিবর্ধক (অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য) স্বস্ব উচিত তিন স্থানে (অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে) অবস্থান করিতেছে।

৩। আমি প্রত্যূষে ও যৎকালে সূর্য্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়েন, সেই মধ্যাহ্ন সময়ে, দেবী অদিতিকে আহ্বান করি। হে মিত্র ও বরুণ! আমি ধন, পুত্র, পৌত্র, কল্যাণ ও সুখের জন্য সকল সময়ে তোমাদিগের স্তব করি।

৪। হে স্বর্গীয় আদিত্যদ্বয়! তোমরা স্বর্লোক ও ভূলোকের ধারণকারী, আমি তোমাদিগের উভয়কে পূজা করিতেছি। হে মিত্র ও বরুণ! অমর দেবগণও তোমাদিগের স্থায়িকার্য্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন না।

---

৭০ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। উরুচক্রি ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! আমি যেন তোমাদিগের অনুগ্রহ ভাজন হই, কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বিশেষরূপ রক্ষাকারী।

২। হে হিংসাবর্জিত দেবদ্বয়! আমরা যেন তোমাদিগের নিকট হইতে ভোজনার্থ অন্ন লাভ করি। হে রুদ্রগণ! আমরা যেন তোমাদিগেরই হই।

৩। তোমাদিগের রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ও উৎকৃষ্ট ত্রাণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। আমরা যেন আমাদিগের পুত্রাদিগণের সহিত দস্যুগণকে পরাজিত করি(১)।

৪। হে অদ্ভুত কর্ম্মকারিগণ! আমরা যেন নিজদেহে অথবা পুত্র পৌত্রাদিগণের সহিত কখন তোমরা ব্যতীত অন্যের বদান্যতার উপর নির্ভর না করি।

---

(১) অনার্য্য জাতিগণের উল্লেখ।

৭১ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বাহুবৃক্ত ঋষি।

১। হে অরিনিরসনকারী, শত্রুহন্তা মিত্র ও বরুণ! তোমরা আমাদিগের এই হিংসাবর্জ্জিত যজ্ঞে আগমন কর।

২। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ! তোমরা বিশ্বের উপর আধিপত্য করিতেছ। তোমরা ফল প্রদান করিয়া আমাদিগের কার্য্যসকল সমৃদ্ধ কর।

৩। হে মিত্র! হে বরুণ! আমি হব্যদাতা, আমা কর্তৃক অভিষুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত, তোমরা উপস্থিত হও।

৭২ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বাহুবৃক্ত ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা (আমাদিগের গোত্রপ্রবর্ত্তক) অত্রির ন্যায় স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। অতএব তোমরা সোমপানার্থ কুশোপরি উপবেশন কর।

২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা নিজ কর্ম্ম হইতে কখনও চ্যুত হওনা। মনুষ্যগণ তোমাদিগকে যজ্ঞ প্রদান করে, অতএব তোমরা সোমপানার্থ কুশোপরি উপবেশন কর।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা প্রীতিসহকারে আমাদিগের যজ্ঞ স্বীকার কর এবং আগমন করিয়া সোমপানার্থ কুশোপরি উপবেশন কর।

৭৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য পৌর ঋষি।

১। হে বহু যজ্ঞে ভোজনশীল অশ্বিদ্বয়! সম্প্রতি তোমরা বহু দূরে বা নিকটে, বহু প্রদেশে বা অন্তরীক্ষে থাক, এস্থানে আগমন কর।

২। তোমরা বহু (যজমানের) উৎসাহদাতা, বিবিধ বীরোচিত কর্ম্ম-কারী, বরণীয়, অপ্রতিহতগতি ও অনিরুদ্ধকর্ম্মা; আমি তোমাদিগকে এস্থানে (আহ্বান করিবার নিমিত্ত) উপস্থিত হইয়াছি। তোমরা প্রভূত বলশালী, তোমরা আমাকে রক্ষা করিবে বলিয়া আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রদীপ্ত করিবার জন্য তোমা-দিগের রথের একখানি দীপ্তিমান্ চক্র নিয়মিত করিয়াছ, অন্য চক্রদ্বারা নিজতেজঃ প্রভাবে মনুষ্যগণের কাল (নিরূপিত করিবার নিমিত্ত) ভুবন সকল পরিভ্রমণ কর।

৪। হে ব্যাপক (দেবদ্বয়)! আমি যে স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগের স্তব করিতেছি তোমাদিগের সেই স্তোত্র এই ব্যক্তি, (পৌর) কর্ত্তৃক সুসম্পা-দিত হউক। হে পৃথগ্‌ভাবে জাত ও নিষ্পাপ (দেবদ্বয়)! তোমরা আমা-দিগকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন প্রদান কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! যৎকালে (তোমাদিগের পত্নী) সূর্য্যা তোমা-দিগের সর্ব্বদা দ্রুতগামী রথে আরোহণ করেন, তৎকালে দীপ্তিশালী সমু-জ্জ্বল আতপ সকল তোমাদিগের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়।

৬। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! (আমাদিগের পিতা) অত্রি তোমা-দিগের স্তব করিয়া যৎকালে অগ্নির উত্তাপ সুখসেব্য বোধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি (অগ্নিদাহোপশমরূপ) সুখহেতু কৃতজ্ঞচিত্তে তোমাদিগের উপকার স্মরণ করিয়াছিলেন।

৭। তোমাদিগের দৃঢ়, উন্নত, গমনশীল, সতত বিঘূর্ণিত রথ, যজ্ঞ সকলে সুপ্রসিদ্ধ আছে। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগেরই কার্য্যদ্বারা অত্রি পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

৮। হে মধুর সোমরস মিশ্রণকারী রুদ্রগণ! আমাদিগের পুষ্টিকরী স্তুতি তোমাদিগের উপর মধুর রস সেক করিতেছে; তোমরা অন্তরীক্ষের (সীমা) অতিক্রম করিতেছ; সুপক্ক হব্য তোমাদিগকে পোষণ করি-তেছে।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! (পণ্ডিতগণ) তোমাদিগকে যে সুখদাতা বলেন, একথা যথার্থ। আমাদিগের যজ্ঞে তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিলে, তোমরা সেইরূপ অর্থাৎ বিশেষরূপ সুখদাতা হও।

১০। (শিল্পী) যেরূপ রথ সকল প্রস্তুত করে, তদ্রূপ আমরা অশ্বিদ্বয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সকল স্তুতি প্রস্তুত করিতেছি, সেগুলি যেন তাঁহাদিগের প্রীতিকর হয়।

---

৭৪ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। পৌর ঋষি।

১। হে স্তুতিধন, ধনবর্ষণকারী দেবদ্বয়! অদ্য তোমরা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবস্থানপূর্ব্বক, সেই স্তোত্র শ্রবণ কর, যাহা অত্রি সর্ব্বদা তোমাদিগের উদ্দেশে পাঠ করেন।

২। দীপ্তিমান্ সেই নাসত্যদ্বয় কোথায় আছেন? অদ্য তাঁহারা স্বর্গের কোন্ স্থানে শ্রুত হইতেছেন? হে দেবদ্বয়! তোমরা কোন্ যজমানের নিকট আগমন কর? কে তোমাদিগের স্তুতি সহায় হইবেন?।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কাহার নিকট গমন কর? কাহার সহিত মিলিত হও? কাহার অভিমুখবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত রথে অশ্বযোজনা কর? কাহার স্তবে প্রীতি লাভ কর? আমরা তোমাদিগকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছি।

৪। হে পৌরদ্বয়(১)! তোমরা পৌরের নিকট পৌরকে (অর্থাৎ বারিবর্ষক মেঘ) প্রেরণ কর। অরণ্যে ব্যাধগণ যেরূপ সিংহকে তাড়িত করে, তদ্রূপ যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত পৌরের নিকট তোমরা ইহাকে তাড়িত কর।

---

(১) মূলে "পৌর" আছে। "পৌরেণ স্তুত্যত্বেন সম্বন্ধাদশ্বিনবপি পৌরৌ উভয়োশ্ছান্দস মেকবচনম্।" সায়ণ।

৫। তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবনের জঘন্য (পুরাতন রূপ) কবচের ন্যায় মোচন করিয়াছিলে। যখন তোমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার যুবা করিলে, তখন তিনি সুরূপা কামিনীর বাঞ্ছিত মুর্ত্তি লাভ করিলেন।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! এই স্থানে তোমাদিগের স্তবকারী বিদ্যমান আছে। আমরা যেন সমৃদ্ধির জন্য তোমাদের দৃষ্টিপথে অবস্থান করি। অদ্য তোমারা আমার (আহ্বান) শ্রবণ কর। তোমরা অন্নরূপ ধনে ধন-বান্, তোমরা রক্ষাসমভিব্যাহারে এখানে আগমন কর।

৭। হে অন্নরূপ ধনে ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! অসংখ্য মর্ত্ত্যগমণের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন করিয়াছে? হে জ্ঞানি-গণ বন্দিত অশ্বিদ্বয়! কোন জ্ঞানিব্যক্তি (তোমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা-অধিক প্রসন্ন করিয়াছে)? কোন যজমানইবা যজ্ঞদ্বারা (তোমাদিগের) সমধিক তৃপ্তিবিধান করিয়াছে।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! রথসমূহ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেগগামী ও অসংখ্য শত্রুসংহারকারী ও মনুষ্যগণ পূজিত তোমাদিগের রথ আমাদিগের হিত-কামনা করিয়া এস্থানে আগমন করুক।

৯। হে মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সম্পা-দিত স্তোত্র আমাদিগের সুখোৎপাদক হউক। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! তোমরা দুইটী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বত্র গমনশীল অশ্বে আরূঢ় হইয়া শীঘ্র আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে কোন স্থানে অবস্থান কর, আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর। তোমাদিগের নিকট গমন করিতে অভিলাষী এই সমস্ত উৎকৃষ্ট হব্য যেন তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়।

---

৭৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য অবস্যু ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্তবকারী ঋষি স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগের ফলবর্ষণকারী ও ধনপূর্ণ রথ অলঙ্কৃত করিতেছে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ(১), তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (অন্যান্য যজমানকে) অতিক্রম করিয়া এস্থানে আগমন কর, কারণ তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা সমস্ত (শত্রুকে) পরাভব করিতে পারিব। হে শত্রুসংহারকারী, সুবর্ণময় রথারূঢ়, প্রশস্ত ধনসম্পন্ন ও নদীসকলের বেগপ্রবর্ত্তনকারী এবং মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদিগের জন্য রত্ন লইয়া আগমন কর। হে সৌবর্ণরথারূঢ়, অন্নরূপ ধনে ধনবান্, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী ও মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৪। হে ধনবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্তবকারীর (অর্থাৎ আমার) স্তোত্র তোমাদিগের রথের উদ্দেশে উচ্চারিত হইয়াছে। তোমরা প্রসিদ্ধ, মূর্ত্তিমান্ এই যজমান একাগ্রচিত্ত হইয়া তোমাদিগকে হব্য প্রদান করিতেছে। অতএব হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা নিবিষ্ট চিত্ত, রথারূঢ় ও দ্রুতগামী হইয়া স্তোত্র শ্রবণপূর্ব্বক শীঘ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া কপটতাবিহীন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৬। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের সুশিক্ষিত বিচিত্রমূর্ত্তি, দ্রুতগামী অশ্ব সকল সোমরস পান করিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যসহকারে তোমাদিগকে

(১) মধুবিদ্যা সম্বন্ধে ১।১১৬।১২ ঋকের টীকা দেখ। অশ্বিদ্বয়ের কীর্ত্তি সম্বন্ধে উপাখ্যান গুলি ঐ ১১৬ এবং ১১২ সূক্তের টীকা সমূহে দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি পুনরায় এখানে লিখিবার আবশ্যক নাই।

এস্থানে আনয়ন করুক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এস্থানে আগমন কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা প্রতিকূল হইও না। হে অজেয় প্রভু! তোমরা প্রচ্ছন্ন (প্রদেশ) হইতে আমাদিগের যজ্ঞগৃহে আগমন কর। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৮। হে জলের অধিপতি অজেয় অশ্বিদ্বয়! এই যজ্ঞে তোমাদিগের স্তবকারী অবস্মাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৯। ঊষা বিকাশিত হইয়াছে। সমুজ্জ্বল কিরণসম্পন্ন অগ্নি (বেদির উপর) সংস্থাপিত হইয়াছে। হে ধনবর্ষণকারী, শত্রুসংহারক অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের অক্ষয় রথে অশ্ব যোজিত হউক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

---

৭৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য ভৌম ঋষি।

১। অগ্নি ঊষা সকলের প্রারম্ভকে সমুজ্জ্বল করিতেছে। মেধাবী স্তোতৃবর্গের স্তোত্র সকল দেবোদ্দেশে উদ্গীত হইতেছে। অতএব হে রথাধিপতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা অদ্য এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া সোমপূর্ণ এই সমৃদ্ধ যজ্ঞে আগমন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংস্কৃত (যজ্ঞের) হিংসা করিও না, কিন্তু অতি শীঘ্র যজ্ঞ সমীপে আগমনপূর্ব্বক স্তুতিভাজন হও। যাহাতে অন্না-ভাব না হয়, তজ্জন্য দিবসের প্রারম্ভে রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান করিতে তৎপর হও।

৩। তোমরা রাত্রিশেষে, গোদোহন সময়ে, প্রত্যুষে, অথবা সূর্য্য যৎ-কালে অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়েন, সেই মধ্যাহ্ন সময়ে, কিম্বা দিবসে, বা রাত্রিকালে, যে কোন সময়ে উপস্থিত হইবে, সুখকর রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন করিও;

কারণ অশ্বিদ্বয় ব্যতিরেকে (অন্যান্য দেবগণ) সোমরস পানে প্রবৃত্ত হয়েন না।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! (এই উত্তর বেদি) তোমাদিগের প্রাচীন বাসস্থান, তোমাদিগের এই সমস্ত গৃহ এবং এই তোমাদিগের আলয়। তোমরা বারি-পূর্ণ মেঘ সমাকীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে অন্ন ও বল সমভিব্যাহারে আমাদিগের নিকট আগমন কর।

৫। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও সুখদায়ক শুভাগমন বশতঃ তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হই। হে অমরদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে ধন, সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান কর।

---

৭৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভৌম ঋষি।

১। (হে ঋত্বিগ্‌গণ)! অশ্বিদ্বয় প্রাতঃকালে (সমস্ত দেবের) অগ্রে উপস্থিত হয়েন, তোমরা তাঁহাদিগের পূজা কর। তাঁহারা লোভী, নিরোধ-কারীগণের পূর্ব্বেই হব্য পান করুন। তাঁহারা প্রাতঃকালীন যজ্ঞ সেবন করেন; প্রাচীন কবিগণ প্রাতঃকালে তাঁহাদিগের স্তব করিয়া-ছেন।

২। প্রত্যূষে অশ্বিদ্বয়ের যাগ কর। তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর। সায়ংকালীন হব্য দেবগম্য হয় না; দেবগণ তৎকালে ইহা গ্রহণ করেন না। আমরা অথবা অন্য যে কেহ তাঁহাদিগের যাগ ও তর্পণ করি, সমস্ত যজমানের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের (আরাধনা) করে, সেই ব্যক্তিই তাঁহাদিগের সমধিক অভিমত।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের সুবর্ণাবৃত, মনোহর বর্ণ, জলবর্ষী, অমৃতপূর্ণ মন ও বায়ুর ন্যায় বেগগামী রথ আগমন করিতেছে; সেই রথে আরোহণ করিয়া তোমরা সমস্ত দুর্গমপথ অতিক্রম কর।

৪। যে ব্যক্তি যজ্ঞীয় হব্য বিভাগকালে নাসত্যগণেকে প্রচুর হব্যাংশ অন্ন প্রদান করেন, তিনি উক্ত কার্য্যদ্বারা নিজ পুত্রের কল্যাণ বিধান

করেন এবং যাহারা যজ্ঞীয় অগ্নি প্রাজ্জ্বলিত না করে, তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করেন।

৫। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও শুভাগমননিবন্ধন তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হই। হে অমরদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে ধন সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান কর।

---

৭৮ সূক্ত

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য সপ্তবধ্রি ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এই যজ্ঞে আগমন কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা স্পৃহাশূন্য হইও না; হংসদ্বয়ের ন্যায় তোমরা অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর।

২। হে অশ্বিদ্বয় ও হরিণদ্বয় ও গৌরমৃগদ্বয়! যেরূপ ঘাসের উপর পতিত হয়, তদ্রূপ তোমরা হংসদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর।

৩। হে অন্নরূপ ধনে ধনবান অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্বেচ্ছানুসারে যজ্ঞীয় কর্ম্মদ্বারা প্রসন্ন হও। তোমারা হংসদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর।

৪। অত্রি তোমাদিগের সাহায্যে তুষাগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া (পতিপ্রণয়) প্রার্থনাকারিণী রমণীর ন্যায় তোমাদিগের প্রীতি সাধন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন, অতএব তোমরা শ্যেন পক্ষীর নবজাত বেগ সহকারে কল্যাণকর রথে আগমন কর।

৫। হে বনস্পতি(১)! তুমি প্রসবোন্মুখী রমণীর যোনিবৎ বিবৃত হও, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর, সপ্তবধ্রিকে মুক্ত কর(২)।

---

(১) মূলে "বনস্পতে" আছে। অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত পেটিকা, (পেঁটরা)।

(২) সায়ণ বলেন পুরাবিদ্‌গণ সপ্তবধ্রি বিষয়ে এইরূপ ইতিহাস বর্ণন করেন, সপ্তবধ্রি ঋষির ভ্রাতৃগণ তিনি ভার্য্যার সহিত সহবাস করিতে না পারেন এই মানসে তাঁহাকে প্রতি রাত্রিতে পেটিকায় বদ্ধ করিয়া রাখিত এবং প্রাতঃ কালে

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভীত, প্রার্থনাকারী ঋষি সপ্তবধ্রির (উদ্ধারার্থ) মায়াদ্বারা পেটিকা সঙ্গত ও বিভক্ত কর।

৭। বায়ু যেরূপ জলাশয়কে পরিচালিত করে তদ্রূপ ত্বদীয় গর্ভ সঞ্চালিত হউক এবং দশমাস পর গর্ভস্থ (জীব) নির্গত হউক।

৮। বায়ু, বন ও সমুদ্র যেরূপ কম্পিত হয় তদ্রূপ দশমাস যাবৎ গর্ভস্থিত (জীব) জরায়ু বেষ্টিত হইয়া পতিত হউক।

৯। দশমাস যাবৎ জননী জঠরে অবস্থিত (জীব) জীবিত ও অক্ষত ভাবে জীবিতা জননী হইতে নির্গত হউক।

---

৭৯ সূক্ত।

উষা দেবতা। অত্রির অপত্য সত্য শ্রবা ঋষি।

১। হে দীপ্তিমতী উষা! তুমি (পূর্ব্বকালে) আমাদিগকে যেরূপ প্রবোধিত করিয়াছিলে, অদ্য প্রচুর ধন প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে সেইরূপ প্রবোধিত কর। হে সুজাতা দেবী! অশ্ব লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে। তুমি বয্যপুত্র সত্যশ্রবার প্রতি অনুগ্রহ কর।

২। হে স্বর্গতনয়া উষা! তুমি শুচদ্রথের পুত্র সুনথির অন্ধকার দূর করিয়াছিলে। হে সুজাতা দেবী! অশ্ব লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে। তুমি বয্যপুত্র বলবান্ সত্যশ্রবার তমোনাশ কর।

৩। হে স্বর্গতনয়া ধনাহরণকারিণী উষা! তুমি সেইরূপ অদ্য আমাদিগের অন্ধকার দূর কর। হে সুজাতা অশ্বার্থ সম্যক্ স্তুতাদেবী! তুমি বয্যপুত্র বলবান্ সত্যশ্রবার তমোনাশ করিয়াছিলে।

খুলিয়া দিত, ঋষি এইরূপ অনেক দিন থাকিয়া দুঃখিত ও কৃশ হইয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলেন। অশ্বিদ্বয় আসিয়া পেটিকা খুলিয়া দিলেন এবং ঋষি ভার্য্যার সহিত সহবাস করিয়া পুনরায় পেটিকায় প্রবেশ করিলেন। এই রূপে ঋষির স্ত্রী গর্ভিণী হইলেন তাহা ৭, ৮, ৯ ঋকে প্রকাশিত হইতেছে। সায়ণ ঐ ৭ম, ৮ম ও ৯ মন্ত্রককে গর্ভস্রাবি প্রাণনিষৎ বলিয়াছেন, কারণ সপ্তবধ্রির ভার্য্যা গর্ভিণী হইলে আশু প্রসবার্থ ঋষি এই তিনটি ঋকদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়াছিলেন।

৪। হে দীপ্তিমতী ঊষা! যে সকল ঋত্বিক স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যদ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও দানশীল হয়েন। হে ধনশালিনী সুজাতা ঊষা! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

৫। হে ঊষা! ধন প্রদানার্থ তোমার সম্মুখে সমবেত এই সমস্ত (উপাসক) অক্ষয় হব্যরূপ ধন প্রদান করিয়া আমাদিগের প্রতি অনুকূল ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। হে সুজাতা দেবী! লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সহিত তোমায় স্তব করিয়া থাকে।

৬। ধনশালিনী ঊষা! তোমার এই সমস্ত স্তোতৃবর্গকে সন্ততি ও অন্ন প্রদান কর, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা ঐশর্য্যশালী হইয়া প্রচুর পরিমাণে আমাদগিকে ধন প্রদান করিবেন। হে সুজাতা দেবী! লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করয়িা থাকে।

৭। হে ধনশালিনি ঊষা! যাঁহারা আমাদিগকে অশ্ব ও ধেনুগণের সহিত ধন প্রাদন করিয়াছেন, সেই সমস্ত দাতাকে ধন ও প্রচুর অন্ন প্রদান কর। হে সুজাতা দেবি! লোকে অশ্বলাভের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

৮। হে স্বর্গকন্যা! তুমি সূর্য্যের পবিত্র রশ্মি এবং (প্রজ্জলিত অগ্নির) প্রদীপ্ত জ্বালাসহকারে আমাদিগের নিকট অন্ন ও ধেনু সমূহ আনয়ন কর, হে সুজাতা দেবী! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

৯। হে স্বর্গনন্দিনি ঊষা! তুমি প্রকাশিত হও, আমাদিগের কার্য্যে বিলম্ব বিধান করিও না; (রাজা) যেরূপ চৌরের (শাস্তিবিধান করেন) অথবা শত্রু (জয় করেন), তদ্রূপ সূর্য্য যেন রশ্মিদ্বারা তোমাকে সন্তপ্ত না করেন। হে সুজাতা দেবি! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

১০। হে ঊষা! যাহা (প্রার্থিত হইয়াছে) এবং যাহা (প্রার্থিত হয় নাই), তুমি তৎসমুদয়ই আমাদিগকে প্রদান করিতে সমর্থ। কারণ হে

দীপ্তিশালিনি! তুমি স্তোতৃবর্গের তমোনাশ কর, অথচ তাহাদিগকে হিংসা কর না। হে সুজাতা দেবি! লোকে অশ্বলাভের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

---

৮০ সূক্ত।

উষা দেবতা। সত্যশ্রবা ঋষি।

১। জ্ঞানী ঋত্বিগ্‌গণ স্তোত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়া, সর্ব্বব্যাপিনী, যজ্ঞে সম্যক্ পূজিতা, অরুণবর্ণা, সূর্য্যের পুরোবর্ত্তিনী, দীপ্তিমতি উষার স্তব করিতেছেন।

২। মনোহারিণী উষা মনুষ্যকে প্রবোধিত ও পথ সকল সুগম করিয়া বিস্তৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক (সূর্য্যের) অগ্রে গমন করিতেছেন। মহতী বিশ্বব্যাপিনী উষা দিবসের আরম্ভে দীপ্তি বিস্তার করিয়াছেন।

৩। রথে অরুণবর্ণ বলীবর্দ যোজনা করিয়া তিনি অবিশ্রান্ত ধনসকল অবিচলিত করিতেছেন। সর্ব্বপূজিত, বিশ্ববাঞ্ছিত, দীপ্তিমতী উষা সন্মার্গ সকল প্রকাশিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

৪। দুই প্রদেশে (অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও মধ্য অন্তরীক্ষে) অবস্থান করিয়া এবং পূর্ব্বদিক্ হইতে নিজমূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া নিরতিশয় শুভ্রাকৃতি উষা সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রবোধিত করিয়া সম্যক্‌রূপে আদিত্যের অনুসরণ করিতেছেন এবং দিক্ সকলের কোন হিংসা করিতেছেন না।

৫। তিনি সুবেশা রমণীর ন্যায় নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া এবং যেন স্নান হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের নেত্র সমীপে উদিত হইতেছেন। স্বর্গকন্যা উষা দ্বেষভাজন তমোরাশি বিদূরিত করিয়া দীপ্তিসহকারে আগমন করিতেছেন।

৬। স্বর্গ কন্যা উষা পশ্চিমাভিমুখী হইয়া হব্যদাতাকে বাঞ্ছিত ধন প্রদানপূর্ব্বক সুবেশা কামিনীর ন্যায় নিজ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছেন। স্থির যৌবনা উষা পূর্ব্বকালের ন্যায় নিজ দীপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

---

৮১ সূক্ত

সবিতা দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। জ্ঞানী ঋত্বিগ্‌গণ মনোনিবেশ করিতেছেন। তাঁহারা জ্ঞানী সুমহান্ ও পূজনীয় সবিতার আজ্ঞাক্রমে যাগকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতেছেন। তিনি হোতৃবর্গের কার্য্য অবগত হইয়া তাহাদিগকে কার্য্যে প্রেরিত করিতেছেন। দেব সবিতার মহিমা স্তুতির অগোচর।

২। জ্ঞানী সবিতা স্বয়ং বিশ্বরূপ ধারণ করেন। তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পাদগণের সমস্ত কল্যাণ বিধান করিতেছেন। পূজনীয় দেব সবিতা স্বর্গকে সুপ্রকাশ করিয়াছেন এবং উষার পশ্চাৎ উদিত হইয়াছেন।

৩। অন্যান্য দেবগণ যে দীপ্তিমান্ সবিতার গতির পশ্চাৎ মহিমা ও শক্তি লাভ করেন; যিনি নিজ মাহাত্ম্যে পৃথিব্যাদি লোকের পরিমাণ করেন, সেই দেব সবিতা দীপ্তিসহকারে বিরাজ করিতেছেন।

৪। হে সবিতা! তুমি তিন দীপ্ত ভুবন পরিভ্রমণ কর। অথবা সূর্য্যের(১) রশ্মিদ্বারা সঙ্গত হও। কিম্বা তুমি উভয় পার্শ্বের রাত্রির মধ্য দিয়া গমন কর। অথবা হে দেব! তুমি তোমার কার্য্যদ্বারা মিত্র হও।

৫। হে দেব! তুমিই সমস্ত জীবের কার্য্য শাসন কর। তুমি গতিদ্বারা পূষা হও। তুমি এই সমগ্র ভুবন ধারণ বিষয়ে সমর্থ। হে দেব সবিতা! শ্যাবাশ্ব তোমার স্তুতি ঘোষণা করিতেছে।

---

৮২ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। আমরা দেব সবিতার নিকট প্রসিদ্ধ ভোগার্হ ধন প্রার্থনা করিতেছি, আমরা যেন ভগের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভোগপ্রদ, শত্রুসংহারক (ধন) লাভ করি।

---

১) সায়ণ বলেন উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা, উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি তাহাই সূর্য্য। ১। ২২। ৫ ঋকের টীকার শেষ ভাগ দেখ।

২। এই সবিতার সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বপ্রিয় ঐশ্বর্য্য কেহই নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

৩। সেই সবিতা, ভগ, হব্যদাতাকে রমণীয় ধন প্রদান করেন। আমরা সেই ভজনীয় দেবের নিকট বরণীয় ধন প্রার্থনা করিতেছি।

৪। হে দেব সবিতা! অদ্য আমাদিগকে সন্ততি ও ধন প্রদান কর এবং (আমাদিগের) দুঃস্বপ্ন দূর কর।

৫। হে দেব সবিতা! তুমি আমাদিগের সমস্ত দুর্ভাগ্য দূর কর এবং যাহা কল্যাণকর তাহা আমাদিগের অভিমুখে প্রেরণ কর।

৬। আমরা যেন দেব সবিতার আজ্ঞাক্রমে অদিতির নিকট নিরপরাধ হই, আমরা যেন সমস্ত বাঞ্ছিত (ধনের) অধিকারী হই।

৭। অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা বিশ্বদেব স্বরূপ সাধুগণের পালনকারী, সত্য রক্ষক দেব সবিতার উপাসনা করিতেছি।

৮। যে দেব সবিতা সম্যক্‌রূপে ধ্যানযোগ্য ও যিনি নিরন্তর অপ্রমত্ত ভাবে রাত্রি ও দিবসের পুরোগামী, (অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছি)।

৯। যে দেব সবিতা সমস্ত প্রাণিবর্গের নিকট নিজ গৌরব ঘোষণা করিতেছেন ও তাহাদিগকে উজ্জীবিত করিতেছেন, (অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছি)।

---

৮৩ সূক্ত।

পর্জ্জন্য দেবতা। অত্রির অপত্য ভৌম ঋষি।

১। (হে স্তোতা)! তুমি বলশালী পর্জ্জন্যের অভিমুখবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনা কর। এই সকল স্তোত্রদ্বারা তাঁহার স্তব কর এবং হব্যদ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা কর। গর্জ্জনকারী, জলবর্ষী, ও দানশীল পর্জ্জন্য বৃষ্টিপাতদ্বারা ওষধি সকলের গর্ভ উৎপাদন করেন(১)।

---

(১) পর্জ্জন্য সম্বন্ধে ১।৩৮।৯ ঋকের টীকা দেখ। পর্জ্জন্য শব্দের আদি অর্থ মেঘ, ক্রমে ইহার অর্থ বজ্রধারী ও বৃষ্টিধারী দেব হইয়া উঠিল।

২। তিনি বৃক্ষ সকল নষ্ট করেন, রাক্ষস সকল বধ করেন ও বিপুল সংহারকার্য্যদ্বারা সমগ্র ভুবনকে ভয় প্রদর্শন করেন। যৎকালে গর্জ্জনকারী পর্জ্জন্য পাপিষ্ঠ সংহার করেন, এমন কি নিরাপরাধী ব্যক্তি ও তৎকালে বারিবর্ষণকারী পর্জ্জন্যের নিকট হইতে (ভয়ে) পলায়ন করে।

৩। রথী যেরূপ কশাঘাত দ্বারা অশ্বগণকে উত্তেজিত করিয়া যোদ্ধাকে নিজ দৃষ্টিপথের পথিক করেন, পর্জ্জন্যও সেইরূপ (মেঘ সকলকে অপসারিত করিয়া) বারিবর্ষণকারী মেঘ সকলের আবিষ্কার করেন। যৎকালে পর্জ্জন্য বারিদসমূহ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করেন, তৎকালে সিংহ (বৎমেঘের গর্জ্জন দূর হইতে উদ্গত হয়।

৪। যৎকালে পর্জ্জন্য বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবী রক্ষা করেন, তখন প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়, ওষধি সমূহ অঙ্কুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিত সাধনে সমর্থ হয়।

৫। হে পর্জ্জন্য! তোমারই কার্য্যবশতঃ পৃথিবী অবনত হয়, খুরবিশিষ্ট (গবাদি) পুষ্টিলাভ করে এবং ওষধি সকল বিবিধরূপ ধারণ করে। তুমি আমাদিগকে বিপুল সুখ প্রদান কর।

৬। হে মরুৎগণ! তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে আমাদিগের জন্য বৃষ্টি প্রদান কর। বর্ষণকারী ও সর্ব্বব্যাপি (মেঘের) ধারা ক্ষরণ কর। হে পর্জ্জন্য! তুমি জল সেচন করিয়া এই গর্জ্জনকারী (মেঘের) সহিত আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। তুমি বারিবর্ষক ও আমাদিগের রক্ষক।

৭। তুমি (পৃথিবীর) উপর শব্দ কর; গর্জ্জন কর; বারিদ্বারা ওষধি সমূহের গর্ভবিধান কর, বারিপূর্ণ রথদ্বারা (অন্তরীক্ষ) পরিভ্রমণ কর, দৃঢ়বদ্ধ নিম্নমুখ ভস্ত্রা (বারিপূর্ণ মেঘকে) উন্মুক্ত কর, উচ্চ ও নিম্ন স্থান সকল যেন সমতল হয়।

৮। হে পর্জ্জন্য! তুমি বিপুল কোশ (বৎ মেঘকে) ঊর্দ্ধে উত্তোলন কর, (ইহা হইতে) বারিবর্ষণ কর, নদী সকল অপ্রতিহত বেগে সম্মুখে প্রবাহিত হউক। বারিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে আর্দ্র কর এবং ধেনুগণের জন্য প্রচুর পানীয় উৎপন্ন হউক।

৯। হে পর্জ্জন্য! যৎকালে তুমি উচ্চধ্বনি পুরঃসর গর্জ্জন করিয়া পাপকারী (মেঘ সকলকে) বিদীর্ণ কর, তৎকালে এই অখিল (বিশ্ব) এবং অন্তর্গত তাবৎ পদার্থ হৃষ্ট হয়।

১০। হে পর্জ্জন্য! তুমি বর্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বৃষ্টি সংহরণ কর। (তুমি মরু ভুমি সকলকে সুগম্য করিবার নিমিত্ত জলযুক্ত করিয়াছ, তুমি মনুষ্যের) ভোগের নিমিত্ত ওষধি সকল উৎপাদন করিয়াছ এবং লোকদিগের স্তুতি ভাজন হইয়াছ।

---

৮৪ সূক্ত।

পৃথিবী দেবতা। অত্রির পুত্র ভৌম ঋষি।

১। হে পৃথিবী(১) ফলতঃ এস্থলে তুমি পর্ব্বত সকলের খণ্ড ধারণ করিতেছ। তুমি বলশালী ও শ্রেষ্ঠ, (কারণ) তুমি মাহাত্ম্যদ্বারা পৃথিবীর প্রীতি বিধান কর।

২। হে বিচিত্র গমন শালিনি পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জ্জুনি(২)! তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় (বারি) পূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর।

৩। যৎকালে দীপ্তিশালী অন্তরীক্ষ হইতে ত্বদীয় মেঘের বৃষ্টি পতিত হয়, তৎকালে তুমি দৃঢ় পৃথিবীর সহিত বৃক্ষ সকলকে বলপুর্ব্বক ধারণ করিয়া রাখ।

---

৮৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। প্রসিদ্ধ ও সম্যক্ দীপ্তিশালী বরুণের প্রিয়, সুমহৎ ও গভীর স্তোত্র উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেরূপ নিহত পশুর চর্ম্ম (বিস্তৃত করে), তদ্রূপ তিনি সূর্য্যের আস্তরণার্থ অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়াছেন।

---

(১) সায়ণ এস্থলে পৃথিবী শব্দ অর্থ অন্তরীক্ষ করিয়া অন্য একরূপ ব্যাখ্যাও দিয়াছেন।

(২) মূলে "অর্জ্জুনি" আছে। "শুভ্রবর্ণে গমনশীলে বা।" সায়ণ।

২। তিনি বৃক্ষ সকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষ বিস্তারিত করিয়াছেন, অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ ও হৃদয়ে সঙ্কল্প প্রদান করিয়াছেন। তিনি জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য্য ও পর্ব্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।

৩। তিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের (হিতার্থ) মেঘের নিম্নভাগ সচ্ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন। বৃষ্টি যেরূপে যব, শস্য সিক্ত করে, তদ্রূপ অখিল ভুবনের অধিপতি বরুণ সমগ্র ভূমিকে আর্দ্র করেন।

৪। যৎকালে তিনি বৃষ্টিরূপ দুগ্ধ কামনা করেন, তৎকালে তিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেন। পরক্ষণেই পর্ব্বত সকল বারিদগণদ্বারা (শিখর সকলকে) আবৃত করে এবং বীর মরুৎগণ নিজ বলে উল্লাসিত হইয়া মেঘ বৃন্দকে শিথিল করিয়া দেয়।

৫। আমি প্রসিদ্ধ আসুর বরুণের এই সুমহতী প্রজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি, যে তিনি মানদণ্ডের ন্যায় সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ করিয়াছেন।

৬। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন দেব বরুণের সুমহতী প্রজ্ঞার কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। সেই প্রজ্ঞাবশতঃ শুভ্র, বারি মোক্ষণকারী নদীসমূহ ও বারিদ্বারা এক মাত্র সমুদ্রকে পূরণ করিতে পারে না(১)।

৭। হে বরুণ! যদি আমরা কখন কোন দাতা, মিত্র, বয়স্য, ভ্রাতা নিকট প্রতিবেশী বা মূকের প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা নষ্ট কর।

(১) সায়ণ বলেন পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল বরুণের নহে, ইহা ঈশ্বরের কার্য্য, বরুণ বা অন্যান্য রূপধারী ঈশ্বরের কার্য্য। সায়ণ বোধ হয় পুরাণের বরুণের কথা ভাবিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্য্য পরম্পরা দেখিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ বরুণ, ইন্দ্রাদি দেবের অনুভব করেন, পরে সেই কার্য্য পরম্পরার ঐক্য সম্বন্ধ দেখিয়া এক ঈশ্বরের অনুভব তাহাদের হৃদয়ে উদয় হয়। যিনি সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫ ঋক), তিনিই নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন, অথচ সে মহাসমুদ্র কখনও পরিপূর্ণ হয় না (৬ ঋক)। তিনি মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন করেন (৭ ও ৮ ঋক), এই সকল চিন্তা করিয়া বরুণের স্তুতি পরায়ণ ঋষি ঈশ্বরের অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন, বরুণ ভিন্ন, ঈশ্বর বরুণের রূপ ধরেন, এ সকল পৌরাণিক কল্পনা, ঋগ্বেদের চিন্তা নহে।

৮। হে দেব বরুণ! দ্যূতক্রীড়ায় প্রবঞ্চনাকারী পাশক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞান বশতঃ (অপরাধ করি), তাহা হইলে তুমি শিথিল (বন্ধনের) ন্যায় তৎসমুদয় হইতে মুক্ত কর। তাহা হইলে আমরা তোমার স্নেহ ভাজন হইব।

---

৮৬ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! তোমরা উভয়ে যে মর্ত্ত্যকে রক্ষা কর, তিনি (শত্রু) বাক্য খণ্ডনকারী ত্রিতের ন্যায় (শত্রুগণের) ঐশ্বর্য্য সুদৃঢ় হইলেও তৎসমুদয়কে নষ্ট করেন।

২। যাঁহারা সংগ্রামে অজেয়, যাঁহারা অন্ন (দানের) জন্য বিখ্যাত, যাঁহারা পঞ্চ শ্রেণীর মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন, আমরা সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি।

৩। ইঁহাদিগের বল (শত্রুগণের) অভিভবকারী। যৎকালে ইঁহারা উভয়ে এক রথে আরূঢ় হইয়া ধেনুগণের (উদ্ধারার্থ) ও বৃত্র সংহারের জন্য গমন করেন, তৎকালে এই দুই মঘবানের হস্তে দীপ্তিশালী (বজ্র) বিরাজ করিতে থাকে।

৪। হে গমনশীল, ধনের অধিপতি, সর্ব্বজ্ঞ ও নিরতিশয় বন্দনীয় ইন্দ্র ও অগ্নি! যুদ্ধে তোমরা বাণ (প্রেরণ করিবে) বলিয়া আমরা তোমাদিগের উভয়কে আহ্বান করিতেছি।

৫। হে অপ্রধৃষ্য দেবদ্বয়! আমি অশ্ব (লাভার্থ) তোমাদিগের স্তব করিতেছি। তোমরা মানবদ্বয়ের ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছ এবং আদিত্যদ্বয়ের ন্যায় সম্যক্‌রূপে স্তুতিভাজন।

৬। প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট সোমরসের ন্যায় সম্প্রতি বলকর হব্য প্রদত্ত হইয়াছে। তোমরা জ্ঞানীগণকে অন্ন প্রদান কর; স্তবকারিগণকে প্রভূত ধন ও অন্ন প্রদান কর।

---

৮৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অত্রির অপত্য এবযামরুৎ ঋষি।

১। এবযামরুতের বাঙ্‌নিষ্পন্ন স্তোত্র সকল যেন মরুৎগণ সমেত বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলশালী, পূজনীয়, শোভনালঙ্কৃত, শক্তিসম্পন্ন, স্তুতিপ্রিয়, মেঘসঞ্চালনকারী ও দ্রুতগামী মরুৎগণের নিকট (যেন সেই স্তোত্রসকল উপস্থিত হয়)।

২। যাঁহারা মহান্ (ইন্দ্রের) সহিত প্রাদুর্ভূত হয়েন, যাঁহারা (যজ্ঞ প্রস্তুত হইয়াছে) এই জ্ঞানে স্বেচ্ছানুসারে শীঘ্র আবির্ভূত হয়েন, এবযামরুৎ তাঁহাদিগের স্তব করেন। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের কার্য্য বিষয়ে বল মহাবদান্যতা (যুক্ত হইলেও) অধৃষ্য। তোমরা পর্ব্বত সকলের ন্যায় অটল।

৩। যাঁহারা দীপ্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে বিস্তীর্ণ স্বর্গ হইতে (আহ্বান) শ্রবণ করেন, যাঁহারা স্বগৃহে অবস্থিতি করিলে কেহই চালিত করিতে সমর্থ নহে এবং যাঁহারা নিজ দীপ্তিদ্বারা দীপ্তিমান্, অগ্নির ন্যায় নদী সকলের সঞ্চালনকারী, এবযামরুৎ স্তুতিদ্বারা তাঁহাদিগের উপাসনা করিতেছেন।

৪। মরুৎগণের স্বেচ্ছানুসারে গমনকারী অশ্বগণ রথে যোজিত হইলে, যখন এবযামরুৎ তাঁহাদিগের জন্য (অপেক্ষা করিতেছিলেন), তখন সর্ব্বব্যাপী মরুৎগণ বিস্তীর্ণ সাধারণ বসতি (অন্তরীক্ষ) হইতে নির্গত হইলেন। পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী, বলশালী ও সুখদাতা মরুৎগণ নির্গত হইলেন।

৫। হে মরুৎগণ! তোমরা স্বাধীন তেজা, স্থিরদীপ্তি, স্বর্ণাভরণ ভূষিত ও অন্নদাতা। তোমরা যে শব্দদ্বারা (শত্রুগণকে) অভিভূত করিয়া নিজকার্য্য সাধন কর, সেই প্রবল বারিবর্ষণকারী, দীপ্ত, বিস্তৃত, প্রবৃদ্ধ ধ্বনি যেন এবযামরুৎকে কম্পিত না করে।

৬। হে সমধিক বলশালী মরুৎগণ! তোমাদিগের অপার মহিমা, তোমাদিগের শক্তি এবযামরুৎকে রক্ষা করুক। যজ্ঞসীমা সন্দর্শন বিষয়ে

তোমরাই নিয়ামক। প্রজ্বলিত অগ্নি সদৃশ তোমরা নিন্দাকারী হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৭। হে পূজনীয় ও অগ্নির ন্যায় প্রভূত দীপ্তিশালী রুদ্রপুত্রগণ! এবযামরুৎকে রক্ষা করুন। মরুৎগণের অন্তরীক্ষে অবস্থিত, আয়ত ও বিস্তীর্ণ বসতি (তাঁহাদিগের দ্বারা) সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। নিষ্পাপ মরুৎগণের গমনকালে প্রভূত শক্তি (প্রকাশিত হয়)।

৮। হে বিদ্বেষহীন মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের স্তোত্রের সন্নিহিত হও এবং স্তবকারী এবযামরুতের আহ্বান শ্রবণ কর। হে বিষ্ণুর সহিত একত্র যজ্ঞভোজী মরুৎগণ! যোদ্ধৃগণ যেরূপ (শত্রুদিগকে অপসারিত করে) তদ্রূপ তোমরা আমাদিগের গূঢ় শত্রুগণকে দূরীভূত কর।

৯। হে পূজনীয় মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর, কারণ তাহা হইলে ইহা সুসম্পন্ন হইবে। তোমরা রাক্ষসগণ দ্বারা সঞ্জাতবিঘ্ন না হইয়া এবযামরুতের আহ্বান শ্রবণ কর। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমরা উত্তুঙ্গ শৈল সকলের ন্যায় অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া নিন্দাকারীর শাসন কর।

ষষ্ঠ মণ্ডল।

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতির অপত্য ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দেবগণের চিত্ত তোমাতে সম্বদ্ধ; হে মনোজ্ঞ মূর্ত্তি! তুমিই এই যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকারী। হে অভীষ্টবর্ষী! সমস্ত বলশালী (শত্রুর) পরাভবের নিমিত্ত আমাদিগকে অনিবার্য্য বল প্রদান কর।

২। হে অগ্নি! তুমি সমধিক যজ্ঞকারী ও হোম নিষ্পাদক, তুমি হব্য-গ্রহণপূর্ব্বক স্তুতিভাজন হইয়া সম্প্রতি (বেদি) ভূমির উপর উপবেশন কর। ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ঋত্বিকগ্গণ বিপুল ধন প্রত্যাশায় দেবগণের মধ্যে অগ্রে তোমার অনুসরণ করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্, দর্শনীয়, মহান্, হব্যভোজী ও সর্ব্বসময়ে প্রদীপ্ত। তুমি বসুগণের (অন্তরীক্ষ) পথে গমন করিতেছ, ধনাভিলাষী (যজমানগণ) তোমার অনুসরণ করিতেছে।

৪। যজমানগণ অন্নলিপ্সু হইয়া দীপ্তিমান্ অগ্নির আহবনীয় স্থানে গমনপূর্ব্বক অপ্রতিহত ভাবে প্রচুর অন্নলাভ করে এবং যৎকালে তোমার শুভ সন্দর্শনে আনন্দিত হয় তৎকালে তোমার যজ্ঞার্হ নাম সকল কীর্ত্তন করে।

৫। হে অগ্নি! পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তোমাকে বর্দ্ধিত করে। তুমি (পশু ও অপশু রূপ যে) উভয় বিধ ধন মনুষ্যগণকে প্রদান কর, তজ্জন্য তাহারা তোমাকে বর্দ্ধিত করে। হে দুঃখবিমোচনকারী অগ্নি! তুমি স্তুতিভাজন হইয়া মানবগণের রক্ষক ও পিতৃমাতৃ স্থানীয় হও।

৬। পূজনীয় অভীষ্টবর্ষী মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক, প্রীতি-প্রদ, নিরতিশয় যাগকারী, অগ্নি (বেদির উপর) উপবিষ্ট হইয়াছেন।

হে অগ্নি! তুমি গৃহে প্রজ্জ্বালিত হইয়াছ, আমরা অবনত জানু হইয়া(১) স্তোত্র সহকারে তোমার নিকট উপস্থিত হই।

৭। আমরা সুবুদ্ধি, সুখাভিলাষী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ; হে স্তবার্হ! আমরা তোমার স্তব করিতেছি। হে অগ্নি! তুমি সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন, তুমি মনুষ্যগণকে স্বর্গে লইয়া যাও(২)।

৮। চিরস্থায়ী মনুষ্যবর্গের অধিপতি, জ্ঞানী, শত্রুসংহারক, অভীষ্ট-বর্ষী, স্তোতৃবর্গের অধিগম্য, অন্নদাতা, পবিত্রতাবিধায়ী, ধনলাভার্থ যষ্টব্য ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে আমরা স্তব করিতেছি।

৯। হে অগ্নি! যে মানব তোমার যজ্ঞ করে ও স্তব করে, যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত ইন্ধনের সহিত তোমাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্তুতিসহকারে তোমাকে আহুতি প্রদান করে, সেই ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমস্ত বাঞ্ছিত ধন লাভ করে।

১০। হে শক্তিসম্পন্ন অগ্নি! এই আমরা নমস্কার, ইন্ধন ও হব্য সহ-কারে তোমার পূজা করিতেছি। হে শক্তিপুত্র! আমরা স্তোত্র ও শস্ত্র-সহকারে বেদির উপর (তোমার পূজা করিতেছি)। আমরা যেন তোমার কল্যাণকর অনুগ্রহ লাভার্থ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হই।

১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছ, তুমি (মনুষ্যের) পরিত্রাণকারী ও স্তুতিদ্বারা পূজনীয়; তুমি প্রচুর অন্ন ও বিশিষ্টরূপ ধনের সহিত আমাদিগের নিকট সম্যকরূপে দীপ্ত হও।

১২। হে ধনাধিপতি! তুমি সর্ব্বদা আমাদিগকে পরিজনবর্গের সহিত ধন প্রদান কর এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রদিগকে প্রভূত পশু প্রদান কর। আমাদিগের যেন পর্য্যাপ্ত ইচ্ছানুরূপ অনিন্দ্য অন্ন এবং শুভ ও প্রশস্ত (জীবনোপায়) বিহিত হয়।

১৩। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! আমি যেন তোমার নিকট হইতে বিবিধ ধনলাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হই; হে বহুলোকের বরণীয় অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমাতে প্রভূত ধন নিহিত আছে।

---

(১) মূলে "জ্ঞ বাধঃ" আছে। "জানুনি বাধযন্তঃ অবনত জানবঃ।" সায়ণ। "On bended knees."—*Wilson.*

(২) মূলে "ত্বং বিশ্বঃ অমৃতঃ দিবঃ" আছে। মনুষ্যের স্বর্গলাভের স্পষ্ট উল্লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়।

---

২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি মিত্রের ন্যায় শুষ্ক ইন্ধন সহকারে প্রদত্ত হব্যের উপর অবতরণ কর; অতএব হে সর্ব্বদর্শী, ধনসম্পন্ন অগ্নি! তুমি অন্ন ও পুষ্টিদ্বারা আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর।

২। হে অগ্নি! মনুষ্যগণ হব্য ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করে; দ্বেষ-বর্জ্জিত, বারিবর্ষক ও সর্ব্বদর্শী সূর্য্য তোমাতে প্রবিষ্ট হন।

৩। হে অগ্নি! যৎকালে মনুর সন্তান মনুষ্য সুখাভিলাষী হইয়া যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করে, তৎকালে স্তুতিপাঠক ঋত্বিক্‌গণ সমসুখভাগী হইয়া যজ্ঞের কেতুভূত তোমাকে প্রজ্বালিত করে।

৪। হে অগ্নি! তুমি দানশীল, যে মর্ত্ত্য যজ্ঞকার্য্যদ্বারা তোমাকে প্রসন্ন করে, তাহার সমৃদ্ধি হউক। তুমি দীপ্তিশালী, সে ব্যক্তি তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভীষণ পাপের ন্যায় শত্রুগণকে পরাভূত করে।

৫। হে অগ্নি! যে মর্ত্ত্য ইন্ধনদ্বারা ত্বদীয় মন্ত্র সংস্কৃত আহুতি পরি-পুষ্ট করে, সেই ব্যক্তি পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন গৃহে শত বৎসর পরিমিত আয়ু ভোগ করে।

৬। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমার নির্ম্মল ধূম অন্তরিক্ষে বিস্তৃত হইয়া (মেঘরূপে) পরিণত হয়; হে পাবক! তুমি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি সহকারে বিরাজিত হও।

৭। হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যগণের স্তুতিভাজন, কারণ তুমি অতিথির ন্যায় আমাদিগের প্রিয়, নগরীস্থ (হিতোপদেষ্টা) বৃদ্ধের ন্যায় আশ্রয়যোগ্য এবং পুত্রবৎ পালনীয়।

৮। হে অগ্নি! ঘর্ষণদ্বারা অরণিতে ত্বদীয় বিদ্যমানতা প্রকাশিত হয়; অশ্ব যেরূপ (নিজ আরোহীকে বহন করে) তদ্রূপ তুমি (হব্যবহন) কর; তুমি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমন কর; তুমি অন্ন ও গৃহ (প্রদান কর); তুমি শিশুর ন্যায় এবং ঘোটকের ন্যায় কুটিলগামী।

৯। হে অগ্নি! তৃণ (ভক্ষণার্থ মুক্তবন্ধন) পশু যেরূপ (সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করে) তদ্রূপ তুমি অপতিত (বৃক্ষ সকলকে) ভক্ষণ কর; হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমার শিখাসমূহ অরণ্য সকলকে ছেদন করিতে থাকে।

১০। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী মনুষ্যদিগের গৃহে হোতারূপে প্রবিষ্ট হও। হে মনুষ্য পালক! তুমি তাহাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর। হে অঙ্গিরা! তুমি হব্য স্বীকার কর।

১১। হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থিত, দেব অগ্নি! দেবগণের নিকট আমাদিগের স্তোত্র প্রচার কর। স্তোত্রকারীগণকে সাংসারিক সুখে লইয়া যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাই; আমরা যেন সেই সকল (পূর্ব্বজন্মের পাপ হইতে) মুক্ত হই; আমরা যেন ত্বদীয় রক্ষা (বলে) তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার পাই।

---

৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দেব অগ্নি! যে যজমান যজ্ঞপালক ও যজ্ঞ নিমিত্ত সঙ্গত, সেই দেবকাম যজমান ত্বদীয় বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করে এবং তাহাকে তুমি মিত্র ও বরুণের সহিত সমপ্রীতি ভাগী হইয়া তেজোদ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর।

২। যে যজমান বাঞ্ছিতধনের অধিপতি, অগ্নির হোম করে, সে সমস্ত যজ্ঞে যজ্ঞবান্ হয় এবং সমস্ত পবিত্র কর্ম্মদ্বারা পূত হয়। তাহার যশস্বী (পুত্রের) অভাব ঘটে না, কিম্বা পাপ বা গর্ব্ব সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না।

৩। সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার দর্শন নিষ্পাপ, যে প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বালাসমূহ রাত্রির শব্দায়মান ধেনুগণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, সকলের আবাসভূত, বনজাত সেই অগ্নি সর্ব্বত্র মনোজ্ঞ মূর্ত্তি হইয়া দৃষ্ট হয়েন।

৪। এই অগ্নির পথ তীক্ষ্ণ এবং ইঁহার দেহ মুখদ্বারা তৃণাদানকারী অশ্বের ন্যায় নিরতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। স্বর্ণকার যেরূপ (ধাতুসকল) দ্রবীভূত করে(১) তদ্রূপ অগ্নি কাষ্ঠ সকল ভস্মসাৎ করিয়া কুঠারবৎ নিজ জিহ্বা নিঃসৃত করিতেছে।

৫। বাণ নিক্ষেপকারী যেরূপ (নিজ বাণ) নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ সেই অগ্নি (নিজ জ্বালাসমূহ দূরে) নিক্ষেপ করেন এবং (যোদ্ধা) যেরূপ লৌহময় (অস্ত্রের) ধার (শাণিত করে)(২) তদ্রূপ শিখা নিক্ষেপ সময়ে নিজ দীপ্তি সুতীক্ষ্ণ করেন এবং বৃক্ষের উপর অবস্থিত লঘুপতনসমর্থ পদবিশিষ্ট পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রভাবে গমন করিয়া রাত্রি অতিক্রম করেন, (অর্থাৎ ধীরে২ অন্ধকার নাশ করে)।

৬। সেই অগ্নি স্তবার্হ, সূর্য্যের ন্যায় আপনাকে দীপ্ত রশ্মিদ্বারা আবৃত করেন। অনুকূল দীপ্তি বিস্তার করিয়া শিখাসহকারে নিরতিশয় শব্দ করেন; তিনি রাত্রিতে দীপ্তি প্রকাশ করিয়া দিবসের ন্যায় মনুষ্যগণকে (স্ব স্ব কার্য্যে) প্রেরণ করেন। অমর ও দোষ রহিত অগ্নি প্রভান্বিত দীপ্তি সহকারে নেতৃভূত নিজ রশ্মি সকলকে প্রেরণ করেন।

৭। দীপ্তিসম্পন্ন সূর্য্যের ন্যায় রশ্মি বিস্তারকারী যে অগ্নির মহৎ শব্দ শ্রুত হয়, অভীষ্টবর্ষী দীপ্ত সেই অগ্নি (দহ্যমান) ওষধিসমূহের মধ্যে নিরতিশয় শব্দ করেন। যিনি দীপ্ত ও গমনশীল এবং ইতস্ততঃ ঊর্দ্ধগামী তেজোদ্বারা গমনপূর্ব্বক (শত্রুগণকে) দমন করিয়া শোভনপতিসম্পন্ন স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধনদ্বারা পূর্ণ করেন(৩)।

---

(১) মূলে "দ্রবিঃ ন দ্রাবয়তি" আছে। "As a melter causes to melt."—*Wilson.*

(২) মূলে "অযসো ন ধারাং" আছে। অযঃ অর্থে এখানে লৌহের অস্ত্র।

(৩) পতি যেরূপ ভার্য্যাদ্বয়কে অর্থ দান করেন, অগ্নি সেইরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধন পূর্ণ করেন, এই বোধ হয় অর্থ।

৮। যে অগ্নি স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া অশ্বের ন্যায় পূজনীয় (দীপ্তি) সহকারে গমন করেন, যিনি নিজ দহনকারী (রশ্মি) সহকারে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি মরুৎগণের বল শোষণ করেন, নিরতিশয় দীপ্তিশালী সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও বেগসম্পন্ন সেই অগ্নি বিরাজ করিতেছেন।

---

৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দেবগণের আহ্বানকারী, শক্তিপুত্র অগ্নি! যেরূপ মনুর যজ্ঞে তুমি হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ করিয়াছিলে, তদ্রূপ অদ্য আমাদিগের এই যজ্ঞে যাগার্হ দেবগণকে আপনার সমকক্ষ বোধ করিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগের যাগ কর।

২। যিনি দিন প্রকাশক (সূর্য্যের) ন্যায় প্রদীপ্ত ও (সকলের) বোধগম্য, যিনি সকলের জীবনভূত, অবিনশ্বর, অতিথি, জাতবেদা ও প্রত্যূষে মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবুদ্ধ হয়েন, সেই অগ্নি যেন আমাদিগকে উৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করেন।

৩। স্তোতৃগণ সম্প্রতি যে অগ্নির মহৎ কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছেন, সূর্য্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সেই অগ্নি আপনাকে দীপ্তিদ্বারা আবৃত করিতেছেন; অবিনশ্বর ও পবিত্রতা বিধায়ক সেই অগ্নি দীপ্তিদ্বারা (সকল পদার্থকে প্রকাশিত করিতেছেন এবং সর্ব্বব্যাপী (রাক্ষসাদি) ও প্রাচীন নগর সকল ধ্বংস করিতেছেন।

৪। হে শক্তিপুত্র! তুমি বন্দনীয়; অগ্নি হব্যের উপর আসীন হইয়া স্বভাবতই উপাসকদিগকে গৃহ ও অন্ন প্রদান করিতেছেন। হে অন্নদাতা! তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর এবং রাজার ন্যায় (আমাদিগের রিপুগণকে) জয় কর এবং আমাদিগের উপদ্রব শূন্য (গৃহে) অবস্থান কর।

৫। যে অগ্নি (অন্ধকার) নাশক (নিজতেজঃ) সুতীক্ষ্ণ করেন, যিনি হব্য ভোজন করেন, যিনি বায়ুর ন্যায় (সকলের) অধীশ্বর, সেই অগ্নি রাত্রি

সকল অতিক্রম করেন। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান না করে, আমরা যেন তাহাকে পরাভূত করি এবং তুমি যেন অশ্বের ন্যায় (বেগগামী) হইয়া আমাদিগের আক্রমণকারী শত্রুগণের উচ্ছেদ কর।

৬। হে অগ্নি! দীপ্তিশালী, পূজনীয় (কিরণ) দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে সম্যকরূপে আচ্ছাদিত কর। স্বপথে গমনকারী তেজোবিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় বিচিত্র অগ্নি অন্ধকার সকল দূর করেন।

৭। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্তুতিভাজন ও পূজার্হ দীপ্তি-সম্পন্ন, তোমাকে আমরা বন্দনা করিতেছি। অতএব তুমি আমাদিগের মহৎ স্তোত্র শ্রবণ কর। তুমি বলে বায়ু সদৃশ ও ইন্দ্রের ন্যায় দেবস্বরূপ (যজ্ঞের) নেতৃভূত, ঋত্বিগ্‌গণ তোমাকে হব্য দ্বারা প্রীত করেন।

৮। হে অগ্নি! তুমি শীঘ্র দস্যুরহিত পথদ্বারা আমাদিগেকে নির্ব্বিঘ্নে ঐশ্বর্য্য সমীপে লইয়া যাও। পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। তুমি স্তোতৃবর্গকে যে সুখ প্রদান কর, আমি স্তবকারী আমাকে তাহা প্রদান কর। আমরা যেন শোভন সন্ততিসম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ বৎসর) সুখ ভোগ করি(১)।

---

৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমি স্তোত্রদ্বারা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি শক্তিপুত্র, নিত্য তরুণ, অনিন্দনীয়, অল্পবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, বহুলোকের বরণীয় ও সদয়, তুমি সকলকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।

২। হে বহুশিখাসম্পন্ন দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! যজ্ঞার্হ (যজমানগণ) অহোরাত্র তোমাতে হব্যরূপ ধন অর্পণ করে। (দেবগণ) পৃথিবীতে যেরূপ জীবসমূহকে স্থাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ অগ্নিতে ধন সকল নিহিত করিয়াছেন।

---

(১) মনুষ্যের পরমায়ু শত বৎসর।

৩। হে অগ্নি! তুমি প্রাচীন ও ইদানীন্তন প্রজাবর্গে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিতেছ এবং নিজ কার্য্যদ্বারা যজমানদিগকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান করিয়াছ। অতএব হে জ্ঞানী জাতবেদা! তুমি পরিচর্য্যাকারী যজমানকে নিরন্তর ধন প্রদান কর।

৪। হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! যে অন্তর্হিত দেশে অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে বাধা দেয়, অথবা যে অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করে, তুমি সেই উভয় বিধ শত্রুকেই নিজ অগ্ন্য, বৃষ্টিহেতুভূত অসাধারণ তেজঃ প্রভাবে দগ্ধ কর।

৫। হে শক্তিপুত্র! যে ব্যক্তি যাগ, ইন্ধন, উপাসনা ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন সেই ব্যক্তি ধন ও প্রকৃষ্ট অন্নদ্বারা বিশেষরূপে শোভা পায়।

৬। হে অগ্নি। তুমি যাহা করিতে প্রার্থিত হইতেছ শীঘ্র তাহা সম্পাদন কর। তুমি বলসম্পন্ন, তুমি নিজ বলদ্বারা আমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে দীপ্তিসম্পন্ন! যে স্তোতা স্তোত্রদ্বারা তোমার উপাসনা করিতেছে, সেই স্তবকারীর উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত স্তোত্রদ্বারা প্রীতি লাভ কর।

৭। হে অগ্নি! আমরা ত্বদীয় রক্ষা (প্রভাবে) অভিলষিত বস্তু লাভ করি। হে ধনাধিপতি! আমরা যেন উৎকৃষ্ট সন্ততিসহকারে ঐশ্বর্য্য লাভ করি। আমরা যেন অন্নাভিলাষী হইয়া অন্নলাভ করি। হে অমর! আমরা অক্ষয়, দীপ্তিসম্পন্ন (যশ) লাভ করি।

---

৬ সূক্ত

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যে ব্যক্তি অন্নকামনা করে, সে স্তুতিভাজন, বন দহনকারী, কৃষ্ণবর্ত্মা, শ্বেতবর্ণ, কমনীয়, হোমকারী, স্বর্গীয় শক্তিপুত্র (অগ্নির) অভিমুখে

২। (হে অগ্নি)! তুমি শ্বেতবর্ণ, শব্দকারী, অন্তরীক্ষে অবস্থিত, অক্ষয় ও বিপুল শব্দকারী (মরুৎগণের) সহিত (মিলিত) ও যুবতম; তুমি পাবক ও সুমহান্, তুমি অসংখ্য স্থূল (কাষ্ঠ) ভক্ষণপূর্ব্বক অনুগমন কর।

৩। হে বিশুদ্ধ অগ্নি! তোমার প্রদীপ্ত শিখা সকল পবন সঞ্চালিত হইয়া বহু (কাষ্ঠ) ভক্ষণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সম্ভূত নবোৎপন্ন সেই সমস্ত রশ্মি বনসমূহকে ধর্ষণকারী দীপ্তিদ্বারা পীড়িত করিয়া ভস্মসাৎ করে।

৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! তোমার যে সমস্ত শুভ্র রশ্মি পৃথিবীকে মুণ্ডিত করিতেছে(১) সেগুলি বিমুক্ত অশ্বগণের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করিতেছে) সম্প্রতি ত্বদীয় ভ্রমণশীল শিখাসমূহ বিচিত্ররূপা পৃথিবীর উপরিস্থিত উন্নত প্রদেশ আরোহণ করিয়া বিরাজিত হইতেছে।

৫। বর্ষণকারী (অগ্নির) শিখা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধকারী কর্ত্তৃক প্রমুক্ত বজ্রের ন্যায় নিরন্তর নির্গত হইতেছে, বীরের পৌরুষবৎ অগ্নির শিখা দুঃসহ, দুর্নিবার, ভীষণ অগ্নি বন সকল দগ্ধ করেন।

৬। হে অগ্নি! তুমি প্রবল ও উত্তেজক রশ্মি সহকারে পৃথিবীর গন্তব্য স্থান সকল দীপ্তিদ্বারা আচ্ছন্ন কর। তুমি সমস্ত বিপদ্ দূরীভূত কর এবং নিজতেজঃ প্রভাবে স্পর্দ্ধাকারীগণকে অভিভূত করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর।

৭। হে বিচিত্র, অদ্ভুত বলসম্পন্ন, আনন্দদায়ক অগ্নি! আমরা প্রীতিপ্রদ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করি; তুমি অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত, যশস্কর, অন্নপ্রদ, আনন্দদায়ক, পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।

---

(১) মূলে "ক্ষাং বপন্তি" আছে। কেশস্থানিয়ানোষধিবনস্পতীন্ দহন্তীত্যর্থঃ। সায়ণ। ১। ১৬৪। ৪৪ ঋকের টীকা দেখ।

৭ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। বৈশ্বানর অগ্নি স্বর্গের শিরোভূত, পৃথিবীর ব্যাপক, যজ্ঞার্থ জাত, জ্ঞানসম্পন্ন, সম্যক দীপ্তিসম্পন্ন, মানবগণের অতিথিভূত, (দেবগণের) মুখস্বরূপ ও রক্ষাকারী। দেবগণ তাহাকে উৎপাদিত করিয়াছেন।

২। (স্তোতৃবর্গ) যজ্ঞের বন্ধনকারী, ধনের আধারভূত, হব্যসকলের আশ্রয়স্বরূপ, (অগ্নির) সম্যকরূপে স্তব করেন। দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য সকলের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতু স্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন।

৩। হে অগ্নি! তোমা হইতেই হব্য প্রদাতা জ্ঞানসম্পন্ন হয়। বীরগণ তোমা হইতেই শত্রু বিজেতা হয়। অতএব হে দীপ্তিশালী বৈশ্বানর! তুমি আমাদিগকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।

৪। হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি পুত্রের ন্যায় (অরণিদ্বয় হইতে) উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যৎকালে তুমি পালনকারী (অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী) দ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, তৎকালে তাঁহারা ত্বদীয় যাগ কার্য্যদ্বারা অমরত্ব লাভ করেন।

৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! কেহই তোমার সেই সমস্ত মহৎ কার্য্যের বাধা দিতে সমর্থ হয় না। তুমি মাতা ও পিতার ক্রোড়ভূত (অন্তরীক্ষে) উৎপন্ন হইয়া দিবসের কেতু (স্বরূপ সূর্য্যকে) অন্তরীক্ষ পথে সংস্থাপিত করিয়াছ।

৬। বৈশ্বানরের বারি প্রজ্ঞাপক দীপ্তিদ্বারা অন্তরীক্ষের উন্নতপ্রদেশ সকল পরিমিত হইয়াছে। সেই বৈশ্বানরেরই শিরঃস্থানীয় (মেঘরূপে পরিণত ধূমে) বারিরাশি অবস্থান করে এবং তাহা হইতেই সাতটী নদী শাখার ন্যায় উদ্ভুত হইয়াছে(১)।

---

(১) এখানেও সপ্ত নদীর উল্লেখ আছে, কিন্তু নাম নাই।

৭। শোভন কর্ম্মকারী যে বৈশ্বানর ভুবন সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অন্তরীক্ষের দীপ্তিশালী (নক্ষত্রাদির) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন; অজেয়, পালক ও বারিরক্ষক (সেই বৈশ্বানর বিরাজ করিতেছেন)।

---

৮ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। আমি সর্ব্বব্যাপী, বারিবর্ষক, দীপ্তিমান্, জাতবেদার বলের শীঘ্র এই যজ্ঞে সম্যক্‌রূপে স্তব করিতেছি। বৈশ্বানর অগ্নির অভিমুখে নবীন, নির্ম্মল, শোভন স্তোত্র সোমরসের ন্যায় নির্গত হইতেছে।

২। সৎকর্ম্মপালক বৈশ্বানর উৎকৃষ্ট স্বর্গে সঞ্জাত হইয়াই সৎকর্ম্ম সকলের রক্ষা ও অন্তরীক্ষের পরিমাণ করিয়াছেন। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী বৈশ্বানর নিজ মহিমাদ্বারা স্বর্গ লাভ করিয়াছেন।

৩। (সকলের) মিত্রভূত, অদ্ভুত (বৈশ্বানর) স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিশেষরূপে (নিজ নিজ স্থানে) স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি দীপ্তিদ্বারা অন্ধকার অন্তর্হিত করিয়াছেন। তিনি আধারভূত (স্বর্গও পৃথিবীকে দুই খানি পশু) চর্ম্মের ন্যায় বিস্তৃত করিয়াছেন, বৈশ্বানর অগ্নি সমস্ত বীর্য্য ধারণ করেন।

৪। বলশালী মরুৎগণ অন্তরীক্ষ মধ্যে, ইঁহাকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং মনুষ্যগণ ইঁহাকে পুজনীয় নৃপতিরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। দেবগণের দূতস্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্ত্তী সূর্য্য (মণ্ডল) হইতে এই বৈশ্বানর অগ্নিকে (ইহলোকে) আনয়ন করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি যাগার্হ তোমাকে উদ্দেশ করিয়া যাহারা নবীনতর স্তোত্র উচ্চারণ করে, তুমি তাহাদিগকে ধন ও যশস্বী (পুত্র) প্রদান কর; হে দীপ্তিমান্ অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি বজ্রের ন্যায় নিজ দীপ্তিদ্বারা বৃক্ষের ন্যায় শত্রুকে নিপাতিত কর।

৬। হে অগ্নি! আমরা হব্যরূপ ধনে ধনবান্, আমাদিগকে তুমি অনপহার্য্য অক্ষয় ও সুবীর্য্য ধন প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি! আমরা যেন তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শত সহস্র প্রকার অন্নলাভ করি।

৭। হে ত্রিভুবনাবস্থিত, যাগার্হ অগ্নি! তোমার অপ্রতিহত, রক্ষাকারী (বল) দ্বারা তুমি স্তবকারীগণকে রক্ষা কর, হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি (হব্য) দাতাদিগের বল রক্ষা কর, আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগের পরিত্রাণ কর।

---

৯ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং শুভ্রবর্ণ দিবস জ্ঞানগম্য স্বস্ব প্রবৃত্তিদ্বারা অখিল জগৎ রঞ্জিত করিয়া নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বৈশ্বানর অগ্নি রাজার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া দীপ্তিদ্বারা তমোনাশ করেন।

২। আমি তন্তু (টানাসূত্র) অথবা ওতু (পড়্যান সূত্র) জানি না, কিম্বা সতত চেষ্টাদ্বারা যে (বস্ত্র) বয়ন করে তাহার কিছুই অবগত নহি। ইহলোকে অবস্থিত পিতাকর্ত্তৃক (উপদিষ্ট হইয়া) কাহার পুত্র অন্য জগতের বক্তব্য বাক্য সকল বলিতে সমর্থ হইবে(১)?।

৩। একমাত্র সেই বৈশ্বানর অগ্নি তন্তু এবং ওতু অবগত আছেন। তিনি উচিত অবসরে বক্তব্য সকল বলেন। বারিরক্ষক, ভূবিহারী অগ্নি

---

(১) মূলে ঋকটী এইরূপ আছেঃ—"নাহং তন্তুং নবিজানাম্যোতুং নযং বয়ন্তি সমরে হতমানাঃ। কস্যচিৎপুত্র ইহবক্ত্বানি পরো বদাত্যবরেণ পিত্রা।" সায়ন বলেন সম্প্রদায় বিদ্গণের (জনশ্রুতিজ্ঞবর্গের) মতে ইহাদ্বারা যাগরহস্য প্রকটিত হইয়াছে। এস্থলে তন্তু শব্দদ্বারা বৈদিক ছন্দঃসমূহ, ওতু শব্দদ্বারা যজুঃসমূহ ও যাগকার্য্য এবং উভয়ের সংঘটনদ্বারা বস্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞ বুঝিতে হইবে। আত্মবিদ্গণের (বৈদান্তিকগণের) মতে ইহা দ্বারা সৃষ্টি রহস্য প্রকটি হইয়াছে। তন্মতে তন্তু শব্দদ্বারা সূক্ষ্মভূত, ওতু শব্দদ্বারা স্থূলভূত এবং উভয়ের সংঘটনদ্বারা উৎপাদিত বস্ত্র অর্থাৎ প্রপঞ্চ বুঝিতে হইবে। ঋকের শেষার্দ্ধের তাৎপর্য্য এইঃ—কোন মনুষ্যই যাগরহস্য বলিতে সমর্থ নহেন, একমাত্র সূর্য্য বলিতেপারেন, কারণ তিনি নিজ পিতা অগ্নিদ্বারা তদ্বিষয় শিক্ষিত হইয়াছেন। ফলতঃ সূর্য্য স্বর্গের অগ্নি ব্যতিরেকে অপর কিছুই নহে।

অন্তরীক্ষে অন্য (মূর্ত্তি অর্থাৎ সূর্য্যরূপ) দ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত করিয়া পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত ভুক্ত অবগত আছেন।

৪। এই বৈশ্বানর অগ্নি আদ্য হোতা; (হে মানবগণ! তোমরা) এই অগ্নিকে ভজন কর। অক্ষয় এই অগ্নি মরণস্বভাব দেহে (জাঠররূপে অবস্থান করেন)। নিশ্চল সর্ব্বব্যাপী, অক্ষয় এই অগ্নি শরীর ধারণপূর্ব্বক জাত ও বর্দ্ধিত হন।

৫। চিত্ত অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী, নিশ্চল জ্যোতিঃ সুখের (পথ) প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সমুদয় জঙ্গম জীবে অন্তর্নিহিত আছে। অখিল দেবগণ একমত ও সমান প্রজ্ঞ হইয়া সম্মানসহকারে প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তা (বৈশ্বানরের) অভিমুখবর্ত্তী হয়েন।

৬। (ত্বদীয় গুণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত) আমার কর্ণদ্বয় ও (ত্বদীয় রূপ দর্শনার্থ) আমার চক্ষু ধাবিত হইতেছে। হৃদয়ে যে (বুদ্ধিস্বরূপ) জ্যোতি নিহিত আছে, তাহাও ত্বদীয় স্বরূপ অবগত হইবার জন্য (সমুৎসুক হইয়াছে)। দূরস্থ বিষয়ক চিন্তা ব্যাপৃত আমার হৃদয় (তাঁহার অভিমুখে) ধাবিত হইতেছে। আমি (বৈশ্বানরের) কিরূপে স্বরূপ বর্ণন করিব? কিরূপেই বা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিব?।

৭। হে বৈশ্বানর! অখিল দেবগণ ভীত হইয়া অন্ধকারে অবস্থিত তোমাকে নমস্কার করেন। বৈশ্বানর যেন নিজ রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করেন। অক্ষয় অগ্নি যেন নিজ রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করেন।

---

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (হে ঋত্বিগগণ! তোমরা) প্রবৃত্ত, বিঘ্ন রহিত এই যজ্ঞে পূজনীয়, স্বর্গীয় ও সর্ব্বতোভাবে দোষ বর্জ্জিত অগ্নিকে স্তোত্র সহকারে সম্মুখে স্থাপন কর, কারণ সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন জাতবেদা যজ্ঞে আমাদিগকে সমৃদ্ধি বিধান করেন।

২। হে দীপ্তিসম্পন্ন, অসংখ্য শিখাসম্পন্ন, (দেবগণের) আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি অন্যান্য অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হইয়া এই মানব (স্তোত্র শ্রবণ কর)। স্তোতাগণ মমতার(১) ন্যায় অগ্নির উদ্দেশে সেই মনোহর স্তোত্র পবিত্র ঘৃতের ন্যায় অর্পণ করিতেছে।

৩। যে ব্যক্তি স্তোত্র সহকারে অগ্নিতে (হব্য) প্রদান করে, মনুষ্য-গণের মধ্যে সেই ব্যক্তি অন্নদ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করে। বিচিত্র দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি সেই ব্যক্তিকে বিচিত্র রক্ষা সহকারে ধেনু সমন্বিত গোষ্ঠ ভোগে অধি-কারী করেন।

৪। কৃষ্ণবর্ত্মা যে অগ্নি জন্মিবামাত্রেই দূর হইতে দৃশ্যমান নিজ দীপ্তিদ্বারা বিস্তীর্ণ (স্বর্গ ও পৃথিবীকে) পরিপূর্ণ করেন, সেই পাবক অগ্নি সম্প্রতি নিজ দীপ্তিদ্বারা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে দূরীভূত করিতে দৃষ্ট হইতেছেন।

৫। হে অগ্নি! আমরা (হব্য রূপ ধনে) বলবান্, আমাদিগকে তুমি শীঘ্র বহু অন্ন ও রক্ষা সহকারে বিচিত্র ধন প্রদান কর এবং যাহারা ধন, অন্ন ও উৎকৃষ্ট বীর্য্যদ্বারা অন্য লোকদিগকে পরাজিত করে (তাদৃশ পুত্র ও প্রদান কর)।

৬। হে অগ্নি! উপবিষ্ট হব্যদাতা তোমার নিমিত্ত যে হোম করিতেছেন, তুমি হব্যাভিলাষী হইয়া সেই যাগসাধন অন্ন স্বীকার কর। ভরদ্বাজ (বংশীয়) গণের নির্দ্দোষ স্তোত্র গ্রহণ কর এবং তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর, যাহাতে তাহারা নানাবিধ অন্নলাভ করিতে পারে।

৭। হে অগ্নি! শত্রুগণকে দূরীভূত কর। আমাদিগের অন্ন বৃদ্ধিত কর। আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ বৎসর) সুখভোগ করি(২)।

(১) "মমতা নাম ব্রহ্মবাদিনী দীর্ঘ তমসো মাতা।" সায়ণ।

(২) মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ শত বৎসর। ইহার পর ১২ ও ১৩ ও ১৭ ও ২২ সূক্তের শেষেও এই রূপ আছে।

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দেবগণের আহ্বানকারী, যজমানশ্রেষ্ঠ অগ্নি! আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সম্প্রতি আমাদিগের এই আরব্ধ যজ্ঞে শত্রুবিজয়ী মরুৎগণের যাগ কর এবং মিত্র, বরুণ, নাসত্যদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবীকে আমাদিগের যাগার্থ আনয়ন কর।

২। হে অগ্নি! তুমি স্তুত্যতম, আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবিহীন এবং দানাদিগুণসম্পন্ন; তুমি মনুষ্য মধ্যে প্রবৃত্ত যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান কর। হে অগ্নি! তুমি হব্য বহনপূর্ব্বক শুদ্ধি বিধায়ক শিখা সহকারে দেবগণের মুখস্বরূপ নিজ দেহ দেবগণের নিকট সমর্পণ কর।

৩। হে অগ্নি! ধনের কারণ ভূত স্তোত্র নিরন্তর তোমার প্রতি উচ্চারিত হয়, কারণ তোমার আবির্ভাব হইলে যজমান দেবগণের যজ্ঞ সাধনার্থ (সমর্থ হয়), তখন অঙ্গিরা ঋষিগণের মধ্যে সমধিক স্তবকারী, মেধাবী (ভরদ্বাজ) যজ্ঞে উল্লাসকারক স্তোত্র উচ্চারণ করেন।

৪। পরিপক্ক বুদ্ধি, দীপ্তিমান্ অগ্নি সম্যকরূপে শোভা পাইতেছেন। তুমি শোভন হব্যসম্পন্ন, পঞ্চ প্রকার মনুষ্য(১) হব্য প্রদানপূর্ব্বক মর্ত্ত্য অতিথির ন্যায় তোমাকে অন্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করে, তুমিও বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে হব্যদ্বারা পূজা কর।

৫। যৎকালে অগ্নি (সমীপে) হব্যসহকারে কুশ আহৃত হয় এবং দোষবর্জ্জিত ঘৃতপূর্ণ স্রুক্ (কুশোপরি) আনীত হয়, তখন ভূমির উপর তোমার আধারভূত (বেদি) রচিত হয় এবং সূর্য্যে যেরূপ তেজোরাশি (সমবেত হয়) তদ্রূপ (যজমান কর্ত্তৃক) যাগকার্য্য সমাশ্রিত হয়।

৬। হে বহুশিখাসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হইয়া আমাদিগকে ধন প্রদান কর; হে শক্তি পুত্র! আমরা যেন তোমাকে হব্যদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া শত্রুবৎ পাপ হইতে মুক্ত হই।

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞের অধিপতি অগ্নি স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করিবার নিমিত্ত যজমান গৃহে অবস্থিতি করেন। শক্তিপুত্র, যজ্ঞসম্পন্ন (অগ্নি) সূর্য্যের ন্যায় দূর হইতেই দীপ্তির দ্বারা (অখিল জগৎ) প্রকাশিত করেন।

২। হে যাগার্হ, দীপ্তিসম্পন্ন, অগ্নি! তুমি পরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন, সমস্ত যজমান তোমাতে আগ্রহ সহকারে প্রচুর হব্য অর্পণ করে, তুমি ত্রিভুবনে অবস্থিত হইয়া দেবগণের নিকট উৎকৃষ্ট মনুষ্যদত্ত হব্য বহন করিবার নিমিত্তে সূর্য্যের ন্যায় বেগশালী হও।

৩। যাহার সর্ব্বব্যাপী, তেজস্বী শিখা বনে দীপ্তি পায়, প্রবৃদ্ধ সেই অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় (অন্তরীক্ষ) পথে বিরাজ করিতেছেন এবং সকলের কল্যাণ বিধায়ক (বায়ুর) ন্যায় অক্ষয় ও অনিবার্য্য অগ্নি বেগপূর্ব্বক ওষধিমধ্যে গমন করিয়া নিজ দীপ্তিদ্বারা (অখিল জগৎ) প্রবুদ্ধ করিতেছেন।

৪। জাতবেদা সেই অগ্নি যাচকের (স্তোত্রবৎ) সুখদায়ক অস্মদীয় স্তোত্রদ্বারা আমাদিগের গৃহে স্তুত হইতেছেন। যজমানগণ দ্রুমভোজী, অরণ্যাশ্রয়কারী, (বৎসগণের) পিতা বৃষভের ন্যায় ক্ষিপ্রকর্ম্মকারী সেই অগ্নির স্তব করিতেছেন।

৫। যৎকালে অগ্নি অনায়াসে বন সকল ভস্মসাৎ করিয়া পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হয়, তখন স্তোতৃবর্গ ইহলোকে এই অগ্নির শিখাসমূহের স্তব করে। অপ্রতিহতভাবে বিচরণকারী এবং চৌরবৎ দ্রুতগামী অগ্নি মরুভূমির উপরেও বিরাজিত হয়েন(১)।

৬। হে ক্ষিপ্রগামী অগ্নি! তুমি সমস্ত অগ্নির সহিত প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা হইতে (রক্ষা কর), তুমি আমাদিগকে ধন প্রদান কর এবং দুঃখদায়ক শত্রুসৈন্য দূরীভূত কর; আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্র-সম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ শতসংবৎসর) সুখ ভোগ করি।

---

(১) মূলে "অতিধন্বারাট্" আছে। "ধন্ব মরুভূমিমতিক্রম্য রাট্ রাজতে [illegible] ধন্বত্যস্মাদাপ ইতিধন্বান্তরিক্ষং অতিশয়েনান্তরিক্ষমাক্রম্য রাজতে।" সায়ণ।

১৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে প্রশস্ত ধনসম্পন্ন অগ্নি! বৃক্ষ হইতে শাখাসমূহের ন্যায় ধন, শত্রুসংহারক বল এবং অন্তরিক্ষের বৃষ্টি, এই সমস্ত সৌভাগ্য তোমা হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব হে বারিবর্ষক, তুমি স্তবার্হ।

২। হে পূজনীয় অগ্নি! আমাদিগকে রমনীয় ধন প্রদান কর; হে মনোজ্ঞ দীপ্তি, তুমি সর্ব্বব্যাপী (বায়ুর) ন্যায় সর্ব্বত্র অবস্থিতি কর; হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! তুমি মিত্রের ন্যায় প্রচুর যজ্ঞ এবং পর্য্যাপ্ত বাঞ্ছিত ধন দান কর।

৩। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, যজ্ঞার্থে সম্ভূত, অগ্নি! তুমি বারিপুত্র (বৈদ্যুতাগ্নির) সহিত সঙ্গত হইয়া ধনের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে প্রেরণ কর, সাধুগণের রক্ষাকারী, বুদ্ধিমান্, সেই ব্যক্তি বলদ্বারা শত্রু সংহার করেন এবং পণির শক্তি হরণ করেন।

৪। হে শক্তিপুত্র! যে মানব স্তুতি উপাসনা এবং যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞভূমিতে ত্বদীয় তীক্ষ্ণদীপ্তি আকর্ষণ করে, হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! সেই মনুষ্য সমস্ত প্রাচুর্য্য ও ধান্য(১) ধারণ করে এবং ধন সম্পন্ন হয়।

৫। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি সমৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পুত্রসহকারে প্রশস্ত অন্ন প্রদান কর; তুমি দানশীল, বিদ্বেষপুর্ণ রিপু হইতে বলদ্বারা যে পশু সম্বন্ধীয় (দধ্যাদি) অন্ন আহরণ কর, তাহাও প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর।

৬। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি বলশালী, তুমি আমাদিগের উপদেষ্টা হও, আমাদিগকে অন্নসহকারে পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর; আমি স্তুতিসমূহদ্বারা পূর্ণকাম হই; আমরা যেন প্রশস্ত পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন শত হেমন্ত (সংবৎসর) সুখ ভোগ করি।

---

(১) মূলে "ধান্যং" আছে, আমি অনুবাদে ঐ শব্দটিই রাখিলাম, কিন্তু ৩।৩৫।৩ ঋকের টীকা দেখ।

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যে মানব স্তোত্রসহকারে অগ্নির পরিচর্য্যা ও (যাগাদি) কার্য্য করে, সে যেন শীঘ্র (মনুষ্যগণের মধ্যে) প্রধান হইয়া শোভা পায় এবং (পুত্রাদির) পোষণার্থ প্রচুর অন্নলাভ করে।

২। এক মাত্র অগ্নিই প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন; তিনি প্রধান যাগ কার্য্য-নির্ব্বাহক ও সর্ব্বদর্শী। মনুষ্য সন্তানগণ যজ্ঞে অগ্নিকে দেবগণের আহ্বান-কারী বলিয়া স্তব করেন।

৩। হে অগ্নি! শত্রুগণের ঐশ্বর্য্য সকল (তাহাদিগের নিকট হইতে) বিমুক্ত হইয়া (ত্বদীয় স্তোতৃবর্গের) রক্ষণার্থ পরস্পর স্পর্দ্ধা করে। শত্রুবিজয়ী ত্বদীয় (স্তোতৃবর্গ) তোমার যজ্ঞ করিয়া ব্রতবিরোধীদিগকে পরাভূত করিতে ইচ্ছা করে।

৪। অগ্নি (স্তোতৃবর্গকে) সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, শত্রুবিজয়ী ও সাধু-রক্ষকপুত্র প্রদান করেন। তাহার সন্দর্শনে অরিগণ (ত্বদীয়) বলে ভীত হইয়া কম্পিত হইতে থাকে।

৫। যাহার (হব্যরূপ) ধন (শত্রুদ্বারা) বিঘ্ন প্রাপ্ত না হয় এবং যজ্ঞে অন্যান্য যজমানদ্বারা সম্ভক্ত না হয়, বলশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন দেব অগ্নি সেই ব্যক্তিকে নিন্দক হইতে রক্ষা করেন।

৬। হে বন্ধু স্বর্গ ও পৃথীতে অবস্থানকারী, দেব অগ্নি! তুমি আমা-দিগের এই শোভন স্তুতি দেবগণের নিকট প্রচার কর এবং স্তবকারীকে গার্হস্থ্যসুখে লইয়া যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট সকল অতিক্রম করি। আমরা ত্বদীয় রক্ষণ বশতঃ তাহাদিগকে অতিক্রম করি।

১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বীতহব্য, অথবা ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (হে বীতহব্য বা ভরদ্বাজ)! তুমি প্রাতঃ প্রবুদ্ধ, লোকরক্ষক, স্বভাবপবিত্র এই অতিথিকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) প্রসন্ন কর। অগ্নি সকল সময়ে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়েন এবং (অরণিদ্বয়ের মধ্যে) গর্ভরূপে অবস্থান করিয়া অক্ষয় হব্য ভক্ষণ করেন।

২। হে অদ্ভুত অগ্নি! তুমি অরণি মধ্যে নিহিত, স্তবার্হ ও ঊর্দ্ধশিখ; তোমাকে ভৃগুগণ বন্ধুবৎ গৃহে স্থাপন করিয়াছিলেন। বীতহব্য(১) প্রতিদিন উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করেন, তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও।

৩। হে অপ্রতিহত প্রভাব অগ্নি! (যে ব্যক্তি যাগাদির অনুষ্ঠানে) নিপুণ, তুমি তাহার সমৃদ্ধিবিধায়ক এবং বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট শত্রু হইতে তাহার রক্ষক হও। অতএব হে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ শক্তিপুত্র! তুমি ভরদ্বাজ বীতহব্যকে(২) ধন ও গৃহ প্রদান কর।

৪। (হে বীতহব্য)! তুমি শোভন স্তুতিদ্বারা হব্যবাহক, দীপ্তিমান্, অতিথিবৎ, পূজনীয়, স্বর্গ প্রদর্শক, মনুর (যজ্ঞে) দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞসম্পাদক, মেধাবী বিপ্রের ন্যায় ওজস্বী বক্তা, অধীশ্বর দেব অগ্নির প্রীতি সাধন কর।

৫। যিনি ভানুদ্বারা ঊষার ন্যায় পৃথিবীর উপর পবিত্রতাকারিণী ও চেতনাবিধায়িনী দীপ্তিদ্বারা বিরাজিত হন; যিনি সংগ্রামে শত্রুসংহারকারী (বীরের) ন্যায় এতশের সাহায্যার্থ শীঘ্র প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন; যিনি সর্ব্বভক্ষণশীল ও জরারহিত।

---

(১) "ভরদ্বাজ ঋষিশ্চেৎ বীতহব্যে দত্তহ বিষ্কে ভরদ্বাজ ইতি যোজনীয়ম্।" সায়ণ।

(২) মূলে "বীতহব্যায় ভরদ্বাজায়" আছে। "ভরদ্বাজায় সত্ত্ৎভহবির্লক্ষণা বায় বীতহব্যায়, বীতং গমিতং হব্যং হবির্যেন তাদৃশায় ভরদ্বাজায়েতি বা যোজ্যম।" সায়ণ।

৬। (হে অস্মদীয় স্তোতৃবর্গ)! তোমরা নিরতিশয় প্রীতিভাজন, অতিথিভূত, পূজনীয় অগ্নিকে নিরন্তর ইন্ধনদ্বারা পূজা কর। তোমরা অবিনশ্বর অগ্নির সম্মুখীন হইয়া স্তোত্রদ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা কর। কারণ দেবগণের মধ্যে দানাদিগুণসম্পন্ন অগ্নি আমাদিগের পূজা গ্রহণ করেন।

৭। আমি ইন্ধনদ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নির স্তুতির দ্বারা স্তব করি। আমি স্বভাববিশুদ্ধ, পবিত্রতা বিধায়ক ধ্রুব অগ্নিকে যজ্ঞে অগ্রে স্থাপন করি। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী, বহুলোকের বরণীয়, সদাশয়, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা করি।

৮। হে অগ্নি! তুমি অক্ষয়, হব্যবাহক, রক্ষাকারী ও পূজনীয়; যুগে যুগে দেবগণ ও মনুষ্যগণ তোমাকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রবুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপী, প্রজাপালক অগ্নিকে নমস্কারপূর্ব্বক (বেদীর উপর) সংস্থাপিত করিয়াছেন।

৯। হে অগ্নি! তুমি দেব ও মনুষ্য উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া এবং যজ্ঞে দেবগণের সমীপে দৌত্যকার্য্য করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীতে সঞ্চরণ কর। যেহেতু আমরা তোমার জন্য যজ্ঞ করিতেছি ও স্তোত্র পাঠ করিতেছি। অতএব ত্রিভুবনবর্ত্তী তুমি আমাদিগের সুখ বিধান কর।

১০। আমরা অল্প বুদ্ধি; আমরা বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, মনজ্ঞমূর্ত্তি ও মনোহরগতি অগ্নির পরিচর্য্যা করিতেছি। সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি যেন যাগ করেন এবং অমরগণের মধ্যে আমাদিগের হব্য প্রচার করেন।

১১। হে শৌর্য্যসম্পন্ন অগ্নি! তুমি দূরদর্শী, যে পুরুষ তোমার স্তব করে, তুমি তাহাকে রক্ষা কর ও তদীয় মনোরথ পূর্ণ কর। যে ব্যক্তি যজ্ঞ সম্পাদন বা হব্য উৎক্ষেপ করে তাহাকেই তুমি বল ও ধনদ্বারা পূর্ণ কর।

১২। হে অগ্নি! তুমি শত্রু হইতে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। হে বলসম্পন্ন! তুমিই আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর, তোমার নিকট দোষহীন হব্য উপস্থিত হউক। (তোমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত) সহস্র প্রকার ধন (আমাদিগের নিকট) উপস্থিত হউক।

১৩। দেবগণের আহ্বানকারী, রাজা অগ্নি গৃহের অধিপতি এবং জাতবেদা, (সুতরাং) সমস্ত ভূতজাত অবগত আছেন। তিনি দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে নিরতিশয় যাগকারী। সত্যসম্পন্ন সেই অগ্নি প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞ করুন।

১৪। হে যজ্ঞসম্পাদক, পাবনদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! অদ্য যজমান যে (যজ্ঞ) সম্পাদন করিতেছেন, তুমি তাহার অনুমোদন কর। তুমি যজমান, অতএব তুমি যজ্ঞে (দেবগণের) যাগ কর। যেহেতু তুমি নিজ মহিমাদ্বারা সর্ব্বব্যাপী, অতএব হে যুবতম অগ্নি! অদ্য আমরা তোমাকে যে হব্য প্রদান করিতেছি তাহা তুমি স্বীকার কর।

১৫। হে অগ্নি! (বেদির উপর) যথাবিধি স্থাপিত (হব্যরূপ) অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করিবার জন্য (এই যজমান) তোমাকে সংস্থাপিত করিয়াছে। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর, যাহাতে আমরা সমস্ত কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইব। আমরা যেন সমস্ত দুরিত হইতে পরিত্রাণ পাই; আমরা যেন তোমার রক্ষা বশতঃ তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার পাই।

১৬। হে শোভন শিখাসম্পন্ন অগ্নি! [illegible] দেবগণের সহিত সর্ব্বাগ্রগণ্য তুমি ঊর্ণাবিশিষ্ট ঘৃত সংপৃক্ত কুলায় সদৃশ (উত্তর বেদির) উপর উপবেশন কর এবং হব্যদাতা যজমানের যজ্ঞ যথাযথরূপে (দেবগণের নিকট) বহন কর।

১৭। কর্ম্মনির্বাহক ঋত্বিগ্‌গণ অথর্বা ঋষির ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করিতেছেন এবং ভ্রমণশীল অমূঢ় অগ্নিকে রাত্রির অন্ধকার সমূহ হইতে আনয়ন করিতেছেন।

১৮। হে অগ্নি! যজ্ঞে দেবকাম যজমানের কল্যাণার্থ প্রাদুর্ভূত হও। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক অমরগণকে আনয়ন কর। দেবগণের নিকট আমাদিগের যজ্ঞ বহন কর।

১৯। হে গৃহের অধিপতি অগ্নি! মানবগণের মধ্যে আমরাই ইন্ধনদ্বারা তোমার বৃদ্ধি সাধন করিয়াছি। অতএব আমাদিগের গার্হপত্য অগ্নি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুদ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করুক। তুমি তীক্ষ্ণ দীপ্তিদ্বারা আমাদিগকে যোজিত কর

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দেবগণ কর্তৃক মনুর সন্তান মানবগণের সমস্ত যজ্ঞে হোতারূপে নিয়োজিত হইয়াছ।

২। তুমি আমাদিগের যজ্ঞে পূজনীয় শিখাসমূহদ্বারা মহৎ দেবগণের যাগ কর। দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর; তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর।

৩। হে সৃষ্টিকারক, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, দেব অগ্নি! তুমি যজ্ঞ সকলে মহামার্গ ও ক্ষুদ্র পথ অবগত আছ।

৪। হে অগ্নি! হব্যদাতা ঋত্বিগ্‌গণের সহিত ভরত দ্বিবিধ ধর্ম্মাক্রান্ত (অর্থাৎ সুখদাতা দুঃখনাশক) তোমাকে সুখের (উদ্দেশে) স্তব করিয়াছিলেন এবং হব্যদ্বারা যজ্ঞার্হ তোমার যাগ করিয়াছিলেন(১)।

৫। হে অগ্নি! সোমাভিষবকারী দিবোদাসকে এই সমস্ত নানাবিধ সুখ যেরূপ প্রদান করিয়াছিলে, সম্প্রতি হব্যদাতা ভরদ্বাজকে (সেইরূপ) সমুদয় প্রদান কর।

৬। তুমি অমর দূত; মেধাবী ভরদ্বাজের শোভন স্তোত্র শ্রবণ করিয়া তুমি দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর।

৭। হে দেব অগ্নি! ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থ যজ্ঞ সকলে তোমার স্তব করেন।

৮। হে অগ্নি! তুমি দানশীল, আমি তোমার মনোহর দীপ্তির এবং কার্য্যের পূজা করিতেছি। যাহারা (তোমার অনুগ্রহে) পূর্ণকাম হইয়াছে তাহারা সকলেই তোমার পরিচর্য্যা করে।

৯। হে অগ্নি! তুমি শিখারূপ মুখদ্বারা হব্যবহনকারী ও সুবিচক্ষণ, তোমাকে মনু হোতৃকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। অতএব তুমি স্বর্গীয় ব্যক্তিগণের যাগ কর।

---

(১) সায়ণ এই ঋকের উল্লিখিত ভরতকে দুষ্মন্ত তনয় ভরত মনে করিয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! তুমি হব্যভক্ষণার্থ আগমন কর এবং দেবগণের নিকট হব্যবহনার্থ স্তুতিভাজন হইয়া হোতাস্বরূপ কুশোপরি উপবেশন কর।

১১। হে অঙ্গিরা! আমরা ইন্ধন ও আজ্যদ্বারা তোমাকে প্রবর্দ্ধিত করিতেছি, অতএব হে যুবতম অগ্নি! তুমি নিরতিশয় দীপ্তিলাভ কর।

১২। হে দেব অগ্নি! তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত পুত্রপৌত্রাদি সহকারে বিপুল উৎকৃষ্ট ধন প্রদান কর।

১৩। হে অগ্নি! অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর হইতে মন্থন করিয়া তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন(২)।

১৪। অথর্বার পুত্র দধীচি তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। তুমি বৃত্রহন্তা ও পুরচিনাশক।

১৫। হে বর্ষণকারী অগ্নি! তুমি দস্যুহন্তা ও প্রতিযুদ্ধে ধনবিজয়ী, ঋষি পাথ্য তোমাকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।

১৬। হে অগ্নি! তুমি আগমন কর, কারণ আমি তোমার নিকট এইরূপে স্তোত্র উচ্চারণ করিব। তুমি এই সমস্ত সোমদ্বারা বর্দ্ধিত হও।

১৭। হে অগ্নি! তুমি যে কোন স্থানে, যে কোন যজমানের প্রতি চিত্ত সমর্পিত কর, সেই যজমানকে প্রকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং তথায় তুমি অবস্থিতি কর।

১৮। হে অগ্নি! ত্বদীয় পূর্ণদীপ্তি যেন দৃষ্টিবিঘাতক না হয়। হে উপাসকগণের গৃহপ্রদাতা! তুমি আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর।

---

(২) অথর্বা পুষ্কর হইতে অগ্নিকে মন্থন করিয়া উৎপন্ন করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ কি? সায়ণ প্রজাপতিদ্বারা পদ্মপত্রের উপর জগতের সৃষ্টির শাস্ত্রীয় কথা অবলম্বন করিয়া পুষ্কর অর্থে এখানে পদ্ম করিয়াছেন। সামবেদের টীকাকার মহীধর পুষ্কর অর্থে জল এবং অথর্বা অর্থে বায়ু করিয়া একটী অর্থ করিয়াছেন। *Wilson* সায়ণের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, *Langlois* পুষ্কর অর্থে করিয়াছেন অরণি কাষ্ঠের ছিদ্র যাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সমস্ত ঋষিগণ প্রথমে আর্য্য বর্ত্তে অগ্নির যজ্ঞ বিশেষরূপে প্রচার করেন, অথর্বা ও তৎপুত্র দধীচি ও তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ১। ৭১। ৩ ঋকের টিকা ও ১। ৮৪। ১৩ ঋকের টীকা দেখ। অতএব এই ঋকেও সেই অথর্বা ঋষি কর্ত্তৃক অগ্নি উৎপাদনের কথার উল্লেখ আছে মাত্র। জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে যে অর্থ করা হইয়াছে তাহা কাল্পনিক। ইহার পরের দুইটি ঋক দেখ।

১৯। আমরা হব্যবাহক, দিবোদাসের শত্রুনিধনকারী, সর্ব্বজ্ঞ ও সাধুরক্ষক অগ্নিকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছি।

২০। নিজ মহিমাদ্বারা শত্রু সংহারকারী, অধৃষ্য ও অপ্রতিহত অগ্নি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অখিল পার্থিব ধন প্রদান করুন।

২১। হে অগ্নি! তুমি প্রাচীনবৎ নবীন দীপ্তিদ্বারা এই বিস্তীর্ণ (অন্তরীক্ষ) আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছ।

২২। হে বন্ধুগণ! তোমরা শত্রুহন্তা ও বিধানকর্ত্তা অগ্নির স্তোত্র গান কর এবং তাঁহাকে হব্য প্রদান কর।

২৩। যিনি মানবগণের প্রতিযুগে দেবগণের আহ্বানকারী, প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞ, দেবগণের দূতস্বরূপ ও হব্যবাহক, সেই অগ্নি যেন (আমাদিগের যজ্ঞে) উপবেশন করেন।

২৪। হে গৃহপ্রদাতা অগ্নি! তুমি এই যজ্ঞে দুই দীপ্তিমান্ ও বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী দেব, মিত্র ও বরুণ এবং আদিত্যগণ, মরুতগণ, স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ কর।

২৫। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি অবিনশ্বর, তোমার প্রশস্ত দীপ্তি মর্ত্ত্য উপাসককে অন্ন প্রদান কর।

২৬। হে অগ্নি! হব্যদাতা অদ্য কার্য্যদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিয়া অতি প্রশংসনীয় ও মহৈশ্বর্য্যশালী হউক। সেই মানব সর্ব্বদা যেন সম্যক্‌রূপে ত্বদীয় স্তোত্র উচ্চারণ করে।

২৭। হে অগ্নি! ত্বদীয় যে সকল স্তোত্রকারী তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, তাহারা অন্ন কামনা করিয়া আক্রমণকারী শত্রুগণকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া সমস্ত অন্নলাভ করে।

২৮। অগ্নি যেন নিজ তীক্ষ্ণ দীপ্তিদ্বারা (হব্য) ভোজী (রাক্ষসাদির) সংহার করেন এবং আমাদিগকে ধন প্রদান করেন।

২৯। হে সর্ব্বদর্শী জাতবেদা! তুমি শোভন পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ধন আহরণ কর। হে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী! তুমি রাক্ষসগণকে বিনাশ কর।

৩০। হে জাতবেদা! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। হে মন্ত্রের উৎপাদক অগ্নি! তুমি বিদ্বেষকারী হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৩১। হে অগ্নি! যে দুষ্টাভিপ্রায় মানব ভীষণ অস্ত্রদ্বারা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে, তাহা হইতে এবং পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৩২। হে দীপ্তি সম্পন্ন অগ্নি! যে মানব আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, সেই দুষ্কর্ম্মকারী মনুষ্যকে জ্বালা রূপ জিহ্বাদ্বারা অপসারিত কর।

৩৩। হে শক্রবিজয়ী অগ্নি! তুমি ভরদ্বাজকে অপরিমিত সুখ ও বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।

৩৪। স্তুতিদ্বারা প্রসাদিত, হব্যরূপ ধন লিপ্সু, প্রজ্বলিত, শুভ্র বর্ণ, অগ্নি শক্রদিগকে নাশ করিবার নিমিত্ত হব্যদ্বারা আহুত হইয়াছেন।

৩৫। মাতা (পৃথিবীর) গর্ভভূত অক্ষয় (বেদির উপর) দীপ্তিসম্পন্ন এবং পিতা স্বর্গলোকের পালনকারী অগ্নি যজ্ঞের (উত্তর বেদি নামক) স্থানে উপবিষ্ট আছেন।

৩৬। হে সর্ব্বদর্শী জাতবেদা! তুমি আমাদিগের নিকট সন্ততিসংকারে এরূপ অন্ন আনয়ন কর, যাহা স্বর্গলোকে দীপ্তি প্রকাশ করে।

৩৭। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি রম্য দর্শন, আমরা (হব্যরূপ) অন্ন-প্রদানপূর্ব্বক তোমার নিকট স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি।

৩৮। হে অগ্নি! তুমি রমনীয় তেজঃ সম্পন্ন ও দীপ্তিশালী, তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার ন্যায় গ্রহণ করিতেছি।

৩৯। হে অগ্নি! তুমি বাণদ্বারা শক্রনিহন্তা, প্রচণ্ড বলশালী, ধানুষ্কের ন্যায় এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় পুরীসকল নষ্ট করিয়াছ।

৪০। (ঋত্বিগ্‌গণ) হব্য ভোজী শোভন যাগ নিষ্পাদক যে অগ্নিকে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় হস্তে ধারণ করেন সেই অগ্নির (পরিচর্য্যা কর।

৪১। দেবগণের ভক্ষ্যদ্রব্যের (ভারগ্রহণ করিবার নিমিত্ত) প্রকৃষ্ট ধন প্রদাতা দেব অগ্নির আহরণ কর। সেই অগ্নি নিজ উচিত স্থানে উপবেশন করুন।

৪২। প্রাদুর্ভূত, অতিথিবৎ প্রিয়, গৃহাধিপতি অগ্নিকে জ্ঞানপ্রদায়ক আহবনীয় অগ্নিতে সংস্থাপিত কর।

৪৩। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! তুমি সেই সকল সুশিক্ষিত অশ্বগণকে (নিজরথে) যোজিত কর, যে সকল অশ্ব তোমাকে শীঘ্র যজ্ঞে আনয়ন করে।

৪৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হব্য ভোজন এবং সোমরস পান করিবার নিমিত্ত দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর।

৪৫। হে হব্যবাহক অগ্নি! তুমি উদ্ধতভাবে প্রদীপ্ত হও। হে অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন অমর! তুমি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হও।

৪৬। যে কোন হব্য প্রদানকারী মনুষ্য হব্যদ্বারা দেব পূজা করিবেন, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর হোতৃভূত, সত্য সহকারে যাগকারী অগ্নির পূজা করেন। তিনি যেন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া হব্যদ্বারা অগ্নির পূজা করেন।

৪৭। হে অগ্নি! আমরা তোমাকে হৃদয়দ্বারা সংস্কৃত ঋক্‌ রূপ হব্য প্রদান করিতেছি। বলশালী বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ হব্য হউক(৩)।

৪৮। অগ্নি (শত্রুর) ধন হরণ করিয়াছেন এবং রাক্ষসগণের সংহার করিয়াছেন। দেবগণ অগ্নিকে প্রধান ও প্রধানতঃ বৃত্রহন্তা বোধ করিয়া উদ্দীপিত করেন।

---

(৩) এখানে গো ও বৃষ আহুতি প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তুমি যে সোমপান করিবার নিমিত্ত (পণিগণ কর্ত্তৃক অপহৃত) গোসমূহ প্রকাশিত করিয়াছিলে, অঙ্গিরাগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সেই সোমরস পান কর। হে শত্রুনিধনকারী বজ্রপাণি! তুমি বলসম্পন্ন হইয়া অখিল বিঘ্নকারী শত্রুকে সংহার করিয়াছ।

২। হে নীরস সোমপায়ী, রক্ষাকারী, মনোজ্ঞহনু ও স্তোতৃগণের কাম-পূরক ইন্দ্র! তুমি এই (সোমরস) পান কর। হে গোত্রভিৎ, বজ্রধর, অশ্ব-নিয়ন্তা ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে বিবিধ অন্ন প্রদান কর।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি পুরাতন সোমের ন্যায় এই সোম পান কর। ইহা তোমার হর্ষ উৎপাদন করুক। আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ কর এবং ইহা দ্বারা বর্দ্ধিত হও। সূর্য্যকে প্রকাশিত কর, আমাদিগকে অন্ন ভোজন করাও, আমাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর এবং (পণিগণকর্ত্তৃক অপহৃত) ধেনুবৃন্দ প্রকাশিত কর।

৪। হে অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিশালী. এই সমস্ত পীত মাদক সোমরস তোমাকে বিশেষরূপে অভিষিক্ত করুক। বলশালী তুমি সর্ব্বগুণে গুণবান্, সমর্থ, বিচিত্র ও শত্রুনিধনকারী; মদকর এই সকল সোমরস তোমার নিরতিশয় আনন্দ উৎপাদন করুক।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি (সোমরস) দ্বারা উল্লাসিত হইয়া নিবিড় তমো ভেদ করিয়া সূর্য্য ও উষাকে স্থাপিত করিয়াছ এবং স্বস্থান হইতে অবিচলিত ধেনুগণের চারিদিকে অবস্থিত মহা অদ্রি বিদারণ করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি নিজ জ্ঞান, কার্য্য ও শক্তি দ্বারা অপরিণত গো-সমূহে পরিণত (দুগ্ধ) অর্পণ করিয়াছ; তুমি ধেনুগণের (নির্গমনের) নিমিত্ত

দৃঢ় দ্বার সকল উদ্ঘাটিত করিয়াছ; তুমি অঙ্গিরাগণের সহিত সমবেত হইয়া গোষ্ঠ হইতে ধেনুবৃন্দ উন্মুক্ত করিয়াছ।

৭। হে ইন্দ্র! মহৎকার্য্যদ্বারা বিস্তীর্ণ পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছ। তুমি বলশালী, তুমি বিশাল স্বর্গকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমি পুরাতন মাতা ঋতের কন্যা ও দেবমাতা স্বর্গ ও পৃথিবী পোষণ করিতেছ।

৮। হে ইন্দ্র! যৎকালে পাপিষ্ঠ (বৃত্র) দেবগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন সমস্ত দেবগণ যুদ্ধার্থ বলশালী তোমাকে আপনাদিগের অগ্রে অধ্যক্ষস্বরূপ স্থাপন করিয়াছিলেন। মরুৎগণ সংগ্রামে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন।

৯। যৎকালে অন্ন প্রদাতা ইন্দ্র আক্রমণকারী অহিকে বধ করিয়া মহানিদ্রায় অভিভূত করিলেন তৎকালে স্বর্গ ত্বদীয় বজ্র ও ক্রোধ এই উভয়ের ভয়ে অবসন্ন হইয়াছিল।

১০। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! ত্বষ্টা তোমার জন্য সহস্রধার ও শতপর্ব্ব বজ্রনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র! তদ্দ্বারা তুমি উগ্রকাম উদ্ধত প্রকৃতি, বিকট শব্দকারী অহিকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছ।

১১। হে ইন্দ্র! অখিল মরুৎগণ সম্প্রীতিভাজন হইয়া তোমাকে (স্তোত্র দ্বারা) বর্দ্ধিত করে, তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন(১) এবং মদকর শত্রুনাশক সোমপূর্ণ তিনটী নদী প্রবাহিত হউক।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি (বৃত্র কর্তৃক) সমাচ্ছাদিত নদী সকলের প্রকাণ্ড বারিরাশি উন্মুক্ত করিয়াছ; তুমি জলরাশি মুক্ত করিয়াছ। তুমি সেই সমস্ত নদীকে নিম্নপথে প্রবাহিত করিয়াছ; তুমি বেগবান্ সলিলরাশিকে সমুদ্রে লইয়া গিয়াছ।

১৩। হে ইন্দ্র! এইরূপে তুমি সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী, ঐশ্বর্য্যশালী, মহান্, ওজস্বী, ক্ষয় রহিত, বলপ্রদাতা, (মরুৎরূপে) শোভন

(১) এখানেও মহিষ পাকের উল্লেখ আছে।

সন্ততিমান্, অস্ত্রধারী ও বজ্রধর; তোমাকে আমাদিগের নবীন স্তোত্র আমাদিগের রক্ষা করণে প্রবর্ত্তিত করুক।

১৪। হে ইন্দ্র! আমরা দীপ্তিসম্পন্ন ও মেধাবী; তুমি আমাদিগকে বল, পুষ্টি, অন্ন ও ধন লাভের নিমিত্ত আশ্রয় প্রদান কর। পরিচারকগণের সহিত ভরদ্বাজকে স্তবকারী পুত্রপৌত্রাদি প্রদান কর এবং ভবিষ্যতে আমাদিগের (রক্ষক হও)।

১৫। আমরা যেন এই স্তুতিদ্বারা দীপ্তিশালী ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন-লাভ করি, আমরা যেন উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ বৎসর) সুখভোগ করি।

---

১৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (হে ভরদ্বাজ! তুমি অভিভবকারী, তেজোবিশিষ্ট, শত্রুনিধনকারী, অধৃষ্য ও বহুলোকের আহূত ইন্দ্রেরই স্তব কর) তুমি এই সমস্ত স্তোত্রদ্বারা অপ্রতিহত প্রভাব, ওজস্বী শত্রুবিজয়ী ও পুরুষগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্রের সংবর্দ্ধনা কর।

২। তিনি যোদ্ধা দানশীল, যুদ্ধব্যাপৃত, সহানুভূতিসম্পন্ন, বহুলোকের উপকারক, শব্দকারী, ঋজীষ, সোমপায়ী (সংগ্রামে) রেণু সকলের উত্থাপক, বলশালী এবং মনুর সন্তানগণের প্রধান রক্ষাকারী।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি দস্যুদিগকে শীঘ্র স্ববশে আনয়ন করিয়াছ এবং তুমিই প্রধানতঃ আর্য্যদিগকে পুত্রদাসাদি প্রদান করিয়াছ(১)। হে ইন্দ্র! তোমার তাদৃশ বীর্য্য প্রকৃত পক্ষে আছে কি(২)? তুমি সময়ে সময়ে সেই বীর্য্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিও।

(১) এখানে আর্য্য কর্ত্তৃক দস্যুর বশীকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) উপাসকদিগের মনে ইন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সময়ে সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হইত, তাহা ৩। ৪ ঋকে উপলব্ধি হয়।

৪। তথাপি হে বলবত্তম ইন্দ্র! তুমি বহুযজ্ঞে প্রাদুর্ভূত ও অস্মদীয় শত্রুগণের হিংসাকারী; তোমার তাদৃশ প্রচণ্ড ও প্রবৃদ্ধ বল আছে, আমি এইরূপ বিশ্বাস করি। কারণ তুমি ওজস্বী, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শত্রুগণের অজেয়, অথচ জেয়শত্রুগণের নিধনকারী।

৫। হে অবিচলিত (পর্ব্বতাদির) সঞ্চালনকারী, মনোজ্ঞ দর্শন ইন্দ্র! আমাদিগের পুরাতন বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। তুমি স্তবকারী অঙ্গিরাগণের সহিত অস্ত্র নিক্ষেপকারী বলকে বধ করিয়াছ এবং তদীয় নগর ও নগর-দ্বার সকল উদ্‌ঘাটিত করিয়াছ।

৬। ওজস্বী, স্তোতৃগণের সামর্থ্য বিধায়ী ইন্দ্র, মহাসংগ্রামে স্তোতৃ-বর্গের আহ্বানার্হ; বজ্রধারী ও সংগ্রামে স্তোত্রদ্বারা বিশিষ্টরূপে বন্দনীয় সেই ইন্দ্র পুত্র ও পৌত্রগণের লাভার্থও বন্দনীয় হয়েন।

৭। তিনি অক্ষয়, শত্রুদমনকারী ও বলদ্বারা মানব জন্মের উন্নতি-সাধন করিয়াছেন। নেতৃশ্রেষ্ঠ সেই ইন্দ্র কীর্ত্তি, বল, ধন ও বীরত্বের সহিত একত্র অবস্থিতি করেন।

৮। যিনি ক[illegible]গ্রামে) হতবুদ্ধি হয়েন নাই, যিনি কখনও নিষ্ফল বস্তুর উৎপাদক [illegible]ন নাই, প্রসিদ্ধনামা যিনি শত্রুদিগের পুরী-নাশে এবং নিধনে বিশেষ সচেষ্ট; হে ইন্দ্র! সেই তুমি চুমুরি, ধুনি, পিপ্রু, শবর ও শুষ্ণকে সংহার করিয়াছ।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি ঊর্দ্ধগামী, শত্রুহ্রাসকারী, প্রশস্যতর বল সহকারে সংহারার্থ রথোপরি আরোহণ কর। দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ কর। হে ধন-প্রদাতা তুমি গমনপূর্ব্বক শত্রুদিগের মায়া একবারে উচ্ছেদ কর।

১০। হে ইন্দ্র! অগ্নি যেরূপ নীরস বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ত্বদীয় বজ্র (শত্রু সংহার করে), তুমি বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর। তুমি নিঃশেষরূপে রাক্ষস সকলকে ভস্মসাৎ কর। তুমি অনিবার্য্য ও বিপুল (বজ্র) দ্বারা শত্রু-গণকে পেষণ করিয়াছ, (রণস্থলে) সিংহনাদ করিয়াছ এবং সমস্ত দুরিত নষ্ট করিয়াছ।

১১। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, বহুলোকের বন্দনীয় শক্তিপুত্র ইন্দ্র! কেহ বলদ্বারা তোমাকে বিযুক্ত করিতে সমর্থ হয় না। তুমি অসংখ্য বলশালী, বাহনদ্বারা ধন সহকারে আমাদিগের নিকট আগমন কর।

১২। ঐশ্বর্য্যশালী, শক্র নিহন্তা, প্রাচীন ইন্দ্রের মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করিয়াছে। এই ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ, উপমান, অথবা আদর্শ নাই।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্ব (দিবোদাস) এই তিন জনের জন্য যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ, তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত আছে, তুমি তাঁহাকে অতিথিগ্বকে) বহু সহস্র ধন প্রদান করিয়াছ এবং বিজয়ী (বজ্র) দ্বারা পৃথিবীস্থিত দ্রুতগামী (অতিথিগ্বকে) বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ।

১৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন অখিলস্তোতৃগণ! অহি সংহারের নিমিত্ত তোমার স্তব করিয়াছেন। স্তোতৃবর্গের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তুমি (দারিদ্র্যাদিদ্বারা) পীড়িত যজমান ও তদীয় পুত্রকে ধন প্রদান করিয়াছ।

১৫। হে ইন্দ্র! স্বর্গ, পৃথিবী ও অমর দেবগণ ত্বদীয় বল স্বীকার করে। হ বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! তুমি অসম্পাদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান র এবং (ত্বদীয়) যজ্ঞ সকলে নূতন স্তোত্রের উৎপত্তি বিধান কর।

—

১৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। রাজার ন্যায় জনগণের অভীষ্টপূরক, প্রভূত বলশালী ইন্দ্র স্থানে আগমন করুন। (স্বর্গ ও মর্ত্ত্য) উভয় লোকের উপর বিস্তৃতপরাক্রম এবং শক্র বলদ্বারা অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র যেন আমাদিগের নিকট বীরত্ব প্রকাশের জন্য বৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি বিপুলদেহ ও প্রখ্যাতগুণ, যজমানগণ যেন তাঁহার সমুচিত পরিচর্য্যা করেন।

২। মহান্, দ্রুতগামী, অক্ষয়, নিত্যতরুণ, অজেয়, বলে বলবান্ ও দ্রুতবর্দ্ধনশীল ইন্দ্রকে আমাদিগের স্তোত্র দানার্থ উত্তেজিত করে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নদানার্থে আমাদিগের অভিমুখে তোমার বিস্তীর্ণ, কর্ম্মক্ষম ও দানশীল করদ্বয় প্রসারিত কর। হে জিতেন্দ্রিয়! পশু পালক যেরূপ পশু যূথকে (সঞ্চারিত করে), তদ্রূপ তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে সঞ্চারিত করিও।

৪। আমারা অন্নাভিলাষী হইয়া এই যজ্ঞে বলবান্ সহায় (মরুৎ) গণের সহিত শত্রুনিহন্তা, প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের স্তব করিতেছি। হে ইন্দ্র! ত্বদীয় প্রাচীন স্তোতৃবর্গের ন্যায় আমারাও যেন অনিন্দ্য, পাপরহিত ও অহিংসিত হই।

৫। নদী সকল যেরূপ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, তদ্রূপ তাবৎ হিতকর, ধনব্রত, রক্ষক, ধনদাতা, সোমরসপ্রবৃদ্ধ, বাঞ্ছিত ধনের অধিপতি ও অন্নদাতা সেই ইন্দ্রে সমবেত হয়।

৬। হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে প্রকৃষ্টতম বল প্রদান কর। হে শত্রুবিজয়ী! আমাদিগকে দুঃসহ ও ওজস্বিতম দীপ্তি প্রদান কর। হে অশ্বাধিপতি! তুমি আমাদিগের সুখ বিধানার্থ মনুষ্যগণের (ভোগের) উপযোগী সমুজ্জ্বল ও বলকারক তাবৎ ধন আমাদিগকে অর্পণ কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে শত্রুসৈন্যবিজয়ী ও অনিবার্য্য সেই উল্লাস প্রদান কর। তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা বিজয় লাভ করিয়া সেই উল্লাশ বশতঃ পুত্রপৌত্রলাভার্থ তোমার স্তব করিতে পারিব।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে অর্থোৎপাদক, শক্তিবিধায়ক, প্রভূত বল প্রদান কর। তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা সংগ্রামে কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, সমস্ত শত্রুকে সেই বলদ্বারা সংহার করিতে সমর্থ হইব।

৯। হে ইন্দ্র! তেজোবিধায়ী ত্বদীয় বল পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগ হইতে যেন আমাদিগের অভিমুখে আগমন করে। ইহা যেন প্রতিদিক হইতে আমাদিগের নিকট আগমন করে। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুখের সহিত ধন প্রদান কর।

১০। হে ইন্দ্র! আমরা ত্বদীয় রক্ষাদ্বারা পরিচালিত হইয়া পরিচারকবৃন্দ ও কীর্ত্তি সহকারে অভিলষিত ধন উপভোগ করিতেছ। হে ইন্দ্র! তুমি

(স্বর্গীয় ও পার্থিব) উভয় ধনের অধিপতিস্বরূপ বিরাজ করিতেছ; অতএব তুমি আমাদিগকে মহৎ, অসীম এবং মহামূল্য রত্ন প্রদান কর।

১১। আমরা অভিনব রক্ষার নিমিত্ত এই যজ্ঞে সেই ইন্দ্রের আহ্বান করিতেছি। তিনি মরুৎগণ সমবেত, অভীষ্টবর্ষী, সমৃদ্ধ, শত্রুদ্বারা অকদর্থিত, দীপ্তিমান্, শাসনকারী, সর্ব্বাভিভাবী, প্রচণ্ড ও বলপ্রদ।

১২। হে বজ্রধর! আমি যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করে, তাহাকে খর্ব্ব কর। সম্প্রতি আমরা তোমাকে যুদ্ধকালে এবং পুত্র, পশু ও উদক (লাভের নিমিত্ত) আহ্বান করি।

১৩। হে বহুলোকের বন্দনীয় ইন্দ্র! আমরা যেন এই সমস্ত (স্তোত্র-রূপ) বন্ধু কার্য্যদ্বারা তোমার সহিত সমুদয় শত্রু সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগের অপেক্ষা প্রবল হই। হে বীর! আমরা যেন তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যদ্বারা সুখী হই।

---

২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে শক্তিপুত্র ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রুনিহন্তা একটী পুত্র প্রদান কর। সূর্য্য যেরূপ নিজ দীপ্তিদ্বারা পৃথিবী আক্রমণ করেন, তদ্রূপ সেই (পুত্ররূপ) ধন সংগ্রামে বলদ্বারা শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে(১)।

২। বস্তুতঃ হে ইন্দ্র! স্তোতৃবর্গ স্তোত্রদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় তোমাতে সমস্ত বল অর্পণ করিয়াছেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র! তুমি বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া সেই বলদ্বারা বারিনিরোধক অহি বৃত্রকে বধ করিয়াছ।

---

(১) ঋগ্বেদের সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ঋষি তাঁহারাই, আবার যোদ্ধা; যাঁহারা যোদ্ধা তাঁহারাই স্তুতিকারী ঋষি। স্তোতা ও যোদ্ধাগণের ভিন্ন ভিন্ন "জাতি" সৃষ্ট হয় নাই।

৩। যৎকালে হিংসকগণের হিংসাকারী, নিরতিশয় ওজস্বী, বল-বত্তম, অন্নদাতা ও প্রবৃদ্ধ-তেজা ইন্দ্র শত্রুপুরী সমূহের বিদারক বজ্র প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি মধুর সোমরসের অধিপতি হইলেন।

৪। হে ইন্দ্র! রণস্থলে বহুহব্য প্রদাতা, তোমার সহায়ভূত মেধাবী (কুৎস) হইতে ভীত হইয়া পণিগণ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছিল। তিনি বলশালী শুষ্ণের কপটতা আয়ুধদ্বারা খর্ব্ব করিয়া ত্বদীয়) সমস্ত অন্ন আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

৫। যখন বজ্র পতনে শুষ্ণ প্রাণ ত্যাগ করিল, তখন মহা পীড়নকারী শুষ্ণের সমগ্র বল বিনষ্ট হইল এবং ইন্দ্র সূর্য্যের পূজার নিমিত্ত নিজ সারথীভূত কুৎসের (ব্যবহারার্থ) নিজ রথ বিস্তৃত করিলেন।

৬। যৎকালে ইন্দ্র উপদ্রবকারী নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়া এবং সয়ের পুত্র নিদ্রিত নমীকে রক্ষা করিয়া অক্ষয় ধন ও অন্নদ্বারা তাঁহাকে যোজিত করিলেন, তখন শ্যেনপক্ষী ইন্দ্রের নিকট মদকর সোম বহন করিয়াছিল।

৭। হে বজ্রধর! তুমি দুরন্ত মায়াবী পিপ্রুর সুদৃঢ় নগরী সকল বল-দ্বারা বিদারিত করিয়াছ। হে বদান্য ইন্দ্র! তুমি হব্যরূপ ধনপ্রদাতা (রাজর্ষি) ঋজিশ্বাকে অক্ষয় ধন প্রদান করিয়াছ।

৮। অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র বেতসু, দশোণি, তূতুজি, তুগ্র এবং ইভকে মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় (রাজা) দোতনের নিকট সর্ব্বদা প্রশান্ত-ভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

৯। অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র, হস্তে শত্রুনাশক বজ্রধারণ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধা-কারী শত্রুগণের সংহার করেন। বীর যেরূপ রথে আরোহণ করে, তদ্রূপ তিনি নিজ যুগ্মাশ্ব (রথে) আরোহণ করেন। বাঙ্মাত্রে নিযুক্ত ত্বদীয় অশ্বদ্বয় মহেন্দ্রকে বহন করে।

১০। হে ইন্দ্র! আমরা ত্বদীয় রক্ষাদ্বারা (অনুগৃহীত হইয়া) নূতন ধন প্রার্থনা করিতেছি। তুমি যজ্ঞবিঘাতকদিগকে নষ্ট করিয়া (ত্বদীয়) ধন পুরুকুৎসকে প্রদান পুরঃসর বজ্রদ্বারা শরতের সপ্তপুরী বিদারিত করিয়াছ বলিয়া, মনুষ্যগণ যজ্ঞে এই স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি ধনার্থী হইয়া কবিপুত্র উশনার প্রাচীন উপকারক হইয়াছ। তুমি নববাস্তুকে বধ করিয়া ক্ষমতাশালী পিতা (উশনার) নিকট ত্বদীয় দেয় পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছ।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি (শত্রুগণের) কম্পনবিধায়ী, তুমি ধুনি-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ বারিরাশিকে বেগবতী নদীসকলের ন্যায় প্রবাহিত করাইয়াছ। হে বীর! যৎকালে তুমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলে, তখন সমুদ্র পারে অবস্থিত তুর্বশ ও যদুকে সমুদ্র পার করাইয়াছিলে।

১৩। হে ইন্দ্র! সংগ্রামে এসমস্ত তোমারই কার্য্য। তুমি সুপ্তধুনি ও চুমুরিকে মহা নিদ্রায় অভিভূত করিয়াছ। তৎপরে দভীতি (নামক রাজর্ষি) সোমাভিষব, হব্যপাক ও ইন্ধন সঞ্চয় করিয়া হব্যরূপ অন্নদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

---

২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু নবম ও একাদশ ঋকে বিশ্ব দেবগণ দেবতা।
ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে বীর ইন্দ্র! তুমি রথারূঢ় অক্ষয় ও নবীনতর। একান্ত অভিলাষী, স্তবকারী (ভরদ্বাজের) এই সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তোত্র তোমাকে আহ্বান করিতেছে। শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্য্যহেতু ধন তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছে।

২। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন ও যজ্ঞদ্বারা উল্লাসিত হয়েন, যিনি বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন যাঁহার মাহাত্ম্য স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করে, আমি সেই ইন্দ্রের স্তব করি।

৩। সেই ইন্দ্রই অপ্রকাশিত বিস্তীর্ণ অন্ধকার, সূর্য্যদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। হে বলশালী অবিনশ্বর ইন্দ্র! যে কোন সময়ে মর্ত্ত্যগণ তোমার বসতির যাগ করিতে অভিলাষ করে, তাহারা কখনই কাহাকেও হিংসা করে না।

৪। যে ইন্দ্র এই সমস্ত (বৃত্র বধাদি) কার্য্য করিয়াছেন, তিনি কোন্ স্থানে এবং কোন্ লোকের মধ্যে আছেন? হে ইন্দ্র! কীদৃশ যজ্ঞ তোমার

হৃদয়ের প্রীতিকর; কোন্ স্তোত্র তোমাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ? কোন্ হোতাই বা তোমার প্রীতি বিধানে সমর্থ?।

৫। হে বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! পূর্ব্বকালজাত পুরাতন (অঙ্গিরা প্রভৃতি) ইদানীন্তন সময়ের ন্যায় যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তোমার বন্ধু হইয়াছিলেন। মধ্যকালীন ও ইদানীন্তনগণও সেইরূপ হইয়াছেন। অতএব হে বহুলোকের বন্দনীয়! তুমি অর্ব্বাচীন (এই ব্যক্তিরও স্তোত্র) শ্রবণ কর।

৬। হে বীর, স্তোত্রপ্রিয় ইন্দ্র! অর্ব্বাচীন মনুষ্যগণ তোমার পূজার্থ ত্বদীয় উৎকৃষ্ট পুরাতন ও মহৎকার্য্য সকল (স্তোত্রদ্বারা) নিবদ্ধ করে। আমরা যে সকল কর্ম্ম অবগত আছি, তদ্দ্বারা তোমার স্তব করিতেছি। তুমি বলশালী।

৭। হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণের বল তোমার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সেই প্রাদুর্ভূত মহাবলের বিরুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান কর। হে শত্রু বিজয়ী! তুমি পুরাতন, সহচর, মিত্রভূত নিজ বজ্রদ্বারা সেই বল দূরীভূত কর।

৮। হে স্তোতৃবর্গের পোষণকারী, বীর ইন্দ্র! তুমি ইদানীন্তন স্তোত্রকারীর (অর্থাৎ আমার) স্তোত্র শীঘ্র শ্রবণ কর, কারণ তুমি পূর্ব্বকালে যজ্ঞে সর্ব্বদা পিতৃগণের বন্ধুর ন্যায় আহ্বান শ্রবণ করিতে।

৯। অদ্য আমাদিগের আশ্রয় ও রক্ষার নিমিত্ত বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, মরুৎগণ, পুষা, বিষ্ণু, বহুকর্ম্মনিষ্পাদক অগ্নি, সবিতা, ওষধিসমূহ ও পর্ব্বতগণকে (স্তোত্র দ্বারা) প্রসন্ন কর।

১০। হে বহু শক্তিসম্পন্ন ও সম্যক্‌রূপে যাগার্হ ইন্দ্র! এই স্তোতৃবর্গ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। হে স্তূয়মান অবিনশ্বর ইন্দ্র! আমি স্তবকারী, তুমি আমার স্তোত্র শ্রবণ কর, কারণ কোনও দেবই তোমার সদৃশ নহে।

১১। হে শক্তিপুত্র সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি মদীয় বাক্যে যজ্ঞার্হ সেই সমস্ত দেবগণের সহিত শীঘ্র আগমন কর। যাঁহারা অগ্নিরূপ জিহ্বাদ্বারা যজ্ঞ ভোজন করেন এবং যাঁহারা মনুকে শত্রুবিজয়ী করিয়াছেন।

১২। হে মার্গনির্ম্মিতা সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি সুগম ও দুর্গম পথে আমাদিগের পুরোযায়ী হও। হে ইন্দ্র! ক্লান্তি রহিত, বিপুল বাহকশ্রেষ্ঠ ত্বদীয় অশ্বগণদ্বারা তুমি আমাদিগের নিকট অন্ন বহন কর।

---

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। মানবগণের (বিপদকালে) যিনি একমাত্র আহ্বান যোগ্য, যিনি (স্তোতৃবর্গের নিকট) আগমন করেন, যিনি অভীষ্টপূরক, বলবান্, সত্যনিষ্ঠ, শত্রুবিজয়ী, বিবিধ জ্ঞান সম্পন্ন ও শক্তিমান্, আমি এই সমস্ত স্তোত্রদ্বারা সেই ইন্দ্রের স্তব করিতেছি।

২। আমাদিগের প্রাচীন পিতা নবগ্ব সপ্তর্ষিগণ হব্য প্রদানপূর্ব্বক সেই ইন্দ্রেরই স্তব করিয়াছিলেন, তিনি শত্রুগর্ব্ব খর্ব্বকারী, পর্য্যটনকারী, মেঘ সমূহে অবস্থিত ও অলঙ্ঘ্য বাক্।

৩। আমরা সেই ইন্দ্রের নিকট পুত্রপৌত্রাদি পরিচারকবর্গ ও পশুযূথ সহকারে অবিচ্ছিন্ন, অক্ষয় ও সুখদায়ক ধন প্রার্থনা করিতেছি। হে অশ্বগণের অধিপতি! তুমি আমাদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত সেই ধন আহরণ কর।

৪। হে ইন্দ্র! যদি পূর্ব্বকালে ত্বদীয় স্তোতৃগণ সুখলাভ করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকেও সেই সুখ প্রদান কর। হে দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুবিজয়ী, ঐশ্বর্য্যশালী পুরুহূত! তুমি অসুরনিহন্তা(১), তোমার জন্য কোন্ ভাগ ও কোন হব্য কল্পিত হইয়াছে?।

৫। যে যজমান স্তুতিদ্বারা বজ্রপাণি, রথারূঢ়, বহুলোকের আশ্রয়দাতা, বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, বলপ্রদাতা ইন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন করে, সেই যজমান শীঘ্র সুখলাভ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয় এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়।

৬। হে নিজবলে বলিয়ান্ ইন্দ্র! তুমি এই মায়াদ্বারা প্রবৃদ্ধ, প্রসিদ্ধ বৃত্রকে পর্ব্বযুক্ত ও মনোবৎ বেগগামী বজ্রদ্বারা চূর্ণ করিয়াছ। হে শোভন

---

(১) মূলে "অসুরঘ্নঃ" আছে। ৫।১২।১ ঋকের টীকা দেখ।

দীপ্তিশালী মহেন্দ্র! তুমি নিজ দুর্দ্ধর্ষ বজ্রদ্বারা অক্ষয়, অশিথিল ও দৃঢ় (পুরী সকল) ভগ্ন করিয়াছ।

৭। হে ইন্দ্র! আমি প্রাচীনদিগের ন্যায় প্রাচীন ও নিরতিশয় বলশালী তোমার (গৌরব) নবীনতর স্তোত্রদ্বারা বিস্তৃত করিতেছি। অপরীমেয় ও শোভন বহনকারী ইন্দ্র যেন আমাদিগকে সমস্ত বিঘ্ন হইতে উদ্ধার করেন।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি উৎপীড়কদিগের জন্য পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ-স্থিত স্থান সকল সন্তপ্ত কর। হে অভীষ্টবর্ষী! তুমি নিজ দীপ্তিদ্বারা সর্ব্বত্র তাহাদিগকে দাস কর এবং স্তুতি দ্বেষ্টার নিমিত্ত স্বর্গ ও অন্তরীক্ষকে সন্তপ্ত কর।

৯। হে সমুজ্জ্বলমূর্ত্তি ইন্দ্র! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব জনগণের অধীশ্বর। হে স্তুত্যতীত ইন্দ্র! তুমি যে বজ্রদ্বারা মায়া উচ্ছিন্ন কর, দক্ষিণ হস্তে সেই বজ্রধারণ কর।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে সমবেত, বিপুল মঙ্গলময় সম্পত্তি প্রদান কর, যেন শত্রুগণ বর্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। হে বজ্রধর! তুমি যে সম্পত্তিদ্বারা কি দস্যু কি আর্য্য সমুদয় মানব শত্রুকে(২) সুজেয় সম্পাদন করিয়াছ।

১১। হে বহু লোকের বন্দনীয়, সৃষ্টি বিধায়ক, যাগার্হ ইন্দ্র! তুমি সর্ব্ব প্রশংসিত সেই সমস্ত অশ্ব সমভিব্যাহারে আমাদিগের নিকট আগমন কর, যাহাদিগকে কি অদেব, কি দেব, কেহই নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এই সমুদয় (অশ্ব) সমভিব্যাহারে তুমি শীঘ্র আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হও।

---

(২) ভারতবর্ষে লোকের মধ্যে তৎকালে এই বিভাগটী ছিল, "আর্য্য" ও "দস্যু।" অন্য প্রকার জাতি সৃষ্ট হয় নাই।

২৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোমরস অভিষুত, মহাস্তোত্র পঠিত ও উপাসনা সম্পাদিত হইলে, তুমি (নিজ রথে অশ্ব যোজনা করিতে) প্রস্তুত হও অথবা, হে মঘবা! তুমি হস্তে বজ্রধারণ করিয়া রথে যোজিত অশ্বদ্বয়সহকারে আমাদিগের নিকট আগমন কর।

২। অথবা, হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গে বীরসেব্য সংগ্রামে উপস্থিত হইলে অভিষবকারী যজমানকে রক্ষা কর এবং নির্ভীক হইয়া ধার্ম্মিক সন্ত্রস্ত যজমানের বিঘ্নকারী দস্যুগণকে বশীভূত কর।

৩। যিনি স্তবকারীকে নিরাপদমার্গে লইয়া যান, সেই ভীষণ ইন্দ্র অভিষুত সোমরস পান করুন। তিনি যেন যাগকুশল সোমাভিষবকারীকে স্থান এবং স্তবকারীকে ধন দান করেন।

৪। ইন্দ্র বজ্রধর ও সোমপায়ী, তিনি ধেনু ও মনুষ্যের জন্য বহুপুত্রোপেত পুত্র প্রদান করেন এবং স্তবকারীর স্তোত্র শ্রবণ ও স্বীকার করেন, তিনি যেন নিজ অশ্বদ্বয়সহকারে সমুদয় যাগে আগমন করেন।

৫। যিনি প্রাচীনকাল হইতে আমাদিগের জন্য কার্য্য করিতেছেন, আমরা সেই ইন্দ্রের অভিলষিত (স্তোত্র) উচ্চারণ করি। সোমরস অভিষুত হইলে তাঁহার স্তব করি এবং তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত হব্য যেন তাঁহার বৃদ্ধিকারক হয় এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করি।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোত্র সকল বৃদ্ধি বিধায়ক করিয়াছ বলিয়া আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক সেইগুলি তোমার উদ্দেশে উচ্চারণ করি। হে অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্র! আমরা যেন হব্যসহকারে নিরতিশয় সুখদায়ক এবং রমণীয় স্তোত্র প্রদান করি।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি প্রীত হইয়া আমাদিগের পুরোডাশ স্বীকার কর। দধ্যাদি মিশ্রিত সোমরস শীঘ্র পান কর। যজমান (প্রদত্ত) কুশোপরি

উপবেশন কর। যে যজমান তোমার উপর নির্ভর করেন, তাঁহার স্থান বিস্তৃত কর।

৮। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তুমি সেচ্ছানুসারে উল্লাসিত হও। এই সমস্ত সোমরস তোমার নিকট উপস্থিত হউক। হে পুরুহূত! আমাদিগের আহ্বান যেন তোমার নিকট উপস্থিত হয়। এই স্তুতি যেন আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে প্রবৃত্তি প্রদান করে।

৯। হে বন্ধুগণ! সোমরস অভিষুত হইলে তোমরা সেই বদান্য ইন্দ্রকে ইচ্ছানুরূপ সোমরসদ্বারা প্রসন্ন কর। তাঁহার জন্য ইহার পরিমাণ যেন প্রচুর হয়, কারণ তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে পোষণ করিবেন। ইন্দ্র অভিষবকারী যজমানের প্রতি যত্ন লইতে অবহেলা করেন না।

১০। সোমরস অভিষুত হইলে হব্যদাতার ঈশ্বর ইন্দ্র স্তোতার সন্মার্গ প্রদর্শক এবং বাঞ্ছিতধনপ্রদাতা হইবেন বলিয়া ভরদ্বাজ তাঁহার এই রূপে স্তব করিয়াছেন।

---

২৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। সোমরস বিশিষ্ট যাগে ইন্দ্রের সোমপান জনিত হর্ষ এবং উপাসনা সহিত স্তোত্র (যজমানের কামনা) পূর্ণ করে। সোমপায়ী, ঋজীষ-সোমগ্রহীতা মঘবা স্তোত্র সহকারে যজমানগণের অর্চনীয়। স্বর্গনিবাসীর স্তোত্রাধিপতি ইন্দ্র রক্ষাবিষয়ে ক্লান্তি বোধ করেন না।

২। রিপু নিধনকারী, পরাক্রান্ত, মানবহিতকারী, বিবেকসম্পন্ন, স্তোত্রশ্রবণকারী, স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারী, গৃহপ্রদাতা, মনুষ্যগণের স্তুতি-ভাজন, স্তোতৃগণের পোষণকারী, অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র, যজ্ঞে আমাদিগ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া আমাদিগকে অন্ন প্রদান করেন।

৩। হে পরাক্রান্ত ইন্দ্র! চক্রদ্বয়ের অক্ষবৎ ত্বদীয় মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছে। হে পুরুহূত! বৃক্ষের শাখা সমূহের ন্যায় ত্বদীয় অসংখ্য রক্ষণকার্য্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে।

৪। হে বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! তুমি প্রজ্ঞাশালী, ধেনুগণের মার্গের ন্যায় তোমার শক্তি সকল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে। হে দানশীল! বৎসগণের রজ্জুর ন্যায় ত্বদীয় শক্তি সকল স্বয়ং অনিরুদ্ধ হইয়া অসংখ্য শত্রুকে বন্ধন করে।

৫। ইন্দ্র অদ্য এককর্ম্ম সম্পাদন করেন, পর দিন অন্য এককর্ম্ম সম্পাদন করেন, ফলতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ সৎ ও অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি, মিত্র, বরুণ, পূষা, ও অর্য্য (সবিতা) এই যজ্ঞে যেন আমাদিগের কামপূরক হয়েন।

৬। হে ইন্দ্র! (মনুষ্যগণ) স্তোত্র ও হব্যদ্বারা পর্ব্বতশিখর হইতে বারিরাশির ন্যায় তোমা হইতে স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু লাভ করে। হে স্তোত্রদ্বারা বন্দনীয়! অশ্বগণ যেরূপে বেগ সহকারে সংগ্রামে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ তাহারা এই সমস্ত স্তোত্র সহকারে অন্নাভিলাষী হইয়া তোমার নিকট গমন করে।

৭। সংবৎসর ও মাস সকল যে ইন্দ্রের বার্দ্ধক্য বিধান করিতে সমর্থ হয় না, অথবা দিন সকল যাঁহাকে দুর্ব্বল করিতে পারেনা, সেই মহান ইন্দ্রের দেহ আমাদিগের স্তোত্র ও প্রার্থনাদ্বারা স্তূয়মান হইয়া যেন নিয়ত বৃদ্ধি লাভ করে।

৮। যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, সে দৃঢ় গাত্র, সংগ্রামে অবিচলিত ও উৎসাহ সমন্বিত হইলেও আমাদিগের স্তুতিভাজন ইন্দ্র তাহার বশীভূত হন না। মহাপর্ব্বত সকলও ইন্দ্রের পক্ষে সুগম এবং অগাধ স্থান ও ইঁহার অবিষয়ীভূত নহে।

৯। বলশালী, সোমপায়ী ইন্দ্র! তুমি দুরবগাহে এবং উদারচিত্তে আমাদিগকে অন্ন ও বল প্রদান কর। সদাশয় ইন্দ্র! তুমি অহোরাত্র আমাদিগের রক্ষাবিষয়ে তৎপর হও।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যজমানের সহিত সঙ্গত হও। সন্নিহিত ও দূরস্থিত শত্রু হইতে তাঁহাকে রক্ষা কর। তাঁহাকে গৃহে কিম্বা অরণ্যে রিপু হইতে রক্ষা কর এবং আমরা যেন পুত্র-পৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া শত বৎসর সুখ ভোগ করি।

২৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে বলসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে অধম, উত্তম ও মধ্যম সর্ব্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা সম্যক্‌রূপে পালন কর। হে ভীষণ ইন্দ্র! তুমি বলশালী, তুমি অন্নসকলদ্বারা আমাদিগকে যোজিত কর।

২। হে ইন্দ্র! আমরা শত্রুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তুমি আমাদিগের এই সমস্ত স্তুতিদ্বারা আমাদিগের সৈন্য সকলকে রক্ষা করিয়া সংগ্রামে শত্রুকোপ বিধ্বস্ত কর। এই সমস্ত স্তুতিদ্বারা তুমি আর্য্যের জন্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান দাসদিগকে বিনষ্ট কর(১)।

৩। হে ইন্দ্র! কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, যাহারা আমাদিগের সম্মুখীন হইয়া প্রতিকূলতাচরণ করিতে উদ্যোগী হয়, তুমি তাহাদিগের বল নষ্ট কর। ইহাদিগের বীর্য্য ক্ষয় কর এবং ইহাদিগকে পরাঙ্‌মুখ কর।

৪। হে ইন্দ্র! (তোমার অনুগৃহীত) বীর (শত্রুপক্ষীয়) বীরকে শারীরিক বলদ্বারা সংহার করে, যৎকালে উভয়ে পরস্পর বিরোধী দৈহিক বলে বলীয়ান্ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অথবা যৎকালে পুত্র, পৌত্র, ধেনু, জল বা উর্ব্বরা ভূমীর নিমিত্ত(২) পরস্পর আক্রোশ করিয়া বিবাদ করে।

৫। হে ইন্দ্র! কি বীর, কি শত্রুনিহন্তা, কি বিজয়ী, কি যুদ্ধে প্রকুপিত যোদ্ধা, কেহই তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। হে ইন্দ্র! ইহাদিগের মধ্যে কেহই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তুমি এই সমুদয় ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৬। প্রবল শত্রুর (উচ্ছেদ) সাধনার্থই বিবাদ উপস্থিত হউক, অথবা পরিচারকসম্পন্ন গৃহের নিমিত্তই বা বিতণ্ডা হউক, দুইজন (বিবাদকারীর) মধ্যে যাহার ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তব করে সেই ব্যক্তিরই ধনলাভ হয়।

---

(১) আর্য্য ও দাসের উল্লেখ।

(২) ভিন্নং লোক বা সম্প্রদায়দিগের মধ্যে নদীকূল বা উর্ব্বরা ভূমি লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহাপ্রকাশ পাইতেছে।

৭। হে ইন্দ্র! যৎকালে ত্বদীয় উপাসকগণ ভয়ে কম্পিত হয়, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিও। তুমি তাহাদিগের পালক হও। যাঁহারা আমাদিগের নেতা এবং যে সকল স্তোতৃবর্গ আমাদিগকে অগ্রে সংস্থাপন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি বলসম্পন্ন শত্রু বধের নিমিত্ত তোমাতে সমস্ত (শক্তি) অর্পিত হইয়াছে। হে পূজনীয় ইন্দ্র! দেবগণ তোমাকে যথোচিত বল ও সংগ্রামযোগ্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি এইরূপে যুদ্ধে আমাদিগের শত্রুগণকে (সংহার করিবার নিমিত্ত) আমাদিগকে প্রোৎসহিত কর। তুমি আমাদিগের জন্য হিংসাকারী সৈন্যদিগকে বশীভূত কর। আমরা তোমার স্তবকারি, আমরা অর্থাৎ ভরদ্বাজগণ যেন নিশ্চিতরূপে অন্নসহকারে বাসস্থান লাভ করি।

---

২৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমরা অন্নলাভের নিমি[illegible]স অভিষুত করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদিগের [illegible] শ্রবণ কর। ভবিষ্যতে যখন মনুষ্যগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হইবে তখন [illegible]গকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা করিও।

২। হে ইন্দ্র! সুপ্রাপ্য প্রচুর অন্নলাভের নিমিত্ত বাজিনীর পুত্র (ভরদ্বাজ) অন্নসহকারে তোমাকে আহ্বান করিতেছে। তুমি সজ্জনপালক, ও দুর্জন হইতে রক্ষাকারী, তোমাকে তিনি উপদ্রব নিবারণার্থ (আহ্বান করিতেছেন) তিনি মুষ্টিবলদ্বারা শত্রুনিধনকারী, তিনি যৎকালে ধেনুগণের জন্য যুদ্ধ করেন, তখন তোমারই উপর নির্ভর করেন।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি কবির (ভার্গব ঋষির) অন্নলাভেচ্ছা উত্তেজিত করিয়াছ। তুমি হব্যদাতা কুৎসের নিমিত্ত শুষ্ণকে ছেদন করিয়াছ। তুমি অতিথিগ্ব (দিবোদাস) কে সুখী করিবার নিমিত্ত সেই (শম্বরের) শিরশ্ছেদন করিয়াছ যে আপনাকে দুর্ভেদ্য জ্ঞান করিত।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষভ (নামক রাজা) কে যুদ্ধসাধন বিপুল রথ প্রদান করিয়াছ। যখন তিনি দশ দিবস যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছ। তুমি বেতসুর সহিত তুগ্রকে সংহার করিয়াছ। তুমি স্তবকারী, তুজি (নামক রাজার) সমৃদ্ধি বিধান করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুনিহন্তা, তুমি প্রশংসনীয় কার্য্যসম্পাদন করিয়াছ, কারণ, হে বীর! তুমি শত শত ও সহস্র সহস্র (শম্বর সৈন্য) বিদারিত করিয়াছ; পর্ব্বত হইতে (নির্গত) দাস শম্বরকে বধ করিয়াছ এবং বিচিত্র রক্ষাদ্বারা দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত কার্য্য ও সোমরসদ্বারা উল্লাসিত হইয়া তুমি দভীতি রাজার নিমিত্ত চুমুরিকে বধ করিয়াছ এবং পিঠীনাকে রজি(১) প্রদান করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে এককালে ষষ্টিসহস্র (যোদ্ধাকে) বিনষ্ট করিয়াছ।

৭। হে বীরসহচর, বলবত্তম ইন্দ্র! তুমি ত্রিভুবনরক্ষক ও শত্রুবিজয়ী, স্তোতৃবর্গ তোমাকর্ত্তৃক (প্রদত্ত) যে উৎকৃষ্ট সুখ ও বলের প্রশংসা করেন, আমি (ভরদ্বাজ) ও যেন মদীয় স্তোতৃবর্গের সহিত সেই উৎকৃষ্ট সুখ ও বল লাভ করি।

৮। হে পূজ[illegible]দ্র! আমরা ত্বদীয় মিত্রভূত ও স্তবকারী, আমরা যেন ধনলাভার্থ স[illegible]নীয় এই স্তোত্রদ্বারা তোমার নিরতিশয় প্রীতিভাজন হই। প্রতর্দ্দনের পুত্র, (মদীয় যজমান) ক্ষত্রশ্রীঃ (নামক রাজা) যেন শত্রু সংহার ও ধনলাভ করিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

---

(১) মূলে "রজিম্" আছে। "রজিম্ এতদাখ্যাং কন্যাং বা রাজ্যং বা।" সায়ণ।

২৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু অষ্টম ঋকের দান দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। ইন্দ্র এই (সোমরসে) হৃষ্ট হইয়া কি করিয়াছেন? তিনি এই (সোমরস) পান করিয়া কি করিয়াছেন? তিনি ইহার সাহচর্য্যে কি করিয়াছেন? পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হইতে কি লাভ করিয়াছেন?।

২। ইন্দ্র এই (সোমরসে) হৃষ্ট হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি এই (সোমরস) পান করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি ইহার সাহচর্য্যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হইতে উপকার লাভ করিয়াছেন।

৩। হে মঘবা! আমরা কাহারও ত্বত্তুল্য মহিমা অবগত নহি, ত্বত্তুল্য ঐশ্বর্য্য বা শ্লাঘ্য ধনও অবগত নহি। হে ইন্দ্র! কেহই ত্বত্তুল্য সামর্থ্য দর্শন করে নাই।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি যে বীর্য্যদ্বারা বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছ, আমরা ত্বদীয় সেই বীর্য্য অবগত আ[illegible]শ্রেষ্ঠতম (বরশিখের পুত্র) বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত ত্বদীয় বজ্রের শব্দেই বিদী[illegible] [illegible]ছিল।

৫। ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যবর্ত্তীর প্রতি [illegible] (প্রা[illegible] হইয়া বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছেন। তিনি হরিয়ূপীয়া[illegible](১) পূর্ব্বভাগে অবস্থিত (বরশিখের পুত্র) বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত (বরশিখের) শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হইয়াছিল।

৬। হে পুরুহূত! তোমার প্রতি হিংসা করণদ্বারা যশোলিপ্সু হইয়া যজ্ঞপাত্র ভঙ্গনকারী যব্যাবতীর নিকট(২) সমবেত ত্রিংশৎশত বর্ম্মধারী(৩) বৃচীবৎ পুত্র এককালে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

---

(১) "হরিয়ূপীয়া নাম কাচীনদী কাচীনগরী বা।" সায়ণ।

(২) সায়ণ বলেন যব্যাবতী হরিয়ূপীয়ার আর একটী নাম। যে নদীতীরে এত যুদ্ধ হইয়াছিল সে নদী কোথায়?।

(৩) মূলে "ত্রিংশৎ শতং বর্ম্মিণং" আছে। সায়ণ "ত্রিংশৎ শতং অর্থে এক শত ত্রিশ করিয়াছেন।

৭। যাঁহার সমুজ্জ্বল, শোভন তৃণাভিলাষী, পুনঃ পুনঃ তৃণ লেহনকারী অশ্বগণ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) মধ্যভাগে বিচরণ করে, সেই ইন্দ্র সৃঞ্জয় নামক রাজার নিকট তুর্বশকে সমর্পণ করিয়াছেন এবং বৃচীবৎগণকে দেবরাত বংশীয় (অভ্যবর্ত্তীর) বশতাপন্ন করিয়াছেন।

৮। হে অগ্নি! চয়মানের পুত্র, ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট অভ্যবর্ত্তী আমাকে রথ ও রমণী সহকারে বিংশতি গোমিথুন প্রদান করিয়াছেন। পৃথুর বংশধরের এই দান অক্ষয় অর্থাৎ কেহই ইহার বিলোপ করিতে সমর্থ নহে।

---

২৮ সূক্ত।

গো দেবতা, কিন্তু দ্বিতীয় ঋকের ও অষ্টম ঋকের কিয়দংশের ইন্দ্র দেবতা।
ভরদ্বাজ ঋষি(১)।

১। গোগণ যেন (আমাদিগের গৃহে) আগমন করে ও আমাদিগের কল্যাণ বিধান করে। তাহারা যেন আমাদিগের গোষ্ঠে উপবেশন করে ও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়। বিচিত্রবর্ণ ধেনুবৃন্দ যেন এই স্থানে সন্ততি সম্পন্ন হইয়া প্রত্যুষে [illegible] নিমিত্ত দুগ্ধপ্রদান করে।

২। ইন্দ্র য[illegible] ও প্রীতিদায়ক স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ করেন। তিনি সর্ব্বদা তাহ[illegible] ধন প্রদান করেন এবং কখনও তাহাদিগকে স্বীয় নিজধন হইতে [illegible] করেন না। তিনি নিরন্তর তাহাদিগের ধন বৃদ্ধি করিয়া নিজ ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থাপন করেন।

৩। ধেনুগণ যেন বিনষ্ট না হয়। তস্করগণ যেন তাহাদিগকে অপহরণ না করে। শত্রুসম্বন্ধীয় অস্ত্র সকল যেন তাহাদিগের উপর পতিত না হয়। যে সকল ধেনু দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়, যাগ সাধন সেই গোবৃন্দের সহিত গোস্বামী যেন কখনও বিযুক্ত না হয়েন।

---

(১) তৎকালে দুগ্ধদাত্রী গাভীই লোকের একটী প্রধান সম্পত্তি ছিল, সুতরাং ঋষিগণের বড় প্রিয় ছিল। এই সূক্তের ঋষি গোসমূহেরই স্তুতি করিতেছেন, এবং ৫ ঋকে তাহাদিগকে স্বয়ং ইন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ৫ ঋকে গাভীর আহুতি দানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

৪। রেণু সকলের উৎথাপনকারী সামরিক অশ্ব যেন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত না হয়। তাহারা যেন যজ্ঞে বিশসনাদি (অর্থাৎ বলিদানাদি) সংস্কার প্রাপ্ত না হয়। যাগানুষ্ঠানকারী মনুষ্যের ধেনুগণ যেন নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

৫। গোগণ আমার ধনস্বরূপ। ইন্দ্র আমাকে গোসমূহ প্রদান করুন। ধেনুগণ হব্যশ্রেষ্ঠ সোমরসের ভক্ষণীয় প্রদান করুক। হে মনুষ্যগণ! এই সমস্ত ধেনুগণই সেই ইন্দ্র, যাহাকে আমি হৃদয় ও মনের সহিত কামনা করি।

৬। হে ধেনুগণ! তোমরা আমাদিগের পুষ্টিবিধান কর। তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীযুক্ত কর। হে কল্যাণকর ধ্বনিসম্পন্ন ধেনুবৃন্দ! তোমরা আমাদিগের গৃহ সমৃদ্ধিসম্পন্ন কর। যজ্ঞসভায় তোমাদিগের প্রদত্ত প্রচুর অন্নই সম্যক রূপে কীর্তিত হয়।

৭। হে ধেনুগণ! তোমরা সন্ততিসম্পন্ন হও। শোভন শস্পভক্ষণ ও সুগম সরোবরে জল পান কর। তস্কর যেন তোমাদিগের অধিপতি না হয় এবং হিংস্রক জন্তুও যেন তোমাদিগকে আক্রমণ না করে এবং রুদ্রাস্ত্র যেন তোমাদিগের দূরে থাকে।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার বলাধানের নিমিত্ত! তুলীগের পুষ্টি প্রার্থিত হউক এবং (গোগণের গর্ভাধানকারী) বৃষভের বল (প্রার্থিত হউক)।